দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৪৭ ॥ ৮ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ২৫ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা ॥ ২৮ রমজান ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ভাসানটেক বস্তিতে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হবে : আতিক

স্টাফ রিপোর্টার : মিরপুরের ভাসানটেক বস্তিতে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। গতকাল রোববার দুপুরে ডিএনসিসির উদ্যোগে এবং চীন দূতাবাসের সহযোগিতায় ভাসানটেক বস্তিতে বসবাসকারী এক হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন তিনি। এক হাজার জনের প্রত্যেককে ৮ কেজি মিনিকেট চাল, ১ কেজি মসুর ডাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ৩ কেজি আলু, ১ কেজি চিনি, হলুদ ও মরিচের গুড়ার ১০০ গ্রাম প্যাকেট এবং ১ প্যাকেট সেমাই দেওয়া হয়। ডিএনসিসি মেয়র বলেন, ভাসানটেক বস্তিবাসীদের পরিকল্পিত পুনর্বাসনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে।

মাহে রমযানের সওগাত-২৮

স্টাফ রিপোর্টার : আজ রমযান মাসের ২৮তম দিন। আর দুএকদিনের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে পবিত্র এ মাস রমযান। রহমত মাগফিরাত ও নাজাতের এই পবিত্রতম দিনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কী অর্জন করলাম। তা-ই এখন হিসাব নিকাশের পালা। রাসূল (সা:) বলেছেন, ''যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল অথচ নিজের গুনাহগুলো মাফ করাতে পারলো না তার চেয়ে হতভাগা আর কেউ নাই।'' রমযানের শেষ পর্যায়ে এসে তাই আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা রাখতে পেরেছি কি না। রোযা থেকে কতটুকু ফায়দা আমি নিতে পেরেছি। মানুষ অপরাধ করলে শাস্তি দেয়া হয়। উদ্দেশ্য এ শাস্তিকে ভয় করে সে যেন আর এ রকম অপরাধ না করে। অনুরূপভাবে তাকওয়ার গুণ শিখানোর জন্য আল্লাহ রোযা

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ছাড়তে ৯৮৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত ভাড়া গুনবেন যাত্রীরা

স্টাফ রিপোর্টার : আপনজনদের সঙ্গে ঈদ করতে ঢাকা ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। এই ঈদযাত্রায় কেবল ঢাকা ছাড়তেই ৯৮৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে এসব যাত্রীদের। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণে এই তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি এই তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, তাদের গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় পর্যবেক্ষণ উপ-কমিটির সদস্যরা গত ৩ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা থেকে দেশের সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথে ঈদযাত্রা পরিস্থিতি, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও যাত্রী সেবার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কিছু অসাধু বাস মালিক-চালকেরা ঈদে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্য মেতে উঠেছে। সড়ক ও নৌ-পথের বিভিন্ন টার্মিনালে ভিজিল্যান্স টিমের অস্থায়ী অফিসে সদস্যরা বসে থাকলেও তারা এসব দেখার বা প্রতিকার করার প্রয়োজন মনে করছে না। ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কোনও যাত্রী অভিযোগ দিলে তারা ব্যবস্থা নেবেন। যাত্রীরা জানাচ্ছেন, ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যদের সামনে ভাড়া নৈরাজ্য চললেও তারা দেখেও না দেখার ভান করে আছেন। তাদের জানিয়ে আর কী লাভ হবে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এবারের ঈদে সবচেয়ে বেশি যাত্রী নৌ-পথে পরিবহন হবে। ঢাকার সদরঘাট ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরসহ বিভিন্ন ঘাট দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ যাত্রী দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাবেন। যাত্রীপ্রতি গড়ে ৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। গড়ে যাত্রী প্রতি ২০০ টাকা হারে বাড়তি ভাড়া আদায় হলে ঈদের আগে এসব যাত্রীর কাছ থেকে ১২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে। রাজধানীতে চলাচলকারী সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় ঈদকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নৈরাজ্য মেতে উঠেছে। ঈদে কেনাকাটা, বিভিন্ন টার্মিনালে যাতায়াতের পাশাপাশি দৈনন্দিন নানা কাজে এসব অটো ব্যবহার করতে গিয়ে প্রত্যক যাত্রীকে গড়ে প্রতি ট্রিপে ২০০ টাকা হারে বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে। ঈদে আগে রাজধানীতে চলাচলকারি ২৫ হাজার সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় প্রায় ৭০ লাখ ট্রিপ যাত্রীকে ১৪০ কোটি টাকার বেশি বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। ইজিবাইক, মোটররিকশা, প্যাডেল চালিত রিকশা ঈদ বকশিসের নামে যাত্রীপ্রতি গড়ে ২০ টাকা হারে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে। যাত্রী কল্যাণ সমিতি মনে করে, রাজধানীতে চলাচলকারি প্রায় ১০ লাখ ইজিবাইক, ব্যাটারিচালিত রিকশা, প্যাডেল চালিত রিকশায় ১৪ কোটি ট্রিপ যাত্রীর যাতায়াত হতে পারে। এই যানবাহনে যাত্রীদের ২৮০ কোটি টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। লেগুনা, দুরন্ত, দিগন্ত নানা নামে পরিচিত রাজধানীতে চলাচলকারী ৭ হাজার হিউম্যান হলারে ঈদের আগে প্রায় ৮০ লাখ ট্রিপ যাত্রীকে ঈদ

২-এর পাতায় দেখুন

নদীবন্দরসহ বিভিন্ন ঘাট দিয়ে প্রায় ৬০ লাখ যাত্রী দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাবেন। যাত্রীপ্রতি গড়ে ৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে

কুকি-চিন পাহাড়ে অশান্তি তৈরি করতে পারবে না : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানে ব্যাংক ডাকাতি ও সশস্ত্র হামলার ঘটনা পাহাড়ের সার্বিক পরিস্থিতির ওপরে 'কোনো প্রভাব ফেলবে না' বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "কেএনএফ (কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট) এর সশস্ত্র তৎপরতা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সরকার এ নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক এবং শক্ত অবস্থান নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই এলাকা ঘুরে এসেছেন। যৌথ অভিযান চলছে।" মঙ্গলবার রাতে শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি বান্দরবানের রুমা উপজেলা সদরে সোনালী ব্যাংকে হামলা চালায়। তারা ব্যাংকের কর্মকর্তা, নিরাপত্তারক্ষীসহ অন্তত ২০ জনকে মারধর করে। টাকার পাশাপাশি পুলিশের অস্ত্রও লুট করে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপক নেজাম উদ্দীন তখন রুমা উপজেলা পরিষদ এলাকায় মসজিদে তারাবির নামাজ পড়ছিলেন।

পাহাড়ের সার্বিক শান্তিতে প্রভাব পড়বে না

২-এর পাতায় দেখুন

খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির সবচেয়ে বড় প্রভাবক স্বাস্থ্য ব্যয়

স্টাফ রিপোর্টার : হাসপাতালগুলো গত এক বছরে রোগ নির্ণয়ে করা বিভিন্ন পরীক্ষার ফি বাড়িয়েছে (সরকার নির্ধারিতগুলো ছাড়া) কমপক্ষে ১৫ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ৪০ শতাংশও ছাড়িয়েছে। একই সময়ের মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি ও ওষুধের ব্যয় বেড়েছে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতালে এ ব্যয় বেড়েছে ৫০ থেকে ১০০ শতাংশেরও বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, এ মুহূর্তে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে সবচেয়ে বড় প্রভাবক হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্য ব্যয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গত ডিসেম্বর শেষে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৫২ শতাংশ। এ সময় খাদ্যবহির্ভূত খাতগুলোর মধ্যে মূল্যস্ফীতির হার সবচেয়ে বেশি ছিল

২-এর পাতায় দেখুন

যে কারণে পেছাল তৃতীয় টার্মিনাল হস্তান্তরের সময়

স্টাফ রিপোর্টার : কাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল হস্তান্তরের সময় প্রায় ৬ মাস পিছিয়েছে। এর ফলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আগামী সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় টার্মিনাল বুঝে নেবে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। গতকাল রোববার বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মফিদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তৃতীয় টার্মিনালের হস্তান্তরের কার্যক্রম গত শনিবার সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, নানা যৌক্তিক কারণে তৃতীয় টার্মিনালের ৫ শতাংশ কাজ এখনো শেষ হয়নি। তাই ছয় মাস পিছিয়ে আগামী সেপ্টেম্বরে সিভিল এভিয়েশনের কাছে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল হস্তান্তর করবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তবে হস্তান্তর পেছানোর কারণে প্রকল্পটির ব্যয় এক টাকাও বাড়বে না। বেবিচক জানায়, গত শনিবার এ নিয়ে সিভিল এভিয়েশন দপ্তরে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং বুয়েট সুপারভিশন টিম নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সময় ও ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় জাপানি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মিতসুবিশি। বৈঠকের বিষয়ে বেবিচক চেয়ারম্যান জানান, প্রকল্পের ৫ শতাংশ কাজের মধ্যে বিভিন্ন ইন্সটলেশন, ক্যালিব্রেশন ও মেশিন প্রি-টেস্টিংয়ের কাজ বাকি রয়েছে। এগুলো সম্পন্নের জন্য সেপ্টেম্বরে প্রকল্প হস্তান্তরের সুযোগ দেওয়া হবে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে। সেপ্টেম্বরে সিভিল এভিয়েশন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর পুরাতন টার্মিনালের অনেক কার্যক্রম তৃতীয় টার্মিনালে স্থানান্তর কার্যক্রম শুরু হবে। এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় কাজ করা বোর্ড, তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনার সার্বিক বিষয় তুলে ধরে রিপোর্ট করবে বেবিচককে। তারপরই জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদ শেষে ১৭ এপ্রিল ফেরার টিকিট বিক্রি শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদ শেষে ট্রেনের ফিরতি যাত্রার টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে বুধবার (৩ এপ্রিল) সকাল ৮টা থেকে। ১৭ এপ্রিল যারা ঢাকা ফিরতে চান তাদের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। গতকাল রবিবার সকাল ৮টায় পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হয়। যাত্রীদের অনলাইনে এই টিকিট ক্রয় করতে হচ্ছে। এবার টিকিট ক্রয় সহজলভ্য করার জন্য রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলত সকল আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট সকাল ৮টা হতে শুরু হয় এবং পূর্বাঞ্চলে চলাচল আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট দুপুর ২টা হতে ইস্যু করা হচ্ছে। এছাড়া যাত্রীসাধারণের অনুরোধে ২৫ শতাংশ টিকিট ভ্রমণের দিন যাত্রা শুরুর আগে প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে। যাত্রীরা ঈদ অগ্রিম যাত্রা ও ফেরত যাত্রার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একবার করে টিকিট কিনতে পারবেন। একজন যাত্রী সর্বাধিক

২-এর পাতায় দেখুন

বায়তুল মোকাররমে ঈদের ৫ জামাত

প্রথমটি সকাল ৭টায়

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল ফিতরে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পাঁচটি ঈদের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত হবে সকাল ৭টায়। পরে এক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে বেলা পৌনে ১১টা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাকি চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বুধবার বা বৃহস্পতিবার (১০ বা ১১ এপ্রিল) দেশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহ ও বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লিরা দুই রাকাত ঈদের ওয়াজিব নামাজ আদায় করেন। ঈদুল ফিতরের তারিখ নির্ধারণে আগামী মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) সভায় বসবে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বায়তুল মোকাররমে ঈদ জামাতের এ তথ্য জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এতে বলা হয়, ঈদের প্রথম জামাত হবে সকাল ৭টায়। এতে ইমাম থাকবেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মো: মিজানুর রহমান। মুকাব্বির থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন ক্বারী মো: ইসহাক। দ্বিতীয় জামাত হবে সকাল ৮টায়। মসজিদের পেশ

২-এর পাতায় দেখুন

দুই মহাসড়কে যানজট নেই তবে গাড়ির চাপ বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার খ্যাত ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রায় গতকাল রোববার সকাল থেকেই বেড়েছে গাড়ির চাপ। এতে চন্দ্রার আশপাশে কিছু সময়ের জন্য যানজট দেখা দিলেও এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এদিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কেও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এছাড়া দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ভোগান্তি ছাড়াই ঈদে ঘরমুখো মানুষদের নির্বিঘ্নে চলাচল করতে দেখা গেছে। তবে বিকেলের দিকে পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ সদস্যরা কাজ করছেন। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে চন্দ্রায় গিয়ে দেখা যায়, গাবতলী, আশুলিয়া, বাইপাইল, সাভার ও নবীনগর এলাকা থেকে আসা বাস চন্দ্রা এলাকা পাড় হয়ে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। এসময়

২-এর পাতায় দেখুন

দুদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দুদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। গতকাল রোববার তাকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। তার সফরে এক চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। মাউরো ভিয়েরা সফরের প্রথমদিনে আজ দুপুর ২টা ২০ মিনিটে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। ৩টা ২০ মিনিটে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর সঙ্গে বৈঠক করবেন। পরে বিকেল পৌনে ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন তিনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, আজ সোমবার সকাল ১০টায়

২-এর পাতায় দেখুন

ইফতার পার্টি না করে কর্মচারীদের ঈদ উপহার দিল রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: রমজান মাসে ইফতার পার্টি না করে সেই অর্থ দিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সেই নির্দেশ মেনে ইফতার মাহফিলের আয়োজন না করে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের সাথে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করার উদ্যেশ্যে ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল (বুধবার) রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড পরিবারের পক্ষ থেকে থেকে বোর্ডে কর্মরত নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঈদ উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল- সেমাই, চিনি, চাউল, তৈল, মশলা ইত্যাদি। ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন- রাজশাহী-২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. অলীউল আলম, শিক্ষা বোর্ড সচিব মো. হুমায়ুন কবীর, শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কোরবানির জন্য ব্রাজিল থেকে পশু আনবে সরকার

স্টাপ রিপোর্টার : লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল থেকে কোরবানির ঈদেই পশু আমদানি করতে চায় সরকার বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। গতকাল রোববার ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েইরার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বল্পমূল্যে মাংসজাত পণ্য বাংলাদেশে রফতানি করতে আগ্রহী ব্রাজিল। তবে

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদের কেনাকাটা

রমজানের শেষ সপ্তাহে টুপি-জায়নামাজ

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদুল ফিতরের আর সপ্তাহখানেক বাকি। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এই উৎসবকে ঘিরে রমজানের শুরু থেকেই চলছে প্রস্তুতি। ঘরের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে নতুন পোশাক কিনছেন ক্রেতারা। রমজানের শেষ সপ্তাহে ভিড় বাড়ছে ঈদের জামাতের অন্যতম অনুষঙ্গ আতর, সুরমা, তসবিহ, টুপি ও জায়নামাজের মতো পণ্যের দোকানগুলোতে। ঈদের দিন নতুন পোশাকের সঙ্গে নতুন সুগন্ধি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। তাই ক্রেতারা ভিড় করছেন সুগন্ধির দোকানগুলোতে। একইসঙ্গে টুপি, জায়নামাজ, সুরমা, হাজী রুমাল, হিজাব কিনতে ভিড় করছেন এসব পণ্যের দোকানেও। ক্রেতারা বলছেন, নতুন পোশাকের সঙ্গে মানানসই নতুন টুপি আর সুগন্ধি তাদের মনকে আরও সতেজ করবে। রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের আতর, টুপি ও জায়নামাজ। মসজিদের দক্ষিণ ফটকের সামনেও বসেছে বেশ কিছু ভাসমান দোকান। এসব দোকান ঘুরে দেখা যায়, ঈদকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। যদিও বিক্রেতারা বলছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় তাদের বিক্রি-বাট্টা এবছর কম হচ্ছে। টুপি-জায়নামাজ বিক্রি করেন বেলাল হোসেন। তিনি জানান, তার কাছে বাংলাদেশ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, চীন ও আফগানিস্তানের টুপিও আছে। যেসব টুপির দাম ১০

২-এর পাতায় দেখুন

সুগন্ধির দোকানে ভিড়

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার ইসরায়েলির বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে দেশটির হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। গাজায় জিম্মি চুক্তির দাবিতে অন্তত এক লাখ মানুষ নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশে অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এর আগে হামাসের হাতে জিম্মি ইলাদ কাতজিরের মৃতদেহ ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী উদ্ধার করেছে। এরপরেই তেল আবিব এবং অন্যান্য শহরে সমাবেশ শুরু হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীরা 'এখনই নির্বাচন' এবং 'ইলাদ, আমরা দুঃখিত' বলে স্লোগান দিচ্ছিলো। পরে পুলিশ জোরপূর্বক তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবি খুব জোরালো হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই ইসরায়েলের অভ্যন্তরে বেশ চাপে রয়েছেন নেতানিয়াহু। গাজায় যারা জিম্মি হয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরাও নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা হামাস এবং তার সহযোগীদের কাছে গাজায় জিম্মি থাকা ১৩০

২-এর পাতায় দেখুন

মাংস ও মসলার বাজার চড়া

আরও বাড়ার আগেই কিনছেন ক্রেতারা

স্টাফ রিপোর্টার : রমজানের দুই সপ্তাহ পার হতে না হতেই বাড়তে শুরু করে মাংসের দাম। ঈদের আগে আগে মাংসের বাজার আরও উর্ধ্বমুখী। মাংসের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তার কোনোটারই কোনও প্রভাব পড়েনি বাজারে। রোজা শুরুর আগেও যে ব্রয়লার মুরগির কেজি ছিল ২১৫ টাকা বা তার আশপাশে, আজ তা আড়াইশ' টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রমজানের আগে যে গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল, আজ তা ৭৮০ টাকা। দাম বাড়লেও ঈদের জন্য এখনই মাংস কিনে নিচ্ছেন ক্রেতারা। তাদের শঙ্কা, ঈদের আগে দাম আরও বেড়ে যেতে পারে। বিক্রেতারাও বলছেন, চাহিদার ওপর মাংসের দাম বাড়া-কমা নির্ভর করছে। ঈদের আগে কেবল মাংসের দাম বেড়েছে এমনটা নয়। বেড়েছে আলু, আদা, রসুন, এলাচ, কাজুবাদাম, জয়ত্রীর মতো পণ্যের দামও। রাজধানীর মিরপুর ১ নম্বরের কাঁচাবাজার সরেজমিন দেখা যায় ঈদের আগে মানুষের কেনাকাটার এই চিত্র। সরকার গরুর মাংসের কেজি ৬৬৪ টাকা এবং ব্রয়লার মুরগির মাংস ১৭৫ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই নির্দেশের কোনও তোয়াক্কা না করেই বাজারে নিয়মিতই বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের মাংস। দেশি মুরগি, কক ও লেয়ার মুরগির মাংসও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। এতে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ আরও বেড়েছে। তবু চাপ উপেক্ষা করেই আসন্ন ঈদের কেনাকাটা করছেন তারা। কারণ শঙ্কা আছে, দুই-একদিনে এই দাম না আরও বেড়ে যাবে। রমজানের আগে শেষ শুক্রবার, গত ৮ মার্চ ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছিল ২১৫ থেকে ২২৫ টাকা কেজিতে, কক মুরগি ৩১৫-৩২৫ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩২০ টাকা, দেশি মুরগি ৫০০/ ৬৮০ টাকায়। ওজন অনুযায়ী ব্রয়লার মুরগি ২৩৫ থেকে ২৫০ টাকা, কক মুরগি ৩৩০-৩৪০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৩৫ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার দেড় কেজির বেশি ওজনের মুরগি গত সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে ২০২ টাকা কেজি দরে, যা আজ বিক্রি হয় ২৩৫ টাকায়। গরুর মাংস ৭৬০-৭৮০ টাকা, খাসির মাংস ১১৫০ টাকা

২-এর পাতায় দেখুন

/dainikmanabikbangladesh

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ এখন সকল প্ল্যাটফর্মে..

ই-পেপার পড়তে ভিজিট করুন
www.manabikbangladesh.com

প্রিন্ট কপি পেতে
স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ৮ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ২৫ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা

বিদ্যুৎ আমদানিতে ব্যয় ৯০ শতাংশ বাড়বে চলতি অর্থবছরে

স্টাফ রিপোর্টার : স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারত থেকে আমদানির মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের ১২ শতাংশই করা হচ্ছে আমদানির মাধ্যমে। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) বিদ্যুৎ আমদানিতে ব্যয় হয়েছিল ৯ হাজার ২২৩ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বাবদ ব্যয় হতে পারে ১৭ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে এবার দেশে বিদ্যুৎ আমদানিতে ব্যয় বাড়তে পারে প্রায় ৮ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা বা ৯০ শতাংশের বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিতের চেয়ে আমদানি করা বিদ্যুতে খরচ তুলনামূলক কম। এ কারণে অর্থ সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুতের আমদানি বাড়াচ্ছে সরকার। চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ কেনায় ব্যয় বাড়তে যাচ্ছে সরকারের। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট চূড়ান্ত করা হয়। এতে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ক্রয়ে সংস্থাটির ব্যয় হবে ৮৮ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা। যেখানে এর আগের অর্থবছরে ব্যয় হয়েছিল ৮২ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ আমদানিতে ব্যয় হবে ১৭ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা। যেখানে এর আগের অর্থবছরে ৯ হাজার ২২৩ কোটি টাকার বিদ্যুৎ আমদানি করেছিল সরকার। দেশে আমদানীকৃত বিদ্যুতের পুরোটাই আসছে প্রতিবেশী ভারত থেকে। দেশটির সরকারি ও বেসরকারিউভয় উৎস থেকেই এ বিদ্যুৎ আনা হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি চুক্তির আওতায় আমদানি হচ্ছে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট। আর দেশটির বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি আদানি গ্রুপের কাছ থেকে আসছে ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত দেশটি থেকে মোট ২ হাজার ৭৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি রয়েছে। বিপিডিবির আর্থিক প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী, একক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থাটি গত অর্থবছরে ৮৭ হাজার ২৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ কিনেছে। এর মধ্যে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি হয়েছে ১০ হাজার ৪২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। মোট সরবরাহের ভারত থেকে আমদানীকৃত বিদ্যুতের অবদান ছিল প্রায় ১২ দশমিক ৪৪ শতাংশ। এর আগের ২০২১-২২ অর্থবছরে বিপিডিবি ভারত থেকে ৭ হাজার ৭১২ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ আমদানি করেছিল। এক বছরের ব্যবধানে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ বেড়েছে ৩৫ শতাংশের বেশি। বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. হাবিবুর রহমান

৭-এর পাতায় দেখুন

পদ্মা সেতু হয়ে শিকড়ের টানে ছুটছেন ২৪ জেলার মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ঈদে ঘরমুখো যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ গন্তব্যে যাচ্ছেন। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত যানবাহন চলাচল করলেও মহাসড়কে কোথাও কোনও বিড়ম্বনা নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পদ্মা সেতুর মুন্সীগঞ্জ প্রান্তের টোল প্লাজায় ৭টি বুথে নিরবচ্ছিন্ন টোল আদায় শেষে খুব দ্রুততম সময়ে সেতু পাড়ি দিয়ে ২৪ জেলার মানুষ ছুটছেন শিকড়ের টানে। পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল পারাপার হচ্ছে নির্ধারিত লেনে। মহাসড়কে দূরপাল্লার গণপরিবহনের চেয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি বেশি দেখা গেছে। এ বিষয়ে পদ্মা সেতু সাইট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আমিরুল হায়দার চৌধুরী জানিয়েছেন, ঈদকে সামনে রেখে যানবাহনের চাপ কিছুটা বেড়েছে। তবে কোথাও কোনও বিড়ম্বনা নেই। এদিকে, গতকাল রবিবার সকাল থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যা করণীয় তা করা হবেঃ সেনাপ্রধান

বান্দরবান প্রতিনিধি : সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, পাহাড়ের সশস্ত্র দল কেএনএফ (কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট) শান্তি আলোচনা শুরুর পর তাদের 'বিশ্বাস' করা হলেও তারা ভেতরে ভেতরে 'ষড়যন্ত্র' করেছে। তবে কেএনএফ এর তৎপরতায় গত কয়েক দিনে পাহাড়ে নতুন করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 'সম্পর্ণরূপে সক্ষম' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। দুই দিনে তিন ব্যাংকে ডাকাতি, অপহরণ ও গোলাগুলির প্রেক্ষাপটে গতকাল রোববার বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলা পরিদর্শন শেষে বান্দরবান সেনা রিজিয়ন মাঠে সাংবাদিকদের

৭-এর পাতায় দেখুন

বেইলি রোডের আগুন কেটলির শর্টসার্কিট থেকে, লিকেজের গ্যাসে বিস্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বেইলি রোডের 'গ্রিন কোজি কটেজ' ভবনের নিচতলায় চা-কফির দোকানে ইলেকট্রিক কেটলি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে তদন্তের পর জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আর সেই আগুন প্রাণঘাতি রূপ পেয়েছিল লিকেজ থেকে ছড়ানো গ্যাসের কারণে। ফায়ার সার্ভিস বলছে, গ্যাস জমে থাকার কারণেই কেটলির শর্টসার্কিটের আগুন খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। আর ভবনটির একটামাত্র সিঁড়িতে সিলিন্ডার রাখার কারণে মানুষ নামতে পারেনি। ওই ভবনে বেশ কিছু 'আইনি ব্যত্যয়' দেখার কথা জানিয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান, সংস্থার পরিচালক (অপারেশন্স)

৭-এর পাতায় দেখুন

কন্ট্রোল রুমের ভুলে মুখোমুখি ট্রেন লোকোমাস্টারের দক্ষতায় রক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদযাত্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে দুটি আন্তঃনগর নন-স্টপ ট্রেন। ফলে ভয়ংকর দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছেন হাজারো যাত্রী। দুর্ঘটনাটি ঘটলে ঈদের আগে লোকোমোটিভ দুটি থেকে শুরু করে আমদানি করা নতুন কোচের ব্যাপক ক্ষতি হতো বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ফলে ঈদযাত্রায় ট্রেন দুটি চালানো নিয়ে বিপাকে পড়তে হতো বাংলাদেশ রেলওয়েকে। এ ঘটনায় কন্ট্রোল রুমের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। তবে কন্ট্রোল রুম জানিয়েছে 'এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি'। ঘটনাটি গত শুক্রবার দুপুরের। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, নতুন নির্মিত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথটি ডুয়েলগেজ সিঙ্গেল লাইনের। গত বছর ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০২ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন এ রেলপথটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের প্রায় ৫ মাস হতে চললেও এ পথে এখনো বসানো হয়নি সিগন্যাল পোস্ট ও কিলোমিটার নির্দেশক পোস্ট। ট্রেন দুটির লাইন ক্লিয়ারেন্স স্লিপ থেকে জানা গেছে, ওইদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে নন-স্টপ আন্তঃনগর ট্রেন কক্সবাজার এক্সপ্রেস (৮১৩)। ৩০০১ নম্বর লোকোমোটিভটি ২২ কোচের কক্সবাজার এক্সপ্রেসকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যাত্রাপথে চকরিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে লোহাগাড়া রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য ট্রেনটিকে অনুমতি দেওয়া হয় দুপুর ১টা ২২ মিনিটে। অন্যদিকে কক্সবাজারের উদ্দেশে চট্টগ্রাম থেকে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে আসে

৭-এর পাতায় দেখুন

স্কুল উচ্ছেদে করতে চায় গণপূর্ত, ২২৩ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার : কোনও রকম নোটিশ না দিয়েই রাজধানীর লালমাটিয়ার 'পেনফিল্ড' স্কুল উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। আগামী ৮ এপ্রিল ঈদের ছুটির মধ্যে গোপনে স্কুল ভনটি উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অথচ ক্যামব্রিজ ও এডএক্স মিলিয়ে স্কুলের ২২৩ জন 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থী এপ্রিল ও মে মাসে পরীক্ষায় বসার কথা। এই সময় স্কুলটি উচ্ছেদ করা হলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করছে, স্কুলটি গোপনে উচ্ছেদে করার কৌশল নিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। উচ্ছেদের নোটিশে ভবন উচ্ছেদ করার কথা বলা হলেও সেটি

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে আমবাগানে লাশ পাওয়া নারীর বাড়ি ময়মনসিংহে

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে আম বাগান থেকে উদ্ধার হওয়া গলাকাটা লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহত ওই নারীর বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে বলে জানিয়েছে গাজীপুর পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. মাকসুদের রহমান জানান, ওই নারীর আঙুলের ছাপ নিয়ে এনআইডির তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে নাম-পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। লাশটি হালুয়াঘাট উপজেলার কোনাপাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর মেয়ে মোসা. তাছলিমা খাতুনের (৪৪)। এর আগে গত শনিবার সকালে গাজীপুর সদর উপজেলার মেম্বারবাড়ি পাঁচপীর মাজার এলাকার একটি আমবাগান থেকে অজ্ঞাত হিসেবে তার লাশটি উদ্ধার করা হয়। জয়দেবপুর থানার ওসি মো. ইব্রাহিম খলিল বলেন, গত শনিবার সকালে এলাকাবাসী লাশটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। "লাশের পরনে ছিল হলুদ রঙের পোশাক, হাতে ছিল চুড়ি। লাশের পাশে একটি হাত ব্যাগ, অল্প কিছু দূরে কালো রঙের বোরকা ও

৭-এর পাতায় দেখুন

রহনপুরে নির্মিত হচ্ছে পৌর নিউ মার্কেট

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুরে প্রথমবারের মতো নির্মিত হচ্ছে পৌর নিউ মার্কেট। শনিবার বিকেলে এটির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য জিয়াউর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান হুমায়ুন রেজা, রহনপুর পৌর মেয়র মতিউর রহমান খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের একাংশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আজাহার আলী মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক জামালউদ্দিনসহ অন্যরা।আইইউজিআইপি প্রকল্পের আওতায় ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ তলা বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণ করা হবে।

রাজশাহীতে আবারও ভবন ধ্বসের বীজ বপন

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবন ধ্বসের রেশ কাটতেই না কাটতেই আবারও ভবন ধ্বসের বীজ বপন হচ্ছে রাজশাহী কলেজের বহুতল ভবন নির্মানে ! জানা যায়, ভবন নির্মানে নিম্ন মানের নির্মান সামগ্রী ব্যবহার, দীর্ঘদিন ফেলে রাখা দুই তলা দূর্বল ভবনের ওপর তড়িঘড়ি করে তিন তলার ছাদ দিয়ে মাত্র ১৫ দিনের মাথায় ৪ তলার ছাদ ঢালাই, শুরু হয়েছে পাঁচতলার কাজও। প্রথমে দুই তলা পর্যন্ত এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ
করে সরে যায়, পরে দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর আবার তড়িঘড়ি করে অন্য জনকে দিয়ে করানো হচ্ছে ভবন নির্মানের কাজ। বৃহস্পতিবার (৪ এপ্রিল) সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, রাজশাহী কলেজের মাঠের শেষে
অর্থাৎ নদীর পাড়ের দিকে তৈরী হচ্ছে রাজশাহী কলেজের একটি একাডেমিক ভবন। সেখানে সাংবাদিকদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে সটকে পড়ে মেসার্স সামির ট্রেডার্সের লোকজন। দেখা যায়, রড, সিমেন্ট, বালু এবং ইট সহ সব নির্মান সামগ্রী-ই নিম্ন মানের। সামির ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারি নুরুল হুদার ফোন নম্বর চাইলে দিতে অস্বীকৃতি জানায় মিস্ত্রিরা। পরে মিস্ত্রিদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, ঠিকাদার আমাদের যা কিনে দেবে আমরা তা দিয়েই কাজ করি। মাত্র ১৫ দিন আগে তৃতীয় তলার ছাদ দিয়ে আবার চারতলার ছাদ দিচ্ছেন এতে বিল্ডিং দূর্বল হবে না ? এ প্রশ্নের উত্তরে মিস্ত্রি বলেন, এটা ঠিকাদারের কাজ, তারা যেভাবে বলবে আমাদের সেভাবেই করতে হবে। কাজটি সম্পূর্ণ দেখভাল করার দায়িত্বে থাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাবএসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসএই) আব্দুস সামাদ বলেন, আমি সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, আমার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে হুকুম করেন আমি সেভাবেই কাজ করি। বক্তব্য নিতে চাইলে আমার এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার স্যার অথবা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্যারের সাথে কথা বলুন। এরপর তিনি তার এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের নম্বর পাঠান ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে। একাধিক সূত্র জানায়, রাজশাহীতে শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগে যে কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পেতে কাজ ভেদে প্রথমেই গুনতে হয় ১০ থেকে ২০% পর্যন্ত ঘুঁষের অঙ্ক। আবার কাজ শেষ হবার আগেই বিল তুলতে দিতে হয় ৫ থেকে ১০% ঘুঁষ। এখানেই শেষ

৭-এর পাতায় দেখুন

পাহাড় সামলাতে সরকার ব্যর্থ

রংপুর প্রতিনিধি : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের বলেছেন, পাহাড়ের সামান্য ঘটনায় যদি সরকার হিমশিম খায়, তাহলে দেশে বড় ধরনের বিপদ হলে জনগণ দাঁড়ানোর রাস্তা খুঁজে পাবে না। গতকাল রোববার বিকেলে রংপুর সার্কিট হাউসে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। জি এম কাদের বলেন, পাহাড়ে সন্ত্রাসীদের হামলা নতুন কিছু নয়। এর আগেও হয়েছে, সেটি আবার সমাধানও হয়েছে। কিন্তু এবারের ঘটনা একেবারেই আলাদা। ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ ও খুনসহ বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এতে সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে। এর দায় সরকারকে নিতে হবে। তিনি

৭-এর পাতায় দেখুন

টেকসই বেড়িবাঁধ মেয়াদ শেষের দিকে তবে অগ্রগতি ২০ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার 'সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুনর্বাসন' প্রকল্প নামের একটি মেগাপ্রকল্প নিলেও বাস্তবায়নকাজের অগ্রগতি হতাশাজনক। আগামী জুন মাসে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। অথচ কাজের অগ্রগতি মাত্র ২০ শতাংশ। এ অবস্থায় আগামী বর্ষা মৌসুমে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ জনপদ প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই দুর্যোগ এড়াতে দ্রুত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, আগে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতো উপকূলীয় এলাকা। কিন্তু এখন দুর্বল বেড়িবাঁধ ও বাঁধের উচ্চতা কমে যাওয়ার কারণে সাগরে জোয়ারের পানির চাপ বাড়লেই উপকূলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। তাই সরকার উপকূলীয় এলাকায় পুরানো বাঁধ সংস্কারের পাশাপাশি টেকসই বেড়িবাঁধ তৈরির উদ্যোগ নেয়, যার অংশ হিসেবে 'সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুনর্বাসন' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ২০২১

৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদ কেনাকাটার শেষ সময়ে টুপির দোকানে ভিড়। ছবিটি রোববার সিলেট নগরীর কুদরত উল্লাহ মার্কেট থেকে তোলা।

টেকনাফে ২ কেজির বেশি ক্রিস্টাল মেথ ফেলে পালিয়েছে পাচারকারী

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে বিজিবির টহলদলের চ্যালেঞ্জের মুখে হাতে থাকা ব্যাগ ফেলে পালিয়েছে এক 'পাচারকারী'। পরে ব্যাগটি থেকে পাওয়া যায় ২ কেজি ১২৮ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস। টেকনাফ ২ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মহিউদ্দীন আহমেদ (বিজিবিএমএস) জানান, গতকাল রোববার ভোর রাতে টেকনাফ-কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন মহেষখালিয়া পাড়া ঘাট এলাকা থেকে এই মাদক জব্দ করা হয়। তিনি জানান, মায়ানমার থেকে সাগরপথে মাদকের একটি চালান আসার গোপন সংবাদে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন সদরের দু'টি চোরাচালান প্রতিরোধ টহলদল কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে গতকাল রোববার ভোরে মেরিন ড্রাইভ রাস্তার আড়ালে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে। কিছুক্ষণ পর সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে বঙ্গোপসাগর পাড়ে নৌকা থেকে নেমে ব্যাগ হাতে নিয়ে মেরিন ড্রাইভ সড়কের দিকে আসতে দেখে বিজিবি টহলদল তাকে চ্যালেঞ্জ

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নেই জটলা, কিছু জায়গায় ধীরগতি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। বন্দর নগরী চট্টগ্রাম ও রাজধানী ঢাকাকে যুক্ত করেছে এই মহাসড়কটি। তাই অন্যগুলোর চেয়ে দ্বিগুণ চাপ সামলাতে হয় দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ককে। সেই সঙ্গে কুমিল্লা-নোয়াখালী, কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক সড়ক, কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে যাতায়াত করেন লাখ লাখ মানুষ। ঈদযাত্রা শুরুর আজ তৃতীয় দিনেও এই মহাসড়কের কোথাও তেমন কোনও যানজটের খবর পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু স্থানে অতিরিক্ত পরিবহনের চাপে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে ১০৪ কিলোমিটার। এই ১০৪ কিলোমিটারে আবার যুক্ত আছে কুমিল্লা-নোয়াখালী, কুমিল্লা-চাঁদপুর, কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক সড়ক। যা আরও ১০টির বেশি জেলাকে এই মহাসড়কে যুক্ত করেছে। বিগত বছরগুলোতে সড়ক সংস্কার, সড়ক দখল, অবৈধ পার্কিং, হাটবাজারসহ বিভিন্ন কারণে যানজট সৃষ্টি হতো। কিন্তু বর্তমান সরকার তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বদলে যায় এই মহাসড়কের চিত্র। সড়ক সংস্কার করে ইউরোপের আদলে তৈরি করা হয় চট্টগ্রামের এই একমাত্র সড়ক পথটিকে। হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের যত্নে একরকম নতুন করেই গড়ে তোলা হয় এই অঞ্চলকে। যে কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই এই অঞ্চলের মানুষ নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারছেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে ১০৪ কিলোমিটারের শুরু হয়েছে দাউদকান্দি থেকে আর শেষ হয়েছে চৌদ্দগ্রাম এলাকায়। দাউদকান্দির শহিদনগর, গৌরীপুর বাসস্ট্যান্ড, টোল প্লাজা, চান্দিনা অংশের চান্দিনা বাজার, মাধাইয়া বাজার, বুড়িচং অংশের ক্যান্টনমেন্ট ও নিমসার বাজার, সদর দক্ষিণ অংশের পদুয়ার বাজার ইউটার্ন, চৌদ্দগ্রাম অংশের চৌদ্দগ্রাম বাজার যানজটপ্রবণ এলাকা। কিন্তু রবিবার (৭ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এই

৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদের আগে পুড়ল বগুড়ার শাপলা মার্কেটের ১৫ দোকান

বগুড়ার প্রতিনিধি : বগুড়ার শাপলা মার্কেটের আগুন ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এ ঘটনায় ১৫টি দোকান পুড়ে গেছে। শহরের স্টেশন রোড এলাকায় গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টায় লাগা এ আগুন দুই ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে বলে বগুড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মঞ্জিল হক জানান। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। মার্কেটের কাপড় ব্যবসায়ী মাসুদ বলেন, "যেসব দোকান পুড়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই কাপড়ের; বাকিগুলো ছাপাখানা ও সেলাই মেশিনের। সকাল সাড়ে ৭টায় আগুন লাগার বিষয়টি টের পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। "কিন্তু ততক্ষণে ১৫ দোকান পুড়ে যায়। প্রতিটি দোকানে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকার মালামাল ছিল।" মাসুদ বলেন, ঈদের জন্য তার দোকানেও প্রায় ১৪ লাখ টাকার গেঞ্জি আর প্যান্ট রাখা ছিল; সব পুড়ে গেছে। আলামিন নামের আরেক দোকান মালিক বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের

৭-এর পাতায় দেখুন

গাবতলী ও কল্যাণপুরে নেই যাত্রীর চাপ অলস সময় কাটছে পরিবহন শ্রমিকদের

স্টাফ রিপোর্টার : কয়েক বছর আগেও পরিবহন শ্রমিকদের হাঁকডাকে সরগরম থাকতো গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল। ঈদের সময় যেখানে পা ফেলার জায়গাও পাওয়া যেতো না, সেখানে এখন কাউন্টারের সামনে অলস দাঁড়িয়ে আছেন পরিবহন শ্রমিকরা। একই চিত্র দেখা গেছে কল্যাণপুরেও। সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে থাকলেও আশানুরূপ যাত্রী নেই। গতকাল রবিবার সকালে গাবতলী বাস টার্মিনাল ও কল্যাণপুর ঘুরে এই চিত্র দেখা গেছে। ঈদযাত্রা কয়েকদিন আগে শুরু হলেও গাবতলী বাস টার্মিনাল ও কল্যাণপুর বাস স্ট্যান্ডে এখনও তেমন যাত্রীর চাপ নেই। কাউন্টারগুলো অনেকটাই ফাঁকা। আসন খালি রেখেই ছাড়ছে বাস। তবে পরিবহন শ্রমিকরা ধারণা করছেন, আজ বিকাল থেকে যাত্রীর চাপ বাড়তে পারে। এছাড়া ৮ ও ৯ এপ্রিল সবচেয়ে বেশি চাপ থাকবে। একাধিক পরিবহন শ্রমিক বলেন, "গত শুক্রবার ও শনিবার যে ভিড় ছিল তা এখন নেই। তবে আগামীকাল ভিড় হবে। কারণ, আগামীকাল পোশাক কারখানা ছুটি হবে। পোশাক কারখানায় যারা কাজ করেন তারা আগামীকাল ও পরশু রওনা দেবেন। এতে মানুষের চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হবে।" এছাড়া যানজটের আশঙ্কাও করছেন তারা। এসবি সুপার ডিলাক্সের গাবতলীর কাউন্টার মাস্টার জিল্লু ঢাকা টাইমসকে বলেন, "অনেকেই ট্রেনে যাতায়াত করছেন। আবার পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ঘাটে ফেরি পারাপারে যাত্রী সংখ্যা কমে গেছে। এছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বাস কাউন্টার থেকেও অগ্রিম টিকিট দেওয়া হচ্ছে। এ কারণে গাবতলী বাস টার্মিনালে যাত্রী কমেছে।" তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে যাত্রী চাপ কম থাকায় ঝামেলা ছাড়াই অনেকেই টিকিট কেটে ধীরেসুস্থে ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যেতে পারছেন।"

বর্তমানে যাত্রী চাপ কম থাকায় ঝামেলা ছাড়াই অনেকেই টিকিট কেটে ধীরেসুস্থে ও নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যেতে পারছেন

রাজবাড়ীতে জাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি : রাজবাড়ীতে জাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে পদদলিত হয়ে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে শহরের ভবানিপুর এলাকায় মো. দেলোয়ার হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান রাজবাড়ী থানার ওসি মো. ইফতেখারুল আলম প্রধান। আনুমানিক ৬৫ বছরের ওই বৃদ্ধার পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। রাজবাড়ী শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন বলেন, "প্রতিবছরই জাকাতের কাপড়-লুঙ্গি দিয়ে থাকি। এ বছরও সাড়ে তিন হাজার দুস্থ-গরিবের মধ্যে কাপড়-লুঙ্গি বিতরণের কথা ছিল। "সকাল সাতটা থেকে বিতরণের কথা থাকলেও ফজরের নামাজের পরপরই আমার বাড়িতে লোক জড়ো হতে থাকেন। সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে গেইট দিয়ে হুড়োহুড়ি করে আসতে গিয়ে এক নারী নিচে পড়ে যান। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, "নিহত ওই বৃদ্ধার পরিচয় এখনো পাওয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ঢাকা ছাড়তে ৯৮৪ কোটি টাকার

বকশিসের নামে গড়ে প্রায় ২০ টাকা ভাড়া বাড়তি দিতে হবে। সেই হিসেবে ঢাকার লেগুনায় কেবল ১৬ কোটি টাকার বেশি বাড়তি ভাড়া আদায় হবে। এবারের ঈদে লম্বা ছুটির কারণে ঢাকা থেকে ব্যক্তিগত পরিবহন প্রাইভেটকার, জিপ ও মাইক্রোবাসের প্রায় ৩০ লাখ যাত্রীর যাতায়াত হচ্ছে। এসব যানবাহনে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিজেদের পরিবহন ব্যবহার করলেও ১৫ লাখ যাত্রীকে ভাড়ায়চালিত যানবাহনে ঈদে বাড়ি যেতে ট্রিপ প্রতি গড়ে ৩৫০০ টাকা হারে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সেই হিসেবে এই পরিবহন ব্যবহারকারী যাত্রীদের ১১২ কোটি টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। এবারের ঈদে ঢাকা থেকে বাসে দূরপাল্লার রুটে ৩০ লাখ যাত্রীর যাতায়াতে যাত্রী প্রতি গড়ে ৩০০ টাকা হারে বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সেই হিসেবে বাসের যাত্রীদের ৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে। প্রতিবছর ঈদে ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারি সিটি সার্ভিস বাসগুলো ঈদের ২ দিন আগে থেকে যেকোনও গন্তব্যে গেলে ঈদ বকশিসের নামে ৫০ টাকা হারে যাত্রীর মাথাপিছু ভাড়া আদায় করে থাকে। এবারও ঈদের আগের ২ দিনে ঢাকার ৪ হাজার সিটি বাসে ৪৮ লাখ ট্রিপ যাত্রীর কাছ থেকে গড়ে মাথাপিছু ৩০ টাকা হারে বাড়তি নিলে এইখাতে ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা যাত্রীদের বাড়তি গুনতে হবে। গণপরিবহন সংকট, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সঠিক সময়ে টিকিট না পাওয়া, যানজটসহ নানান ঝক্কি-ঝামেলা এড়াতে এবারের ঈদে প্রায় ১২ লাখ যাত্রী মোটরসাইকেলে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। তাদের ৩০ শতাংশ নিজেদের বাইক ব্যবহার করছেন। অন্যরা রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেলে যাত্রীপ্রতি গড়ে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৩০০ টাকা বেশি ভাড়া দিচ্ছেন। এতে ৮ লাখ ৪০ হাজার মোটরসাইকেল যাত্রীদের ২৫ কোটি ২০ টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। এবারের ঈদে অতিরিক্ত কোচ, ঈদ স্পেশাল হিসেবে অতিরিক্ত রেল রেক যুক্ত করার পরে ঢাকা ৭ লাখ যাত্রী দেশের বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছেন। দৈনিক ৪০ হাজার যাত্রী নিয়মিত টিকিটের পাশাপাশি ১৫ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিটসহ ৪৬ হাজার টিকিটধারী যাত্রী হিসেবে ১ সপ্তাহে ৩ লাখ ২২ যাত্রী রাজধানী ছাড়বেন। এর বাইরে ট্রেনের ছাদে, ইঞ্জিনে, দুই বগির মাঝে, কোচের ভেতরে বিনা টিকিটে যাতায়াত করবে আরও প্রায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার যাত্রী। এত বড় সংখ্যক যাত্রী বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণে কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের রাজস্ব হারালেও চলমান ট্রেনে কর্মরত টিটিই, গার্ড, সরকারি-বেসরকারি স্টুয়ার্ড, বেসরকারি কেন্টিন অপারেটরের লোকজন, ট্রেনে দ্বায়িত্বিরত জিআরপি, এনআরবি ও স্টেশনে দ্বায়িত্বরত টিকিট চেকারদের যাত্রী প্রতি গড়ে ৩০০ টাকা হারে ১১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ঘুস দিতে হবে।

ঈদ শেষে ১৭ এপ্রিল ফেরার টিকিট

চারটি টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। এই টিকিট রিফান্ড করা যাবে না। গত ২৪ মার্চ ঈদযাত্রার প্রথম অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই অগ্রিম টিকিট বিক্রি চলে। আর গত ৩ এপ্রিল শুরু হয় ঈদের ফেরত যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি।

যে কারণে পেছাল তৃতীয় টার্মিনাল

-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) সঙ্গে পরিচালনার বিষয়ে আরেকটি চুক্তি হবে। এর আগে চলতি বছরের ৭ অক্টোবর আংশিকভাবে উদ্বোধন করা হয় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল (থার্ড টার্মিনাল)। ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর কাজ শুরু হওয়া টার্মিনালটি ছিল সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প। এটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অত্যাধুনিক এ টার্মিনালের উদ্বোধনের ফলে পৃথিবীতে ঢাকা বিমানবন্দরের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বেড়েছে। এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। বিমানবন্দরটি এত দিন বছরে প্রায় ৮০ লাখ যাত্রীকে সেবা দিলেও নতুন এ টার্মিনাল চালু হলে বছরে অতিরিক্ত এক কোটি ২০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এখানে একসঙ্গে ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্কিং করা যাবে। ১৬টি ব্যাগেজ বেল্টসহ অত্যাধুনিক সব সুবিধা রয়েছে নতুন এ টার্মিনালে। ২০২৪ সালের অক্টোবরের দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে এটি। প্রাথমিকভাবে টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের কাজ করবে বিমান। পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

দুদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন

ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এরপর গাজীপুরে স্কয়ার ফার্মাসিটিকালসের কারখানা ও বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করবেন তিনি। এরপর দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জি২০ এর বর্তমান চেয়ার হিসেবে ব্রাজিলের অগ্রাধিকার বিষয়ে কথা বলবেন। বিকেল ৪টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মাউরো ভিয়েরা। পরে এফবিসিসিআইয়ের আয়োজনে ইফতার ও রাতের খাবারে অংশ নেবেন। রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার

জনকে মুক্ত করতে সরকারের অক্ষমতায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার সময় ইলাদ কাতজিরকে অপহরণ করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার আইডিএফ তার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। জানুয়ারিতে জিম্মিদের নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাকে জীবিত দেখা যায়। নাওম পেরি নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, ইলাদ কাতজির বন্দীদশায় তিন মাস বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। আজ আমাদের সঙ্গে তার থাকা উচিত ছিলো। সে আজ আমাদের সাথে থাকতে পারতো।
আয়োজনকারীরা জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের প্রায় ৫০টি স্থানে সমাবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে সরকারবিরোধী ধারাবাহিক সমাবেশগুলোয় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি বাকি জিম্মিদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, তিনি হয়তো বাকি জিম্মিদের আর মুক্ত করতে পারবেন না।
তেল আবিবে বিক্ষোভ চলাকালীন সমাবেশের ওপর একটি গাড়ি চাপার ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচজন আহত হয়। যদিও ওই ঘটনার কারণ পরিষ্কার নয়। গাজায় হামাসের হামলার ঠিক ছয় মাসের মাথায় এই নৃশংস যুদ্ধ অবসানে একটি 'যুদ্ধবিরতি'তে পৌঁছাতে কায়রোতে বৈঠক করার কথা রয়েছে। কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিআইএ ডিরেক্টর বিল বার্নস এবং কাতারি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মেদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি মিশর, ইসরায়েল এবং হামাস থেকে আসা আলোচকদের সঙ্গে বসবেন।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক পোস্টে কাতজিরের বোন কারমিত পালতি কাতজির তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, কাতজির জীবিত ফিরে আসতো যদি তারা একটি নতুন যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজী হতো। ফেসবুকের এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, আমাদের নেতৃত্ব কাপুরুষোচিত এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত। এ কারণেই এই চুক্তি এখনো হয় নি। প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা, জোটের সদস্যরা আপনারা আয়নায় নিজেদের দেখুন এবং বলুন যে আপনাদের হাত থেকে রক্ত ঝরেছে কি না। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। তারপর থেকে ছয় মাস ধরে সেখানে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। প্রাণঘাতী এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী নারী ও শিশুরা। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলা এই সংঘাত কবে থামবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়ক বাড়ছে

(ওসি) এম.এ ওয়াদুদ বলেন, সকাল থেকে মহাসড়কে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির চাপ কিছুটা বেড়েছে। তবে মহাসড়কের কোথাও কোনও ভোগান্তি নেই। সকল গাড়ি একদম নির্বিঘ্নে চলাচল করছে। তিনি আরও বলেন, আজ গার্মেন্টস ছুটি হবে। তার পরে মহাসড়কে যানবাহনের সর্বোচ্চ চাপটা শুরু হবে। আশা করছি সেই সময়েই মহাসড়কে আগের মতো কোনও অবস্থার সৃষ্টি হবে না। আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। সিরাজগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক (প্রশাসন) জাফর উল্লাহ রুবেল বলেন, ধীরে ধীরে মহাসড়কে গাড়ির চাপ বাড়ছে। তবে যান চলাচল একদম স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি বলেন, ঈদযাত্রায় বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়কসহ সকল রুটে গাড়ির চাপ বাড়লেও এবার সিরাজগঞ্জের মহাসড়কে যানজটের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত সাগরকন্যা

কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, ঈদের ছুটিতে বাড়তি পর্যটক আগমনের সম্ভাবনা মাথায় রেখে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতার পাশাপাশি তিনজন অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, স্কাউটের প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও সৈকতে রেসকিউ টিম প্রস্তুত থাকবে। বাড়তি ভাড়া আদায় প্রতিরোধ ও হয়রানি বন্ধে নজরদারি করা হবে। ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা অঞ্চলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেন, পর্যটকদের নিরাপত্তায় সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লেম্বুরবন থেকে রামনাবাদ চ্যানেল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্যরা। পর্যটকদের সেবায় জল ও স্থলপথে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

'ঈদ কার্ড' চেনে না নতুন প্রজন্ম

সময়ের ব্যবধানে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে এসেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ইনস্টাগ্রাম, এক্স (সাবেক টুইটার), ই-মেইল, ফেসবুক আর এমএমএসের ভিড়ে হারাতে বসেছে ঈদ কার্ডে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সংস্কৃতি। মোবাইলের টুং শব্দটাই এখন মুহূর্তের মধ্যে মোবাইলের স্ক্রিনে ভাসিয়ে তোলে শুভেচ্ছা বার্তা। একসময় সারা দেশের বিভিন্ন শহর, মফস্বল, পাড়া মহল্লা, এমনকি গ্রামের অলিতে গলিতে ছোট ছোট ঈদ কার্ডের দোকান দেখা যেত। পাওয়া যেত ঈদ কার্ড। বর্ণিল ডিজাইন আর বাহারি রঙের ঈদ কার্ডে আঁকা থাকতো গম্বুজ, মিনারের উপর চাঁদ-তারা, লাল গোলাপ বা কোলাকুলির চিত্র। তার ওপর মোটা অক্ষরে লেখা 'ঈদ মোবারক' দ্বিগুণ করে দিত ঈদের আনন্দ। এ কার্ডগুলোতে শুভেচ্ছা বার্তার পাশাপাশি ফুল, পাখি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মসজিদ, মক্কা শরীফের ছবিসহ বিখ্যাত তারকাদের ছবিও থাকতো। এছাড়া ছোটদের জন্য নানা মজার মিনি কার্ড ছাপানো হতো। জনপ্রিয় সব কার্টুন চরিত্র থাকত মিনি কার্ডগুলোতে। কিন্তু এখন আবেদন হারিয়েছে ঈদ কার্ডের।
পরিবারের ছোটরা কার্ড বানাতে ব্যস্ত থাকতো ঈদের আগের দিনগুলোতে। স্কুলের বন্ধুর কাছে এ পরিবারের প্রিয়জনকে ঈদ কার্ড দেওয়া ছিল অনেক বেশি আনন্দের। হাতে কাগজ কেটে রঙিন কলমে সাজানো হতো দারুণ দারুণ সব ঈদ কার্ড। ঈদ আসলেই স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ও তরুণ-তরুণীদের ব্যস্ততা ছিল ঈদ কার্ড সংগ্রহের দিকে। সৃজনশীল সেই সৃষ্টিকর্ম সবার মধ্যে যেন একটা আন্তরিক সম্পর্কের জন্ম দিত। বর্তমানে ডিজিটাল মাধ্যমে শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের হার বেড়ে যাওয়ায় হারিয়ে গেছে ঈদ কার্ডের আবেদন। এ স্থানে যুক্ত হয়েছে মোবাইল ফোনে এসএমএস, এমএমএস। এখন কেউ কষ্ট করে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি যান না, ভার্চুয়াল ঈদ কার্ড বা ই-কার্ডের মাধ্যমে ফেসবুক বা ই-মেইলে বন্ধু-বান্ধব, আপনজনকে শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দায় সারছে মানুষ। ঈদ কার্ডের প্রসঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তা এস এম গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'আমাদের শৈশবজুড়ে ঈদ কার্ড নিয়ে অনেক স্মৃতি রয়েছে। আমরা রঙিন কাগজকে কেটে নানা আকৃতি করে বড় করে আর্ট করতাম "ঈদ মোবারক"। কারটা কত সুন্দর হয়েছে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো। বন্ধুবান্ধবদের দিতাম ঈদ কার্ড। বর্তমানে তো এসবের কিছুই নেই। সবকিছু ইন্টারনেট মোবাইলে চলে গেছে।'চট্টগ্রামের এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা খাইরুল আবরার বলেন, 'দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেককিছু হারিয়ে ফেলেছি, যা আগে আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যেমন আপনি এখন চাইলেও হারিকেন, রেডিও পাবেন না। কিন্তু একসময় এগুলো ছাড়া জীবন কল্পনাও করা যেত না। একইভাবে ঈদ কার্ডও আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।'অন্যদিকে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাজওয়ার আহমেদ শিপু কখনো দেখেনি ঈদ কার্ড। তাজওয়ার বলেন, 'বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ইনভাইটেশন কার্ড দেয় সেটা জানি। কিন্তু ঈদ কার্ড কখনও দেখিনি।'
নকিবুল ইসলাম নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বলেন, 'ঈদ কার্ডের কথা বাবা মায়ের মুখে শুনেছি।'
ছাপাখানার জন্য প্রসিদ্ধ আন্দরকিল্লার আন্দ মিডিয়া অ্যান্ড প্রিন্টার্সের ম্যানেজার কাজল বাবু বলেন, 'একসময় ঈদ কার্ড প্রচলন ছিল, আমাদের কাছে ঈদ কার্ড বানানোর অর্ডার আসতো। এখন ঈদ কার্ডের কোনো চাহিদা নাই। সর্বশেষ কখন ঈদ কার্ড করেছি মনেও পড়ছে না। ডিজিটাল যুগে সবাই এখন হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।' আন্দরকিল্লার রহিম প্রিন্টিং প্রেসের স্বত্বাধিকারী বলেন, 'ঈদ কার্ডের চাহিদা নেই, বাজারও নেই। ১৫-২০ বছর আগে ভালো বাজার ছিল। আগেও রমজানে ভালো বিক্রি হতো।'

আরও বাড়ার আগেই

কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর মুরগির লাল ডিম ১২০ টাকা এবং সাদা ডিম ১১০ টাকা প্রতি ডজন বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগির দাম ১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা, কক মুরগির দাম ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা, লেয়ার মুরগির দাম ১৫ টাকা এবং দেশি মুরগির দাম ৩০ টাকা বেড়েছে কেজিতে। বাজার করতে আসা মো. আজিজ বলেন, ব্রয়লার মুরগির কেজি আড়াইশ' টাকা, এটা ভাবা যায়? তবু কষ্ট করে কিনে নিয়েছি। কাল সকালে যে ৩০০ টাকা হবে না তার তো কোনও গ্যারান্টি নাই। আরেক ক্রেতা ইয়াসিন বলেন, শুধু ঈদ দেখেই এত দাম দিয়ে মুরগির মাংস কিনলাম। তা না হলে কিনতামই না। যে ভাব দেখছি, মনে হচ্ছে মাংসের দাম আরও বাড়বে। এসময় আরেক ক্রেতা কিছুটা আক্ষেপ করে বলেন, দেশি মুরগির মাংসের দাম তো আরেকটু হলে গরুর মাংসের দামের কাছেই চলে যাবে! দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে আল-আমিন চিকেন হাউজের বিক্রেতা শামসু বলেন, দাম কেন বাড়ছে জানি না। তবে আরও বাড়বে। দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে বি. বাড়িয়া চিকেন হাউজের বিক্রেতা মো. সেলিম বলেন, ঈদের জন্য সব ধরনের মুরগির দাম বেড়েছে। ঈদের আগে দাম কিছুটা বেশিই থাকে। দাম আরও বাড়বে কিনা জানতে চাইলে সেলিম বলেন, বিক্রি যদি বেশি হয় দাম আরও বাড়বে। আর যদি বিক্রি কম হয় তাহলে দাম আরও কমে যাবে। তবে এখন পর্যন্ত বেচাকেনা ভালোই চলছে। আজ মানভেদে দেশি পেঁয়াজ ৫০-৬০ টাকা, লাল ও সাদা আলু ৪৫ টাকা, নতুন দেশি রসুন ১৪০-১৬০ টাকা, চায়না রসুন ২০০ টাকা, মিয়ানমারের আদা ২২০, চায়না আদা ২০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গত সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় পেঁয়াজের দাম কমেছে ১০ টাকা। আর বড় সাইজের দেশি রসুনের দাম আবার বেড়েছে ২০ টাকা। এছাড়া আলুর দাম ৫ টাকা ও মিয়ানমারের আদার দাম ২০ টাকা বেড়েছে কেজিতে। আলু পেঁয়াজ বিক্রেতা মো. শরীফ বলেন, ভারত থেকে পেঁয়াজ আসায় দাম কমে গেছে। তবে আলু, রসুনের দাম আরও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের মসলার বাজার। আজ বাজারে এলাচ ৩২৫০ টাকা, দারুচিনি ৫৫০ টাকা, লবঙ্গ ১৬০০ টাকা, জিরা ৭০০ টাকা, জয়ফল ১২৫০ টাকা, জয়ত্রী ৩৬০০ টাকা, আলুবোখারা ৪৮০ টাকা, কিশমিশ ৫৫০ টাকা, পেস্তা বাদাম ২৯৫০ টাকা, কাজুবাদাম ১২৫০ টাকা, কাঠবাদাম ১০৮০ টাকা, চিনা বাদাম ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে এলাচ গত সপ্তাহে ২৮৫০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এর দাম বেড়েছে ৪০০ টাকা। এছাড়াও জয়ত্রী বিক্রি হয়েছে ৩৪০০ টাকা ও কাজু বাদাম বিক্রি হয়েছে ১২০০ টাকায়। এক সপ্তাহে এসব পণ্যের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ২০০ ও ৫০ টাকা। বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটজাত ও রেডিমিক্স মসলাও রয়েছে বাজারে। এগুলোর মধ্যে মাংসের মসলা ৯০ টাকা, মুরগির মাংসের মসলা ৯০ টাকা, কালা ভুনার মসলা ৯০ টাকা, বিরিয়ানির মসলা ৫৫ টাকা, মেজবানির মাংস মসলা ৮০ টাকা, রোস্টের মসলা ৬০ টাকা, কাবাব মসলা ১০০ টাকা, চটপটির মসলা ৫০ টাকা, জর্দা মিক্স ১৫০ টাকা, ফালুদা মিক্স ১০০ টাকা, ফিরনি মিক্স ৬০ টাকা, হালিম মিক্স ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রতি প্যাকেট। এদিকে আজ মুদি দোকানের অন্যান্য পণ্যের দাম রয়েছে অপরিবর্তিত। আজ প্যাকেট পোলাওর চাল ১৫৫ টাকা, খোলা পোলাওর চাল মানভেদে ১১০-১৪০ টাকা, ছোট মসুর ডাল ১৪০ টাকা, মোটা মসুর ডাল ১১০ টাকা, বড় মুগ ডাল ১৬০ টাকা, ছোট মুগ ডাল ১৮০ টাকা, খেসারি ডাল ১২০ টাকা, বুটের ডাল ১১৫ টাকা, ডাবলি ৮০ টাকা, ছোলা ১১০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৬৩ টাকা, খোলা সয়াবিন তেল ১৪৯ টাকা, কৌটাজাত ঘি ১৩৫০ টাকা, খোলা ঘি ১২৫০ টাকা, প্যাকেটজাত চিনি ১৪৫ টাকা, খোলা চিনি ১৪০, টাকা, দুই কেজি প্যাকেট ময়দা ১৫০ টাকা, আটা দুই কেজির প্যাকেট ১৩০ টাকা, খোলা সরিষার তেল প্রতি লিটার ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও প্রায় সব মুদি দোকানেই বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের প্যাকেজাত ও খোলা সেমাই, নুডলস, ম্যাকারনি। মানভেদে ৫০০ গ্রামের প্যাকেট লাচ্ছা সেমাই ১৫০-৬০০ টাকা, খোলা সাদা লাচ্ছা সেমাই ১৫০ টাকা, খোলা ঘিয়ে ভাজা লাচ্ছা সেমাই ২০০ টাকা, খোলা রঙিন লাচ্ছা সেমাই ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্যাকেজাত বার্মিজ চিনি সেমাই (লম্বা সেমাই) ৪৫ টাকা, খোলা বার্মিজ চিনি সেমাই ১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। আর মানভেদে বিভিন্ন নুডলস ৫০-১৫০ টাকা, ম্যাকারনি ৮০-৩০০ টাকা প্রতি প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে।
ঈদের কেনাকাটা নিয়ে সেলিম জেনারেল স্টোরের বিক্রেতা মো. সেলিম বলেন, এখনও হাতে সময় আছে বলে মানুষ সেমাই বা মসলা জাতীয় জিনিস কিনছে না। কয়েক দিন পরেই এসব পণ্য কিনবে। এখন পর্যন্ত মানুষ মাছ, মাংস বা দুধ এ ধরনের পণ্যই বেশি কিনছে। এদিকে আজ বাজারে প্রায় সব সবজির দামই রয়েছে নিম্নমুখী। আজকের বাজারে শিম ৪০ টাকা, টমেটো ৫০ টাকা, টক টমেটো ৬০ টাকা, চেরি টমেটো ২০০ টাকা, মুলা ৪০ টাকা, দেশি গাজর ৫০ টাকা, লম্বা বেগুন ৫০ টাকা, সাদা গোল বেগুন ৫০ টাকা, কালো গোল বেগুন ৬০ টাকা, শসা ৪০-৯০ টাকা, ক্ষিরাই ৫০ টাকা, উচ্ছে ৬০ টাকা, করল্লা ৬০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা, ঢেঁড়স ৬০ টাকা, পটল ৫০ টাকা, চিচিঙ্গা ৫০ টাকা, ধুন্দল ৬০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, কচুর লতি ৮০-১০০ টাকা, সজনে ১২০ টাকা, কচুরমুখী ১৫০, কাঁচা মরিচ ৬০ টাকা, লেবুর হালি ৩০ টাকা, আদা ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর মানভেদে প্রতিটি লাউ ৬০-৭০ টাকা, চাল কুমড়া ৫০ টাকা, ফুলকপি ৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৫০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি হালি লেবু বিক্রি হচ্ছে ৩০-৪০ টাকা করে। সবজি বিক্রেতারা বলছেন, ঝড়-বৃষ্টি না হলে সবজির দাম আরও কমে যাবে। তবে বৃষ্টি হলে বাড়বে সবজির দাম। এছাড়া আজকের বাজারে ইলিশ মাছ ওজন অনুযায়ী ১৩০০-১৬০০ টাকা, রুই মাছ ৩৬০-৬০০ টাকা, কাতল মাছ ৪৫০-৫৫০ টাকা, কালিবাউশ ৫০০-৮০০ টাকা, চিংড়ি মাছ ৮০০-১০০০ টাকা, কাঁচকি মাছ ৫০০ টাকা, কৈ মাছ ২৫০-৮০০ টাকা, পাবদা মাছ ৫০০-৫০০ টাকা, শিং মাছ ৪০০-৬০০ টাকা, টেংরা মাছ ৬০০-৮০০ টাকা, মেনি মাছ ৫০০-৮০০ টাকা, বেলে মাছ ১৫০০ টাকা, বোয়াল মাছ ৭০০- ৮০০ টাকা, রূপচাঁদা মাছ ৮০০-১৪০০ টাকা, কাজলী ১৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির সবচেয়ে বড়

স্বাস্থ্যসেবায়। এর আগে অক্টোবরে জনস্বাস্থ্যখাতের স্বাস্থ্য ব্যয় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ শতাংশ। নভেম্বরে স্বাস্থ্য ব্যয়ের হার ছিল তুলনামূলক স্থিতিশীল। এ সময় খাতটিতে ব্যয় বেড়েছে দশমিক ৫ শতাংশ। আর ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ব্যয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ। চিকিৎসকরাও বলছেন, রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা করা ও ওষুধের পেছনেই স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশীদের ব্যয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে রাজধানীর বহুল পরিচিত একটি বেসরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'গত এক বছরে আমাদের হাসপাতালে রোগ নিরীক্ষায় ব্যয় বেড়েছে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রোগীদের কাছ থেকে অত্যধিক মূল্য রাখছে। যে পরীক্ষা ৩০০ টাকা ব্যয় হওয়ার কথা, সেখানে রোগীদের কাছ থেকে রাখা হচ্ছে ৮০০-৯০০ টাকা। আর বছর শেষে অনেক চিকিৎসকের কনসালটেশন ফি বাড়ানো হয়েছে। ডাক্তারভেদে ফি ১ হাজার থেকে বাড়িয়ে দেড় হাজার আবার দেড় হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৮০০ বা ২ হাজার টাকা করা হয়েছে। কারো কারো ক্ষেত্রে তা ৩-৪ হাজার টাকাও করা হয়েছে। আবার ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের দাম বাড়িয়েছে কয়েক দফায়।' মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ। তিনি বলেন, 'যাদের আয় নির্ধারিত ও সীমিত, তাদের জীবনযাপনকে অনেক কঠিন করে তুলছে মূল্যস্ফীতি। এ ধরনের মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে। স্বাস্থ্য তাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যখন স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাড়ে, তখন তাদের অন্যান্য অনেক খরচ কমিয়ে দিতে হয়। যখন তাতেও হয় না, তখন তারা খাদ্য ব্যয়ও কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এতেও না হলে তারা ঋণ করে। স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ অতি প্রয়োজনীয়। এর কোনো বিকল্প নেই। এ ব্যয় বহন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ অন্যান্য খরচ কমাচ্ছে। খাদ্যেও ব্যয় কমাতে হচ্ছে। ফলে অপুষ্টিতে পড়ছেন তারা। বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও গর্ভবতী নারীরা বেশি বিপাকে পড়ছেন। মানুষ রোগ ও শারীরিক জটিলতার একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ছে। ঋণ নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিলে তা রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হয়েও দাঁড়ায়।'
এ স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদের মতে, '?মূল্যস্ফীতিতে স্বাস্থ্যের অবদান বা প্রভাব দিন দিন বাড়বে। এর সহজ সমাধান নেই। কিউরেটিভ কেয়ারের ৭০ শতাংশই বেসরকারি খাতে। অথচ বেসরকারি খাতের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতালগুলো চলছে। নীতিমালার আধুনিকায়ন নেই। স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারের আগেও নিয়ন্ত্রণ ছিল না, এখনো নেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে ভালো করতে হলে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়কে শক্তিশালী করতে হবে। তাদের ক্ষমতায়ন করে জেলা ও উপজেলার বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রণ জরুরি। একই সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি ও হয়রানিমুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যবীমা চালু করতে হবে।' স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের তথ্য বলছে, দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কিউরেটিভ কেয়ার বা চিকিৎসায় প্রধান চালিকাশক্তি এখন বেসরকারি খাত। সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের হিস্যা অন্তত ৬৫ শতাংশ। বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রও বেশি। সরকার রোগ নির্ণয়ে ১৩টি পরীক্ষা ও চার শ্রেণীর অক্সিজেন প্রবাহের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় ২০২১ সালের জানুয়ারিতে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি হাসপাতালেই এগুলো ছাড়া অন্য সব ধরনের পরীক্ষার ব্যয় বেড়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন পর্যায়ের ১০টি বেসরকারি হাসপাতালে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত এক বছরে প্যাথলজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল ও রেডিওলজির সব পরীক্ষার খরচ বাড়ানো হয়েছে ১২ থেকে ৩০ শতাংশ।
সরকার নির্ধারিতগুলোর বাইরে স্বাস্থ্যসেবায় সবকিছুর দাম বিভিন্ন মাত্রায় বেড়েছে বলে স্বীকার করলেন স্কয়ার হাসপাতালের চিফ অপারেটিং অফিসার মো. ইসাম ইবনে ইউসুফ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'সাধারণ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য বাড়েনি। কেননা সেগুলো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। তবে সেগুলোর মূল্য যখন নির্ধারণ করা হয় তখন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৯০ টাকা। এখন অনেক বেশি। এগুলোর রি-এজেন্টে (পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত রাসায়নিক ও উপকরণ) বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর। এগুলো সংগ্রহে ব্যয় বাড়লেও সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ায় এখন ওইসব পরীক্ষার ফি বাড়ানোর সুযোগ নেই। বাকি পরীক্ষাগুলোর দাম কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া চিকিৎসকের ফি, অস্ত্রোপচার খরচ, শয্যা ভাড়া কিছু বেড়েছে। আবার হাসপাতালে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-গ্যাসের ব্যয় আগের চেয়ে বেড়েছে। এটিও স্বাস্থ্য ব্যয় বাড়ার পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। ওষুধের দামও আগের মতো নেই। তবে সবকিছুর ব্যয় যে মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে, তা বলা ঠিক হবে না।' রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়মিত স্নায়বিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন ষাটোর্ধ্ব রহিমা খাতুন (ছদ্মনাম)। তাকে নিয়মিতভাবেই কয়েকটি পরীক্ষা করাতে হয়। গত বছরের শুরুতে প্রতিবার চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য তাকে ফি দিতে হয়েছিল ১ হাজার ৬০০ টাকা। বছরের শেষে এসে তা ২ হাজার ছাড়ায়। রোগের অবস্থা নির্ণয়ে প্রতি ছয় মাস বা এক বছরের ব্যবধানে তাকে বেশকিছু পরীক্ষা করাতে হয়। আগে এজন্য প্রতি দফায় ব্যয় হতো কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা। তবে বছরের শেষে এসে সেই খরচ দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার টাকায়। একই সঙ্গে বেড়েছে তার ওষুধ কেনার খরচও।
২০২২ সালে ৫৩টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়িয়েছিল ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। ওষুধগুলোর দাম বাড়ানো হয়েছিল ১৩ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত। এর বাইরে অন্যান্য ওষুধের দাম বিভিন্ন সময় বেড়েছে দফায় দফায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর কারণ সম্পর্কে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লোকসানের কথা বলা হচ্ছে। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে ডলার সংকট, বিশ্ববাজারে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, এলসি জটিলতা, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কথাও। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির (বিএপিআই) নেতারা বলছেন, গত এক বছরে নানামুখী কারণে ওষুধের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও রাজধানীর পাঁচটি ফার্মেসির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওষুধের দাম গত কয়েক বছরে বিভিন্ন হারে বেড়েছে। এ তালিকায় প্রায় সব ওষুধই রয়েছে। যেমন অ্যালার্জি, ঠাণ্ডার মন্টিলুকাস্ট জেনেরিকের ওষুধের দাম বেড়েছে ৮০ শতাংশের মতো। গ্যাসের ওষুধ ওমিপ্রাজল জেনেরিকের ওষুধের দামও বেড়েছে ১০০ শতাংশের বেশি। বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের দাম ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের মতো বেড়েছে দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে। বহুল ব্যবহৃত হৃদরোগের ওষুধের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য জটিলতা সৃষ্টিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তিনি বলেন, 'এমনও দেখা যায় চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে কয়েকটি রোগের পরীক্ষা লিখেছেন ও ওষুধ দিয়েছেন। বেশি ব্যয়ে সামর্থ্য না থাকায় ব্যবস্থাপত্রের সব ওষুধ কিনে সেবন করছেন না রোগীরা। স্বাস্থ্য ব্যয়ে সরকারের কোনো লাগাম নেই। মূল্যস্ফীতির অনেক কারণ রয়েছে। তবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি ঠেকাতে সরকারের কাজ করা উচিত। যে ফি ১ হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা হয়েছে তা সর্বোচ্চ ১ হাজার ১০০ হলে মানা যায়। এসব বিষয় নিয়ে বেসরকারি খাতের সঙ্গে সরকারের বসা উচিত। তাদের কাছ থেকে সেবা নেয়ার ফি নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। রোগ নির্ণয়ের ব্যয় বেড়েছে। ওষুধের খরচ বেড়েছে। এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ব্যয় বেড়েছে, যার কোনো কারণ নেই। এতে দেখা যাচ্ছে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে না। শিশুমৃত্যু বাড়ছে। এসবের পেছনের অনেক কারণের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধিকে বড় একটি কারণ হিসেবে দেখা যায়।'স্বাস্থ্য খাতের নীতিনির্ধারকরা বলছেন, স্বাস্থ্যসেবায় মানুষের ব্যয় সরকারি খাতে বাড়েনি। সরকারি হাসপাতালে সেবার মূল্য সরকার বাড়ায়নি। যে মূল্য নেয়া হচ্ছে তা সহনীয়। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং ওষুধের যেটুকু ব্যয় বেড়েছে তার পুরোটাই বেসরকারি খাতের। মানুষের স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি সব ক্ষেত্রে সমান নয় বলে মনে করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, 'সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালের সব সেবার মূল্য আগের মতোই আছে। সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কাজ করছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) ওষুধের দামও আগের মতো রয়েছে। তবে বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সেবার মূল্য এবং ওষুধের দাম যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে, তা আমরা তদারক করছি। আমরা ঈদের পরই তাদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

কুকি-চিন পাহাড়ে অশান্তি তৈরি

হামলাকারীরা মসজিদে ঢুকে তাকে অপহরণ করে। পরদিন দুপুরে রুমা থেকে ৮৩ কিলোমিটার দূরে থানচি উপজেলা সদরে কৃষি ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকে হামলা চালিয়ে টাকা লুট করে তিনটি গাড়িতে আসা একদল সশস্ত্র লোক। এ নিয়ে দুই উপজেলার মানুষের ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে নেজাম উদ্দীনকে উদ্ধার করে র‍্যাব। এর পরপরই থানচিতে পুলিশ ও সশস্ত্র লোকদের মধ্যে ঘণ্টাখানেক গোলাগুলি হয়। কেএনএফ এর বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'সবই জানতেন' মন্তব্য করে তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গত শনিবার তিনি বলেন, কেএনএফ'র তৎপরতাকে 'বিচ্ছিন্ন কিংবা সাধারণ ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করলে ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। তার ওই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কাদের বলেন, "বিএনপি ব্যর্থতা ঢাকতে ইস্যু খোঁজে। মিয়ানমার ইস্যুতে ব্যর্থ হয়ে এখন কুকি চিন ইস্যু নিয়েছে। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর দ্বারা গোটা পাহাড়ের সার্বিক শান্তি পরিস্থিতিতে ইমপ্যাক্ট পড়বে না। কাজেই এটা নিয়ে নতুন ইস্যু খোঁজাও ব্যর্থ হবে। 'রিমোট কন্ট্রোলের ডাকে সাড়া মিলবে না': কাদের বলেন, বিএনপি আন্দোলনে 'ব্যর্থ হয়ে' শক্তি সামর্থ্য সবই 'হারিয়ে ফেলেছে'। "নেতাকর্মীরা দলটির নেতৃত্বের উপর হতাশ। তারেকের উপর হতাশ। তাদের নেতা দেশে নেই, রিমোট কন্ট্রোলে আন্দোলন হবে? এটা কি সম্ভব! আন্দোলন করতে হলে রাজপথে এসে করতে হবে। রিমোট কন্ট্রোলের ডাকে জনগণ সাড়া দিবে না।চ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার 'মুক্তির' জন্য দলের নেতাকর্মীদের ভূমিকার সমালোচনা করে কাদের বলেন, "খালেদা জিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য বিএনপিই দায়ী। একটা রাজনৈতিক দল যারা তাকে দেশনেত্রী বলেন, তার মুক্তির জন্য মির্জা ফখরুল কি আন্দোলন করেছেন? পাঁচশ লোকের একটা মিছিলও করতে পারেননি। আইনি লড়াইয়ে আদালত উপেক্ষা করে বার বার সময়ক্ষেপণ করেছেন। "এটা না করলে বিষয়টা অনেক আগেই সেটেল হয়ে যেত। বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ। বেগম জিয়ার আইনি লড়াইয়েও ব্যর্থ। তাদের এখন চোখের পানি, কান্না, দীর্ঘশ্বাস - এগুলো সম্বল।চ দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে ব্যবস্থা: উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় নিকটাত্মীয়দের মনোনয়ন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "প্রার্থিতা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন উন্মুক্ত মানে উন্মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন করার ইচ্ছা বাসনা অনেকেরই থাকতে পারে। আমাদের বক্তব্য, এমপি সাহেবরা বা মন্ত্রী মহোদয়রা কোথাও কোনো প্রভাব বিস্তার করবেন না। প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে।" তিনি বলেন, "প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেউ হস্তক্ষেপ করলে তা যেন সফল করতে না পারে। আর প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পর কেউ দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলায় নিকটাত্মীদের মনোনয়ন নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে উপজেলা আওয়ামী লীগের অভিযোগ প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "আমরা এগুলো জানি। তদন্ত করে খোঁজখবর নিচ্ছি। যুবলীগের কমিটি দেওয়া প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, "যুবলীগের কমিটি দিতে হলে যুবলীগের অনুমোদন লাগবে। আওয়ামী লীগের কমিটির অনুমোদন আওয়ামী লীগ দেবে। কেউ দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে সেটার খেসারত দিতে হবে। সেটা যেই হোক। আওয়ামী লীগের আগাম কাউন্সিল হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ সম্মেলন করবে। এটা বিএনপি নয়। সময়মত আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে, আগাম নয়। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়াসহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

রমজানের শেষ সপ্তাহে

থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত।জায়নামাজ আছে ১০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা দামের পর্যন্ত। আর সৌদি আরব ও ভারতের হাজি রুমাল আছে ১০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত। 'গাজী জায়নামাজ' ঘর নামের দোকানের বিক্রেতা ইমন হোসেন জানান, তাদের কাছে ৩৫০ টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা দামের জায়নামাজ আছে। আর হাজী রুমাল আছে ২০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত। টুপি জায়নামাজের আরেক বিক্রেতা মো. রিয়াজ আলী জানান, তার কাছে ১০ টাকা থেকে শুরু করে দেড় হাজার টাকা দামের টুপি আছে। রিয়াজ বলেন, পাকিস্তানি জিন্নাহ টুপির দাম সবচেয়ে বেশি, এটার দামই ১৫০০ টাকা। এসময় তিনি জিন্নাহ টুপি বের করে দেখান। 'এবছর ব্যবসা মন্দা', অভিযোগ করে করে রিয়াজ বলেন, 'গত বছর রোজার এই সময়ে দোকানের সামনে কাস্টমার দাঁড়ানোর জায়গা থাকতো না। আর এবার ফাঁকাই বলা যায়। এবছর ব্যবসা সেরকম হচ্ছে না। গত বছর ২১ রোজার পর থেকে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা বিক্রি হতো। কিন্তু এবার সেটা ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকার মধ্যে আটকে আছে।'তবে জুয়েল রানা নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, 'আমার ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। মানুষ জায়নামাজ আর হিজাব বেশি কিনছে। আশা করছি বিক্রি আরও বাড়বে।'কোন টুপির চাহিদা বেশি জানিয়ে এক বিক্রেতা বলেন, 'এখন পাকিস্তানি টুপির চাহিদাই বেশি। ইয়াং ছেলেরা পাকিস্তানি টুপিটা ভালোই কিনছে এবার। এই টুপিতে হাতের কাজ করা থাকে।'টুপির দোকানের সামনে দেখা যায় ক্রেতাদের ভিড়। কেউ কিনছে কেউবা দেখে রেখে দিচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ আবার অভিযোগ করছে বেশি দাম রাখার। ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে টুপি আর হাজি রুমাল কিনতে বের হয়েছেন মুক্তাদির। তিনি বলেন, 'আজ ছোট ভাইয়ের জন্য টুপি আর কাশ্মীরি রুমাল কিনেছি। আর আমার জন্য শুধু টুপি কিনেছি। পাঞ্জাবি আর অন্যান্য কেনাকাটা আগেই শেষ করেছি।' সাদ্দাম হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন, 'আমি টুপি আর জায়নামাজ কিনেছি। জায়নামাজের দাম ঠিকই আছে। কিন্তু টুপির দাম বেশি রাখছে তারা। যে টুপির দাম একশো টাকা, সেটা দেড়শো টাকা পর্যন্ত দাম চাইছে।'এসময় জলিল শেখ নামের এক ক্রেতা বিক্রেতার কাছে জানতে চান সবচেয়ে দামি টুপি কোনটা। পাকিস্তানি জিন্নাহ টুপির কথা শুনে সে ওটাই পরে দেখতে চান। তিনি বলেন, 'জিন্নাহ তো মারা গেছে কবেই, এখনও তার টুপির এতো দাম! দামি টুপি, পরে দেখলাম কেমন লাগে।'

দুই মহাসড়কে যানজট নেই

যাত্রীর জন্য অপেক্ষমান বাসের কারণে সামান্য যানজট ও ধীর গতি তৈরি হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রাজধানীর আব্দুল্লাহ্পুর, টঙ্গী বাজার, স্টেশন রোড, কলেজ গেট, গাজীপুর চৌরাস্তা, চান্দনা চৌরাস্তা, সালনা, পোড়াবাড়ি, রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, হোতাপাড়া, মেম্বারবাড়ি, বাঘেরবাজার, গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি, আনসার রোড, মাওনা চৌরাস্তা, এমসি বাজার, নয়নপুর ও জৈনাবাজারসহ মহাসড়কের পুরো অংশ জুড়ে যানজট নেই বললেই চলে। তবে বাসগুলো যাত্রী ওঠানো ও নামানোর সময় কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবহন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিকেলের দিকে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। ইতোমধ্যে দুটি মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহগামী ইসলাম পরিবহনের চালক আরশেদ হোসেন বলেন, মহাসড়কে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় কম। মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি রয়েছে। উত্তরবঙ্গগামী আদিল আবির পরিবহনের যাত্রী আল আমিন বলেন, চন্দ্রায় যানজট নেই সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ঈদে চন্দ্রায় যানজট থাকে, অতিরিক্ত ভাড়ার হাকডাক থাকে তবে এবার পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। পরিবার নিয়ে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম। তিনি পেশায় গার্মেন্টস শ্রমিক। তিনি বলেন, যাত্রীরা কাউন্টারে এসে অপেক্ষা করলেও বাসগুলো কাউন্টারের সামনে না দাঁড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে হেঁটে গিয়ে বাসে উঠতে হয়। যদি প্রতিটি কাউন্টারের সামনে নির্দিষ্ট জায়গাতে বাস দাঁড়াত তাহলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো না। মাওনা হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাহবুব মোর্শেদ বলেন, ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। একটি টিম মোড়ে মোড়ে যানজট নিরসনে কাজ করছে। আরেকটি টিম মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণসহ যাত্রীদের চলাচলে সহযোগিতা করছে। সব মিলিয়ে ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে। গাজীপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুস সাকিব পিপিএম বলেন, চন্দ্রা কেন্দ্রিক তিন শিফটে ভাগ হয়ে পুলিশ কাজ করছে। এর মধ্যে ৫৯৭ জন পুলিশ সদস্য ট্রাফিক সামলাচ্ছে। এছাড়া থানা পুলিশসহ এক হাজারের ওপরে পুলিশ সদস্য চন্দ্রার দিকে মোতায়েন রয়েছে। মোড়ের কয়েক কিলোমিটার এলাকায় বিনা কারণে কোনো যানবাহনকে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন বলেন, এবারের ঈদযাত্রা অন্যান্য বারের ঈদ যাত্রার চাইতে স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। এবার চান্দনা চৌরাস্তা ও ভোগড়া এলাকায় দুটি উড়াল সড়কসহ টঙ্গী থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত সাতটি ফ্লাইওভার চালু হয়েছে। আশা করছি ভোগান্তি ছাড়া সবার ঈদযাত্রা শেষ হবে। মহাসড়কে যানবাহন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত রেকার প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যাতে যানবাহন বিকল হলে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া যায়।

কোরবানির জন্য ব্রাজিল থেকে পশু

মাংসজাত পণ্য নয় বরং ব্রাজিল থেকে পশু আমদানির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, মূলত কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে ব্রাজিল থেকে এসব পশু আমদানি করা হবে। এছাড়া তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিতে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বান জানানো হয়েছে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। এর আগে, রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় দুদিনের সফরে ঢাকায় এসে পৌঁছান ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েইরা।

বায়তুল মোকাররমে

ইমাম হাফেজ মাওলানা মো: এহসানুল হক এ জামাতে ইমাম থাকবেন। মুকাব্বির থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত মুয়াজ্জিন হাফেজ মো: আতাউর রহমান। বায়তুল মোকাররমের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহীউদ্দিন কাসেম তৃতীয় জামাতে ইমাম থাকবেন। সকাল ৯টায় এ জামাত হবে। এতে মুকাব্বিরের দায়িত্বে থাকবেন মসজিদের খাদেম মো: আব্দুল হাদী। চতুর্থ জামাত হবে সকাল ১০টায়। এ জামাতের ইমাম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফাসসির ড. মো: আবু ছালেহ পাটোয়ারী এবং মুকাব্বির থাকবেন খাদেম মো: জসিম উদ্দিন। পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাত হবে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে। আজিমপুর কবরস্থান মেয়র হানিফ জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা ইমরান বিন নূরউদ্দীন এ জামাতে ইমামতি করবেন। তার সাথে মুকাব্বির হবেন মসজিদের খাদের মো: রুহুল আমিন। এ পাঁচটি জামাতে কোনো ইমাম অনুপস্থিত থাকলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভাষা শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ নূর উদ্দীন বিকল্প ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মাহে রমযানের সওগাত-২৮

ফরয করেছেন। দীর্ঘ এক মাস আমরাও প্রচেষ্টা চালিয়েছি, রোযা রেখেছি। এখন প্রশ্ন হলো: পানাহার ইত্যাদি ত্যাগ করে দীর্ঘ একটি মাস রোযা রাখার পরও যদি তাকওয়ার গুণাবলী তৈরি না হয় তাহলে ঐ রোযা কতটুকু কাজে আসবে। আল্লাহ বলেছেন, ''আমি কুরআনকে বুঝা সহজ করে দিয়েছি, আছো কি কোন গবেষক?'' এ রমযান মাসের মর্যাদা, শবে কদরের মর্যাদা আল কুরআনের কারণেই। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা সাধনা করে জীবনের সাফল্যর জন্য অনেক কিছু করে থাকি। কিন্তু পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই করি না। এই কুরআন নাযিলের পবিত্র মাসে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও বুঝার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ রাববুল আলামীন সূরা আল বাকারাতে বলেছেন, এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। মুত্তাকী তারাই যারা কুরআন থেকে হেদায়ত পেতে চায় এবং এ আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা কুরআন অধ্যয়ন করে। কুরআন নিশ্চয়ই তাদেরকে সঠিক ও সত্য পথ সিরাতাল মুসতাকীমের পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু যারা হেদায়াত পাবার উদ্দেশ্যে পড়বে না তারা হেদায়াত পাবে না। যেমন পাশ্চাত্য জগতে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি মুসলমানদের সম্পর্কে জানা, কুরআন সম্পর্কে জানা অথবা কোন গবেষণার জন্য অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কৌশল তৈরির জন্য কুরআন পড়লে নিঃসন্দেহে কুরআন তাদের হেদায়াত দিবে না, সত্য পথের সন্ধান পাবে না। এই রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের কারণেই এ মাসের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম হয়েছে। আর কুরআনকে যতদিন মুসলমানরা আঁকড়ে ধরেছিল ততদিন তারা সফল হয়েছিল। কেউ তাদের পদানত করতে পারেনি। এজন্য কুরআন মুসলিম জাতির বেঁচে থাকার দলিল। এ রমযানে আমরা কুরআনকে যেভাবে পড়েছি, রমযান শেষে বাকি দিনগুলোতে কুরআনকে বুঝা, মানা ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ঢাকা ছাড়তে ৯৮৪ কোটি টাকার

বকশিসের নামে গড়ে প্রায় ২০ টাকা ভাড়া বাড়তি দিতে হবে। সেই হিসেবে ঢাকার লেগুনায় কেবল ১৬ কোটি টাকার বেশি বাড়তি ভাড়া আদায় হবে। এবারের ঈদে লম্বা ছুটির কারণে ঢাকা থেকে ব্যক্তিগত পরিবহন প্রাইভেটকার, জিপ ও মাইক্রোবাসের প্রায় ৩০ লাখ যাত্রীর যাতায়াত হচ্ছে। এসব যানবাহনে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিজেদের পরিবহন ব্যবহার করলেও ১৫ লাখ যাত্রীকে ভাড়ায়চালিত যানবাহনে ঈদে বাড়ি যেতে ট্রিপ প্রতি গড়ে ৩৫০০ টাকা হারে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সেই হিসেবে এই পরিবহন ব্যবহারকারী যাত্রীদের ১১২ কোটি টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। এবারের ঈদে ঢাকা থেকে বাসে দূরপাল্লার রুটে ৩০ লাখ যাত্রীর যাতায়াতে যাত্রী প্রতি গড়ে ৩০০ টাকা হারে বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে। সেই হিসেবে বাসের যাত্রীদের ৯০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হবে। প্রতিবছর ঈদে ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারি সিটি সার্ভিস বাসগুলো ঈদের ২ দিন আগে থেকে যেকোনও গন্তব্যে গেলে ঈদ বকশিসের নামে ৫০ টাকা হারে যাত্রীর মাথাপিছু ভাড়া আদায় করে থাকে। এবারও ঈদের আগের ২ দিনে ঢাকার ৪ হাজার সিটি বাসে ৪৮ লাখ ট্রিপ যাত্রীর কাছ থেকে গড়ে মাথাপিছু ৩০ টাকা হারে বাড়তি নিলে এইখাতে ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা যাত্রীদের বাড়তি গুনতে হবে। গণপরিবহন সংকট, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, সঠিক সময়ে টিকিট না পাওয়া, যানজটসহ নানান ঝক্কি-ঝামেলা এড়াতে এবারের ঈদে প্রায় ১২ লাখ যাত্রী মোটরসাইকেলে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। তাদের ৩০ শতাংশ নিজেদের বাইক ব্যবহার করছেন। অন্যরা রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেলে যাত্রীপ্রতি গড়ে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৩০০ টাকা বেশি ভাড়া দিচ্ছেন। এতে ৮ লাখ ৪০ হাজার মোটরসাইকেল যাত্রীদের ২৫ কোটি ২০ টাকা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে। এবারের ঈদে অতিরিক্ত কোচ, ঈদ স্পেশাল হিসেবে অতিরিক্ত রেল রেক যুক্ত করার পরে ঢাকা ৭ লাখ যাত্রী দেশের বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছেন। দৈনিক ৪০ হাজার যাত্রী নিয়মিত টিকিটের পাশাপাশি ১৫ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিটসহ ৪৬ হাজার টিকিটধারী যাত্রী হিসেবে ১ সপ্তাহে ৩ লাখ ২২ যাত্রী রাজধানী ছাড়বেন। এর বাইরে ট্রেনের ছাদে, ইঞ্জিনে, দুই বগির মাঝে, কোচের ভেতরে বিনা টিকিটে যাতায়াত করবে আরও প্রায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার যাত্রী। এত বড় সংখ্যক যাত্রী বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণে কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের রাজস্ব হারালেও চলমান ট্রেনে কর্মরত টিটিই, গার্ড, সরকারি-বেসরকারি স্টুয়ার্ড, বেসরকারি কেন্টিন অপারেটরের লোকজন, ট্রেনে দ্বায়িত্বরত জিআরপি, এনআরবি ও স্টেশনে দ্বায়িত্বরত টিকিট চেকারদের যাত্রী প্রতি গড়ে ৩০০ টাকা হারে ১১ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ঘুস দিতে হবে।

ঈদ শেষে ১৭ এপ্রিল ফেরার টিকিট

চারটি টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। এই টিকিট রিফান্ড করা যাবে না। গত ২৪ মার্চ ঈদযাত্রার প্রথম অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই অগ্রিম টিকিট বিক্রি চলে। আর গত ৩ এপ্রিল শুরু হয় ঈদের ফেরত যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি।

যে কারণে পেছাল তৃতীয় টার্মিনাল

-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) সঙ্গে পরিচালনার বিষয়ে আরেকটি চুক্তি হবে। এর আগে চলতি বছরের ৭ অক্টোবর আংশিকভাবে উদ্বোধন করা হয় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল (থার্ড টার্মিনাল)। ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর কাজ শুরু হওয়া টার্মিনালটি ছিল সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প। এটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অত্যাধুনিক এ টার্মিনালের উদ্বোধনের ফলে পৃথিবীতে ঢাকা বিমানবন্দরের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে বেড়েছে। এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। বিমানবন্দরটি এত দিন বছরে প্রায় ৮০ লাখ যাত্রীকে সেবা দিলেও নতুন এ টার্মিনাল চালু হলে বছরে অতিরিক্ত এক কোটি ২০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। এখানে একসঙ্গে ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্কিং করা যাবে। ১৬টি ব্যাগেজ বেল্টসহ অত্যাধুনিক সব সুবিধা রয়েছে নতুন এ টার্মিনালে। ২০২৪ সালের অক্টোবরের দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে এটি। প্রাথমিকভাবে টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের কাজ করবে বিমান। পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

দুদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন

ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এরপর গাজীপুরে স্কয়ার ফার্মাসিটিকালসের কারখানা ও বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করবেন তিনি। এরপর দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জি২০ এর বর্তমান চেয়ার হিসেবে ব্রাজিলের অগ্রাধিকার বিষয়ে কথা বলবেন। বিকেল ৪টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মাউরো ভিয়েরা। পরে এফবিসিসিআইয়ের আয়োজনে ইফতার ও রাতের খাবারে অংশ নেবেন। রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার

জনকে মুক্ত করতে সরকারের অক্ষমতায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার সময় ইলাদ কাতজিরকে অপহরণ করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার আইডিএফ তার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। জানুয়ারিতে জিম্মিদের নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাকে জীবিত দেখা যায়। নাওম পেরি নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, ইলাদ কাতজির বন্দীদশায় তিন মাস বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। আজ আমাদের সঙ্গে তার থাকা উচিত ছিলো। সে আজ আমাদের সাথে থাকতে পারতো।
আয়োজনকারীরা জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের প্রায় ৫০টি স্থানে সমাবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে সরকারবিরোধী ধারাবাহিক সমাবেশগুলোয় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি বাকি জিম্মিদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, তিনি হয়তো বাকি জিম্মিদের আর মুক্ত করতে পারবেন না। তেল আবিবে বিক্ষোভ চলাকালীন সমাবেশের ওপর একটি গাড়ি চাপা দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচজন আহত হয়। যদিও এই ঘটনার কারণ পরিষ্কার নয়। গাজায় হামাসের হামলার ঠিক ছয় মাসের মাথায় এই নৃশংস যুদ্ধ অবসানে একটি 'যুদ্ধবিরতি'তে পৌঁছাতে কায়রোতে বৈঠক করার কথা রয়েছে। কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিআইএ'র ডিরেক্টর বিল বার্নস এবং কাতারি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মেদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি মিশর, ইসরায়েল এবং হামাস থেকে আসা আলোচকদের সঙ্গে বসবেন।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক পোস্টে কাতজিরের বোন কারমিত পালতি কাতজির তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, কাতজির জীবিত ফিরে আসতো যদি তারা একটি নতুন যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি হতো। ফেসবুকের এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, আমাদের নেতৃত্ব কাপুরুষোচিত এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত। এ কারণেই এই চুক্তি এখনো হয় নি। প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা, জোটের সদস্যরা আপনারা আয়নায় নিজেদের দেখুন এবং বলুন যে আপনাদের হাত থেকে রক্ত ঝরছে কি না। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। তারপর থেকে ছয় মাস ধরে সেখানে সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। প্রাণঘাতী এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী নারী ও শিশুরা। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলা এই সংঘাত কবে থামবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়ক বাড়ছে

(ওসি) এম.এ ওয়াদুদ বলেন, সকাল থেকে মহাসড়কে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির চাপ কিছুটা বেড়েছে। তবে মহাসড়কের কোথাও কোনও ভোগান্তি নেই। সকল গাড়ি একদম নির্বিঘ্নে চলাচল করছে। তিনি আরও বলেন, আজ গার্মেন্টস ছুটি হবে। তার পরে মহাসড়কে যানবাহনের সর্বোচ্চ চাপটা শুরু হবে। আশা করছি সেই সময়েই মহাসড়কে আগের মতো কোনও অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে না। আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। সিরাজগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক (প্রশাসন) জাফর উল্লাহ রুবেল বলেন, ধীরে ধীরে মহাসড়কে গাড়ির চাপ বাড়ছে। তবে যান চলাচল একদম স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি বলেন, ঈদযাত্রায় বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়কসহ সকল রুটে গাড়ির চাপ বাড়লেও এবার সিরাজগঞ্জের মহাসড়কে যানজটের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত সাগরকন্যা

কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, ঈদের ছুটিতে বাড়তি পর্যটক আগমনের সম্ভাবনা মাথায় রেখে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতার পাশাপাশি তিনজন অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, স্কাউটের প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও সৈকতে রেসকিউ টিম প্রস্তুত থাকবে। বাড়তি তদারকি আছে পুলিশ প্রতিরোধ ও হয়রানি বন্ধে নজরদারি করা হবে। ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা অঞ্চলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেন, পর্যটকদের নিরাপত্তায় সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লেম্বুরবন থেকে রাঙ্গাবালির গঙ্গামতি চ্যানেল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্যরা। পর্যটকদের সেবায় জল ও স্থলপথে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

'ঈদ কার্ড' চেনে না নতুন প্রজন্ম

সময়ের ব্যবধানে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে এসেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ইনস্টাগ্রাম, এক্স (সাবেক টুইটার), ই-মেইল, ফেসবুক আর এসএমএসের ভিড়ে হারাতে বসেছে ঈদ কার্ডে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সংস্কৃতি। মোবাইলের টুং শব্দটাই এখন মুহূর্তের মধ্যে মোবাইলের স্ক্রিনে পৌঁছে দিচ্ছে তোলো শুভেচ্ছা বার্তা। একসময় সারা দেশের বিভিন্ন শহর, মফস্বল, পাড়া মহল্লা, এমনকি গ্রামের অলিতে গলিতে ছোট ছোট ঈদ কার্ডের দোকান দেখা যেত। পাওয়া যেত ঈদ কার্ড। বর্ণিল ডিজাইন আর বাহারি রঙের ঈদ কার্ডে আঁকা থাকতো গম্বুজ, মিনারের উপর চাঁদ-তারা, লাল গোলাপ বা কোলাকুলির চিত্র। তার ওপর মোটা অক্ষরে লেখা 'ঈদ মোবারক' দ্বিগুণ করে দিত ঈদের আনন্দ। এ কার্ডগুলোতে শুভেচ্ছা বার্তার পাশাপাশি ফুল, পাখি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মসজিদ, মক্কা শরীফের ছবিসহ বিখ্যাত তারকাদের ছবিও থাকতো। এছাড়া ছোটদের জন্য নানা মজার মিনি কার্ড ছাপানো হতো। জনপ্রিয় সব কার্টুন চরিত্র থাকত মিনি কার্ডগুলোতে। কিন্তু এখন আবেদন হারিয়েছে ঈদ কার্ডের।
পরিবারের ছোটরা কার্ড বানাতে ব্যস্ত থাকতো ঈদের আগের দিনগুলোতে। স্কুলের বন্ধুদের কাছে বা পরিবারের প্রিয়জনকে ঈদ কার্ড দেওয়া ছিল অনেক বেশি আনন্দের। হাতে কাগজ কেটে রঙিন কলমে সাজানো হতো দারুণ দারুণ সব ঈদ কার্ড। ঈদ আসলেই স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ও তরুণ-তরুণীদের ব্যস্ততা ছিল ঈদ কার্ড সংগ্রহের দিকে। সৃজনশীল সেই সৃষ্টিকর্ম সবার মাঝে যেন একটা আন্তরিক সম্পর্কের জন্ম দিত। বর্তমানে ডিজিটাল মাধ্যমে শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের হার বেড়ে যাওয়ায় হারিয়ে গেছে ঈদ কার্ডের আবেদন। এ স্থানে যুক্ত হয়েছে মোবাইল ফোনে এসএমএস, এমএমএস। এখন কেউ কষ্ট করে মোবাইলেও এসএমএস লেখে না, ভার্চুয়াল ঈদ কার্ড বা ই-কার্ডের মাধ্যমে ফেসবুক বা ই-মেইলে বন্ধু-বান্ধব, আপনজনকে শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দায় সারছে মানুষ। ঈদ কার্ডের প্রসঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তা এস এম গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'আমাদের শৈশবজুড়ে ঈদ কার্ড নিয়ে অনেক স্মৃতি রয়েছে। আমরা রঙিন কাগজকে কেটে নানা আকৃতি করে বড় করে আর্ট করতাম "ঈদ মোবারক"। কারটা কত সুন্দর হয়েছে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো। বন্ধুবান্ধবদের দিতাম ঈদ কার্ড।' বর্তমানে তো এসবের কিছুই নেই। সবকিছু ইন্টারনেটে মোবাইলে ডুবে গেছে।'চট্টগ্রামের এক বেসরকারি হাসপাতালের কর্মকর্তা খাইরুল আবরার বলেন, 'দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেককিছু হারিয়ে ফেলেছি, যা আগে আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। যেমন আপনি এখন চাইলেও হারিকেন, রেডিও পাবেন না। কিন্তু একসময় এগুলো ছাড়া জীবন কল্পনাও করা যেত না। একইভাবে ঈদ কার্ডও আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।'অন্যদিকে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাজওয়ার আহমেদ শিপু কখনো দেখেনিন ঈদ কার্ড। তাজওয়ার বলেন, 'বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ইনভাইটেশন কার্ড দেয় সেটা জানি। কিন্তু ঈদ কার্ড কখনও দেখিনি।'
নকিবুল ইসলাম নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বলেন, 'ঈদ কার্ডের কথা বাবা মায়ের মুখে শুনেছি।'
ছাপাখানার জন্য প্রসিদ্ধ আন্দরকিল্লার অ্যাড মিডিয়া অ্যান্ড প্রিন্টার্সের ম্যানেজার কাজল বাবু বলেন, 'একসময় ঈদ কার্ড প্রচলন ছিল, আমাদের কাছে ঈদ কার্ড বানানোর অর্ডার আসতো। এখন ঈদ কার্ডের কোনো চাহিদা নাই। সর্বশেষ কখন ঈদ কার্ড করেছি মনেও পড়ছে না। ডিজিটাল যুগে সবাই এখন হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; ঈদ কার্ডের কদর নাই।'আন্দরকিল্লার রহিম প্রিন্টিং প্রেসের স্বত্বাধিকারী বলেন, 'ঈদ কার্ডের চাহিদা নেই, বাজারও নেই। ১৫-২০ বছর আগে ভালো বাজার ছিল। আগেও রমজানে ভালো বিক্রি হতো।'

আরও বাড়ার আগেই

কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর মুরগির লাল ডিম ১২০ টাকা এবং সাদা ডিম ১১০ টাকা প্রতি ডজন বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগির দাম ১০ টাকা থেকে ৩০ টাকা, কক মুরগির দাম ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকা, লেয়ার মুরগির দাম ১৫ টাকা এবং দেশি মুরগির দাম ৩০ টাকা বেড়েছে কেজিতে। বাজার করতে আসা মো. আজিজ বলেন, ব্রয়লার মুরগির কেজি আড়াইশ' টাকা, এটা ভাবা যায়? তবু কষ্ট করে কিনে নিয়েছি। কাল সকালে যে ৩০০ টাকা হবে না তার তো কোনও গ্যারান্টি নাই। আরেক ক্রেতা ইয়াসিন বলেন, শুধু ঈদ দেখেই এত দাম দিয়ে মুরগির মাংস কিনলাম। তা না হলে কিনতামই না। যে ভাব দেখছি, মনে হচ্ছে মাংসের দাম আরও বাড়বে। এসময় আরেক ক্রেতা কিছুটা আক্ষেপ করে বলেন, দেশি মুরগির মাংসের দাম তো আরেকটু হলে গরুর মাংসের দামের কাছেই চলে যাবে! দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে আল-আমিন চিকেন হাউজের বিক্রেতা শামসু বলেন, দাম কেন বাড়ছে জানি না। তবে আরও বাড়বে। দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে বি. বাড়িয়া চিকেন হাউজের বিক্রেতা মো. সেলিম বলেন, ঈদের জন্য সব ধরনের মুরগির দাম বেড়েছে। ঈদের আগে দাম কিছুটা বেশিই থাকে। দাম আরও বাড়বে কিনা জানতে চাইলে সেলিম বলেন, বিক্রি যদি বেশি হয় দাম আরও বাড়বে। আর যদি বিক্রি কম হয় তাহলে দাম আরও কম যাবে। তবে এখন পর্যন্ত বেচাকেনা ভালোই চলছে। আজ মানভেদে দেশি পেঁয়াজ ৫০-৬০ টাকা, লাল ও সাদা আলু ৪৫ টাকা, নতুন দেশি রসুন ১৪০-১৬০ টাকা, চায়না রসুন ২০০ টাকা, মিয়ানমারের আদা ২২০, চায়না আদা ২০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গত সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় পেঁয়াজের দাম কমেছে ১০ টাকা। আর বড় সাইজের দেশি রসুনের দাম আবার বেড়েছে ২০ টাকা। এছাড়া আলুর দাম ৫ টাকা ও মিয়ানমারের আদার দাম ২০ টাকা বেড়েছে কেজিতে। আলু পেঁয়াজ বিক্রেতা মো. শরীফ বলেন, ভারত থেকে পেঁয়াজ আসায় দাম কমে গেছে। তবে আলু, রসুনের দাম আরও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের মসলার বাজার। আজ বাজারে এলাচ ৩২৫০ টাকা, দারুচিনি ৫৫০ টাকা, লবঙ্গ ১৬০০ টাকা, জিরা ৭০০ টাকা, জয়ফল ১২৫০ টাকা, জয়ত্রী ৩৬০০ টাকা, আলুবোখারা ৪৮০ টাকা, কিশমিশ ৫৫০ টাকা, পেস্তা বাদাম ২৯৫০ টাকা, কাজুবাদাম ১২৫০ টাকা, কাঠবাদাম ১০৮০ টাকা, চিনা বাদাম ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে এলাচ গত সপ্তাহে ২৮৫০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এর দাম বেড়েছে ৪০০ টাকা। এছাড়াও জয়ত্রী বিক্রি হয়েছে ৩৪০০ টাকা ও কাজু বাদাম বিক্রি হয়েছে ১২০০ টাকায়। এক সপ্তাহে এসব পণ্যের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ২০০ ও ৫০ টাকা। বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটজাত ও রেডিমিক্স মসলাও রয়েছে বাজারে। এগুলোর মধ্যে মাংসের মসলা ৯০ টাকা, মুরগির মাংসের মসলা ৯০ টাকা, কালা ভুনার মসলা ৮০ টাকা, বিরিয়ানির মসলা ৫৫ টাকা, মেজবানির মাংস মসলা ৮০ টাকা, রোস্টের মসলা ৬০ টাকা, কাবাব মসলা ১০০ টাকা, চটপটির মসলা ৫০ টাকা, জর্দা মিক্স ১৫০ টাকা, ফালুদা মিক্স ১০০ টাকা, ফিরনি মিক্স ৬০ টাকা, হালিম মিক্স ৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রতি প্যাকেট। এদিকে আজ মুদি দোকানের অন্যান্য পণ্যের দাম রয়েছে অপরিবর্তিত। আজ প্যাকেট পোলাওর চাল ১৫৫ টাকা, খোলা পোলাওর চাল মানভেদে ১১০-১৪০ টাকা, ছোট মসুর ডাল ১৪০ টাকা, মোটা মসুর ডাল ১১০ টাকা, বড় মুগ ডাল ১৬০ টাকা, ছোট মুগ ডাল ১৮০ টাকা, খেসারি ডাল ১২০ টাকা, বুটের ডাল ১১৫ টাকা, ডাবলি ৮০ টাকা, ছোলা ১১০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আর প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৬৩ টাকা, খোলা সয়াবিন তেল ১৪৯ টাকা, কৌটাজাত ঘি ১৩৫০ টাকা, খোলা ঘি ১২৫০ টাকা, প্যাকেটজাত চিনি ১৪৫ টাকা, খোলা চিনি ১৪০, দুই কেজি প্যাকেট ময়দা ১৫০ টাকা, আটা দুই কেজির প্যাকেট ১৩০ টাকা, খোলা সরিষার তেল প্রতি লিটার ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও প্রায় সব মুদি দোকানেই বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের প্যাকেটজাত ও খোলা সেমাই, নুডুলস, ম্যাকারনি। মানভেদে ৫০০ গ্রামের প্যাকেট লাচ্ছা সেমাই ১৫০-৬০০ টাকা, খোলা সাদা লাচ্ছা সেমাই ১৫০ টাকা, খোলা ঘিয়ে ভাজা লাচ্ছা সেমাই ২০০ টাকা, খোলা রঙিন লাচ্ছা সেমাই ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্যাকেটজাত বার্মি চিনি সেমাই (লম্বা সেমাই) ৪৫ টাকা, খোলা বার্মি চিনি সেমাই ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। আর মানভেদে বিভিন্ন নুডলস ৫০-১৫০ টাকা, ম্যাকারনি ৮০-৩০০ টাকা প্রতি প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে।
ঈদের কেনাকাটা নিয়ে সেলিম জেনারেল স্টোরের বিক্রেতা মো. সেলিম বলেন, এখনও হাতে সময় আছে বলে মানুষ সেমাই বা মসলা জাতীয় জিনিস কিনছে না। কয়েক দিন পরেই এসব পণ্য কিনবে। এখন পর্যন্ত মানুষ মাছ, মাংস বা দুধ এ ধরনের পণ্যই বেশি কিনছে। এদিকে আজ বাজারে প্রায় সব সবজির দামই রয়েছে নিম্নমুখী। আজকের বাজারে শিম ৪০ টাকা, টমেটো ৫০ টাকা, টক টমেটো ৬০ টাকা, চেরি টমেটো ২০০ টাকা, মুলা ৪০ টাকা, দেশি গাজর ৫০ টাকা, লম্বা বেগুন ৫০ টাকা, সাদা গোল বেগুন ৫০ টাকা, কালো গোল বেগুন ৬০ টাকা, শসা ৪০-৯০ টাকা, ক্ষিরাই ৫০ টাকা, উচ্ছে ৬০ টাকা, করল্লা ৬০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা, ঢেঁড়স ৬০ টাকা, পটল ৫০ টাকা, চিচিঙ্গা ৫০ টাকা, ধুন্দল ৬০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, কচুর লতি ৮০-১০০ টাকা, সজনে ১২০ টাকা, কচুরমুখী ১৫০, কাঁচা মরিচ ৬০ টাকা, ধনেপাতা ১৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আর মানভেদে প্রতিটি লাউ ৬০-৭০ টাকা, চাল কুমড়া ৫০ টাকা, ফুলকপি ৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৫০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া প্রতি হালি লেবু বিক্রি হচ্ছে ৩০-৪০ টাকা করে। সবজি বিক্রেতারা বলছেন, ঝড়-বৃষ্টি না হলে সবজির দাম আরও কমে যাবে। তবে বৃষ্টি হলেই বাড়বে সবজির দাম। এছাড়া আজকের বাজারে ইলিশ মাছ ওজন অনুযায়ী ১৩০০-১৬০০ টাকা, রুই মাছ ৩৬০-৬০০ টাকা, কাতল মাছ ৪৫০-৫৫০ টাকা, কালিবাউশ ৫০০-৮০০ টাকা, চিংড়ি মাছ ৮০০-১০০০ টাকা, কাঁচকি মাছ ৫০০ টাকা, কৈ মাছ ২৫০-৮০০ টাকা, পাবদা মাছ ৫০০-৫৫০ টাকা, শিং মাছ ৪০০-৬০০ টাকা, টেংরা মাছ ৬০০-৮০০ টাকা, মেনি মাছ ৫০০-৮০০ টাকা, বেলে মাছ ১৫০০ টাকা, বোয়াল মাছ ৭০০- ৮০০ টাকা, রূপচাঁদা মাছ ৮০০-১৪০০ টাকা, কাজলী ১৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির সবচেয়ে বড়

স্বাস্থ্যসেবায়। এর আগে অক্টোবরে জনস্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য ব্যয়ে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৩ শতাংশ। নভেম্বরে স্বাস্থ্য ব্যয়ের হার ছিল তুলনামূলক স্থিতিশীল। এ সময় খাতটিতে ব্যয় বেড়েছে দশমিক ৫ শতাংশ। আর ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ব্যয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৩৫ শতাংশে। চিকিৎসকরাও বলছেন, রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা করা ও ওষুধের পেছনেই স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশীদের ব্যয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে রাজধানীর বহুল পরিচিত একটি বেসরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, 'গত এক বছরে আমাদের হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের ব্যয় বেড়েছে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রোগীদের কাছ থেকে অত্যধিক মূল্য রাখছে। যে পরীক্ষায় ৩০০ টাকা ব্যয় হওয়ার কথা, সেখানে রোগীদের কাছ থেকে রাখা হচ্ছে ৮০০-৯০০ টাকা। আর বছর শেষে অনেক চিকিৎসকের কনসালটেশন ফি বাড়ানো হয়েছে। ডাক্তারভেদে যে ফি ১ হাজার থেকে বাড়িয়ে দেড় হাজার আবার দেড় হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৮০০ বা ২ হাজার টাকা করা হয়েছে। কারো কারো ক্ষেত্রে তা ৩-৪ হাজার টাকাও করা হয়েছে। আবার ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের দাম বাড়িয়েছে কয়েক দফায়।' মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ। তিনি বলেন, 'যাদের আয় নির্ধারিত ও সীমিত, তাদের জীবনযাপনকে অনেক কঠিন করে তুলেছে মূল্যস্ফীতি। এ ধরনের মানুষ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে। স্বাস্থ্য তাদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যখন স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাড়ে, তখন তাদের অন্যান্য অনেক খরচ কমিয়ে দিতে হয়। যখন তাতেও হয় না, তখন তারা খাদ্য ব্যয়ও কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এতেও না হলে তারা ঋণ করে। স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ অতি প্রয়োজনীয়। এর কোনো বিকল্প নেই। এ ব্যয় বহন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ অন্যান্য খরচ কমাচ্ছে। খাদ্যেও ব্যয় কমাতে হচ্ছে। ফলে অপুষ্টিতে পড়ছেন তারা। বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও গর্ভবতী নারীরা বেশি বিপাকে পড়ছেন। মানুষ রোগ ও শারীরিক জটিলতার একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ছে। ঋণ নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিলে তা রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হয়েও দাঁড়ায়।'
এ স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদের মতে, '?মূল্যস্ফীতিতে স্বাস্থ্যের অবদান বা প্রভাব দিন দিন বাড়বে। এর সহজ সমাধান নেই। কিউরেটিভ কেয়ারের ৭০ শতাংশই বেসরকারি খাতে। অথচ বেসরকারি খাতের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতালগুলো চলছে। নীতিমালার আধুনিকায়ন নেই। স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারের আগেও নিয়ন্ত্রণ ছিল না, এখনো নেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে ভালো করতে হলে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়কে শক্তিশালী করতে হবে। তাদের ক্ষমতায়ন করে জেলা ও উপজেলার বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রণ জরুরি। একই সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি ও হয়রানিমুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যবীমা চালু করতে হবে।' স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের তথ্য বলছে, দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কিউরেটিভ কেয়ার বা চিকিৎসায় প্রধান চালিকাশক্তি এখন বেসরকারি খাত। সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের হিস্যা অন্তত ৬৫ শতাংশ। বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রও বেশি। সরকার রোগ নির্ণয়ে ১৩টি পরীক্ষা ও চার শ্রেণীর অক্সিজেন প্রবাহের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় ২০২১ সালের জানুয়ারিতে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি হাসপাতালেই এগুলো ছাড়া অন্য সব ধরনের পরীক্ষার ব্যয় বেড়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন পর্যায়ের ১০টি বেসরকারি হাসপাতালে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত এক বছরে প্যাথলজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল ও রেডিওলজির সব পরীক্ষার খরচ বাড়ানো হয়েছে ১২ থেকে ৩০ শতাংশ।
সরকার নির্ধারিতগুলোর বাইরে স্বাস্থ্যসেবায় সবকিছুর দাম বিভিন্ন মাত্রায় বেড়েছে বলে স্বীকার করলেন স্কয়ার হাসপাতালের চিফ অপারেটিং অফিসার মো. ইসাম ইবনে ইউসুফ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'সাধারণ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য বাড়েনি। কেননা সেগুলো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। তবে সেগুলোর মূল্য যখন নির্ধারণ করা হয় তখন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৯০ টাকা। এখন অনেক বেশি। এগুলোর রি-এজেন্টে (পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত রাসায়নিক ও উপকরণ) বাংলাদেশ আমদানিনির্ভর। এগুলো সংগ্রহে ব্যয় বাড়লেও সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ায় এখন ওইসব পরীক্ষার ফি বাড়ানোর সুযোগ নেই। বাকি পরীক্ষাগুলোর দাম কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া চিকিৎসকের ফি, অস্ত্রোপচার খরচ, শয্যা ভাড়া কিছু বেড়েছে। আবার হাসপাতালে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-গ্যাসের ব্যয় আগের চেয়ে বেড়েছে। এটিও স্বাস্থ্য ব্যয় বাড়ার পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। ওষুধের দামও আগের মতো নেই। তবে সবকিছুর ব্যয় যে মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে, তা বলা ঠিক হবে না।' রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়মিত স্নায়বিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন ষাটোর্ধ্ব রহিমা খাতুন (ছদ্মনাম)। তাকে নিয়মিতভাবেই কয়েকটি পরীক্ষা করাতে হয়। গত বছরের শুরুতে প্রতিবার চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য তাকে ফি দিতে হয়েছিল ১ হাজার ৬০০ টাকা। বছরের শেষে এসে তা ২ হাজার ছাড়ায়। রোগের অবস্থা নির্ণয়ে প্রতি ছয় মাস বা এক বছরের ব্যবধানে তাকে বেশকিছু পরীক্ষা করাতে হয়। আগে এজন্য প্রতি দফায় ব্যয় হতো কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা। তবে বছরের শেষে এসে সেই খরচ দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার টাকায়। একই সঙ্গে বেড়েছে তার ওষুধ কেনার খরচও।
২০২২ সালে ৫৩টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়িয়েছিল ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর। ওষুধগুলোর দাম বাড়ানো হয়েছিল ১৩ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত। এর বাইরে অন্যান্য ওষুধের দাম বিভিন্ন সময় বেড়েছে দফায় দফায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর কারণ সম্পর্কে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লোকসানের কথা বলা হচ্ছে। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে ডলার সংকট, বিশ্ববাজারে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, এলসি জটিলতা, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কথাও। বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির (বিএপিআই) নেতারা বলছেন, গত এক বছরে নানামুখী কারণে ওষুধের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও রাজধানীর পাঁচটি ফার্মেসির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওষুধের দাম গত কয়েক বছরে বিভিন্ন হারে বেড়েছে। এ তালিকায় প্রায় সব ওষুধই রয়েছে। যেমন অ্যালার্জি, ঠাণ্ডার মন্টিলুকাস্ট জেনেরিকের ওষুধের দাম বেড়েছে ৮০ শতাংশের মতো। গ্যাসের ওষুধ ওমিপ্রাজল জেনেরিকের ওষুধের দামও বেড়েছে ১০০ শতাংশের বেশি। বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের দাম ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের মতো বেড়েছে দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে। বহুল ব্যবহৃত হৃদরোগের ওষুধের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য জটিলতা সৃষ্টিতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) অধ্যাপক ডা. আবু জামিল ফয়সাল। তিনি বলেন, 'এমনও দেখা যায় চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে কয়েকটি রোগের পরীক্ষা লিখেছেন ও ওষুধ দিয়েছেন। বেশি ব্যয়ে সামর্থ্য না থাকায় ব্যবস্থাপত্রের সব ওষুধ কিনে সেবন করছেন না রোগীরা। স্বাস্থ্য ব্যয়ে সরকারের কোনো লাগাম নেই। মূল্যস্ফীতির অনেক কারণ রয়েছে। তবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি ঠেকাতে সরকারের কাজ করা উচিত। যে ফি ১ হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা হয়েছে তা সর্বোচ্চ ১ হাজার ১০০ হলে মানা যায়। এসব বিষয় নিয়ে বেসরকারি খাতের সঙ্গে সরকারের বসা উচিত। তাদের কাছ থেকে সেবা নেয়ার ফি নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জবাবদিহিতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। রোগ নির্ণয়ের ব্যয় বেড়েছে। ওষুধের খরচ বেড়েছে। এমনকি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ব্যয় বেড়েছে, যার কোনো কারণ নেই। এতে দেখা যাচ্ছে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে না। শিশুমৃত্যু বাড়ছে। এসবের পেছনের অনেক কারণের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধিকে বড় একটি কারণ হিসেবে দেখা যায়।'স্বাস্থ্য খাতের নীতিনির্ধারকরা বলছেন, স্বাস্থ্যসেবায় মানুষের ব্যয় সরকারি খাতে বাড়েনি। সরকারি হাসপাতালে সেবার মূল্য সরকার বাড়ায়নি। যে মূল্য নেয়া হচ্ছে তা সহনীয়। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং ওষুধের যেটুকু ব্যয় বেড়েছে তার পুরোটাই বেসরকারি খাতের। মানুষের স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি সব ক্ষেত্রে সমান নয় বলে মনে করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, 'সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাসপাতালের সব সেবার মূল্য আগের মতোই আছে। সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কাজ করছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) ওষুধের দামও আগের মতো রয়েছে। তবে বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সেবার মূল্য এবং ওষুধের দাম যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে, তা আমরা তদারক করছি। আমরা ঈদের পরই তাদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

কুকি-চিন পাহাড়ে অশান্তি তৈরি

হামলাকারীরা মসজিদে ঢুকে তাকে অপহরণ করে। পরদিন দুপুরে রুমা থেকে ৮৩ কিলোমিটার দূরে থানচি উপজেলা সদরে কৃষি ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকে হামলা চালিয়ে টাকা লুট করে তিনটি গাড়িতে আসা একদল সশস্ত্র লোক। এ নিয়ে দুই উপজেলার মানুষের ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে নেজাম উদ্দীনকে উদ্ধার করে র‍্যাব। এর পরপরই থানচিতে পুলিশ ও সশস্ত্র লোকদের মধ্যে ঘণ্টাখানেক গোলাগুলি হয়। কেএনএফ এর বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'সবই জানতেন' মন্তব্য করে তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গত শনিবার তিনি বলেন, কেএনএফ'র তৎপরতাকে 'বিচ্ছিন্ন কিংবা সাধারণ ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করলে ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। তার ওই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কাদের বলেন, "বিএনপি ব্যর্থতা ঢাকতে ইস্যু খোঁজে। মিয়ানমার ইস্যুতে ব্যর্থ হয়ে এখন কুকি চিন ইস্যু নিয়েছে। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর দ্বারা গোটা পাহাড়ের সার্বিক শান্তি পরিস্থিতিতে ইমপ্যাক্ট পড়বে না। কাজেই এটা নিয়ে নতুন ইস্যু খোঁজাও ব্যর্থ হবে। 'রিমোট কন্ট্রোলের ডাকে সাড়া মিলবে না': কাদের বলেন, বিএনপি আন্দোলনে 'ব্যর্থ হয়ে' শক্তি সামর্থ্য সবই 'হারিয়ে ফেলেছে'। "নেতাকর্মীরা দলটির নেতৃত্বের উপর হতাশ। তারেকের উপর হতাশ। তাদের নেতা দেশে নেই, রিমোট কন্ট্রোলে আন্দোলন হবে? এটা কি সম্ভব! আন্দোলন করতে হলে রাজপথে এসে করতে হবে। রিমোট কন্ট্রোলের ডাকে জনগণ সাড়া দিবে না।চ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার 'মুক্তির' জন্য দলের নেতাকর্মীদের ভূমিকার সমালোচনা করে কাদের বলেন, "খালেদা জিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য বিএনপিই দায়ী। একটা রাজনৈতিক দল যারা তাকে দেশনেত্রী বলেন, তার মুক্তির জন্য মির্জা ফখরুল কি আন্দোলন করেছেন? পাঁচশ লোকের একটা মিছিলও করতে পারেননি। আইনি লড়াইয়ে আদালত উপেক্ষা করে বার বার সময়ক্ষেপণ করেছেন। "এটা না করলে বিষয়টা অনেক আগেই সেটেল হয়ে যেত। বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ। বেগম জিয়ার আইনি লড়াইয়েও ব্যর্থ। তাদের এখন চোখের পানি, কান্না, দীর্ঘশ্বাস - এগুলো সম্বল।চ দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে ব্যবস্থা: উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন জায়গায় নিকটাত্মীয়দের মনোনয়ন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "প্রার্থিতা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন উন্মুক্ত মানে উন্মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন করার ইচ্ছা বাসনা অনেকেরই থাকতে পারে। আমাদের বক্তব্য, এমপি সাহেবরা বা মন্ত্রী মহোদয়রা কোথাও কোনো প্রভাব বিস্তার করবেন না। প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে।" তিনি বলেন, "প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেউ হস্তক্ষেপ করলে তা যেন সফল করতে না পারে। আর প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পর কেউ দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উপজেলায় নিকটাত্মীদের মনোনয়ন নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে উপজেলা আওয়ামী লীগের অভিযোগ প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, "আমরা এগুলো জানি। তদন্ত করে খোঁজখবর নিচ্ছি। যুবলীগের কমিটি দেওয়া প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, "যুবলীগের কমিটি দিতে হলে যুবলীগের অনুমোদন লাগবে। আওয়ামী লীগের কমিটির অনুমোদন আওয়ামী লীগ দেবে। কেউ দলীয় নির্দেশ অমান্য করলে সেটার খেসারত দিতে হবে। সেটা যেই হোক। আওয়ামী লীগের আগাম কাউন্সিল হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আওয়ামী লীগ সম্মেলন করবে। এটা বিএনপি নয়। সময়মত আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে, আগাম নয়। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়াসহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

রমজানের শেষ সপ্তাহে

থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত।জায়নামাজ আছে ১০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা দামের পর্যন্ত। আর সৌদি আরব ও ভারতের হাজি রুমাল আছে ১০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত। 'গাজী জায়নামাজ' ঘর নামের দোকানের বিক্রেতা ইমন হোসেন জানান, তাদের কাছে ৩৫০ টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা দামের জায়নামাজ আছে। আর হাজী রুমাল আছে ২০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত। টুপি জায়নামাজের আরেক বিক্রেতা মো. রিয়াজ আলী জানান, তার কাছে ১০ টাকা থেকে শুরু করে দেড় হাজার টাকা দামের টুপি আছে। রিয়াজ বলেন, পাকিস্তানি জিন্নাহ টুপির দাম সবচেয়ে বেশি, এটার দামই ১৫০০ টাকা। এসময় তিনি জিন্নাহ টুপি বের করে দেখান। 'এবছর ব্যবসা মন্দা', অভিযোগ করে করে রিয়াজ বলেন, 'গত বছর রোজার এই সময়ে দোকানের সামনে কাস্টমার দাঁড়ানোর জায়গা থাকতো না। আর এবার ফাঁকাই বলা যায়। এবছর ব্যবসা সেরকম হচ্ছে না। গত বছর ২১ রোজার পর থেকে প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা বিক্রি হতো। কিন্তু এবার সেটা ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকার মধ্যে আটকে আছে।'তবে জুয়েল রানা নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, 'আমার ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। মানুষ জায়নামাজ আর হিজাব বেশি কিনছে। আশা করছি বিক্রি আরও বাড়বে।'কোন টুপির চাহিদা বেশি জানিয়ে এক বিক্রেতা বলেন, 'এখন পাকিস্তানি টুপির চাহিদাই বেশি। ইয়াং ছেলেরা পাকিস্তানি টুপিটা ভালোই কিনছে এবার। এই টুপিতে হাতের কাজ করা থাকে।'টুপির দোকানের সামনে দেখা যায় ক্রেতাদের ভিড়। কেউ কিনছে কেউবা দেখে রেখে দিচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ আবার অভিযোগ করছে বেশি দাম রাখার। ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে টুপি আর হাজি রুমাল কিনতে বের হয়েছেন মুক্তাদির। তিনি বলেন, 'আজ ছোট ভাইয়ের জন্য টুপি আর কাশ্মীরি রুমাল কিনেছি। আর আমার জন্য শুধু টুপি কিনেছি। পাঞ্জাবি আর অন্যান্য কেনাকাটা আগেই শেষ করেছি।' সাদ্দাম হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন, 'আমি টুপি আর জায়নামাজ কিনেছি। জায়নামাজের দাম ঠিকই আছে। কিন্তু টুপির দাম বেশি রাখছে তারা। যে টুপির দাম একশো টাকা, সেটা দেড়শো টাকা পর্যন্ত দাম চাইছে।'এসময় জলিল শেখ নামের এক ক্রেতা বিক্রেতার কাছে জানতে চান সবচেয়ে দামি টুপি কোনটা। পাকিস্তানি জিন্নাহ টুপির কথা শুনে সে ওটাই পরে দেখতে চান। তিনি বলেন, 'জিন্নাহ তো মারা গেছে কবেই, এখনও তার টুপির এতো দাম! দামি টুপি, পরে দেখলাম কেমন লাগে।'

দুই মহাসড়কে যানজট নেই

যাত্রীর জন্য অপেক্ষমান বাসের কারণে সামান্য যানজট ও ধীর গতি তৈরি হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের রাজধানীর আব্দুল্লাহ্‌পুর, টঙ্গী বাজার, স্টেশন রোড, কলেজ গেট, গাজীপুর চৌরাস্তা, চান্দনা চৌরাস্তা, সালনা, পোড়াবাড়ি, রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, হোতাপাড়া, মেম্বারবাড়ি, বাঘেরবাজার, গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ি, আনসার রোড, মাওনা চৌরাস্তা, এমসি বাজার, নয়নপুর ও জৈনাবাজারসহ মহাসড়কের পুরো অংশ জুড়ে যানজট নেই বললেই চলে। তবে বাসগুলো যাত্রী ওঠানো ও নামানোর সময় কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবহন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিকেলের দিকে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। ইতোমধ্যে দুটি মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহগামী ইসলাম পরিবহনের চালক আরশেদ হোসেন বলেন, মহাসড়কে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় কম। মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি রয়েছে। উত্তরবঙ্গগামী আদিল আবির পরিবহনের যাত্রী আল আমিন বলেন, চন্দ্রায় যানজট নেই সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ঈদে চন্দ্রায় যানজট থাকে, অতিরিক্ত ভাড়ার হাকডাক থাকে তবে এবার পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। পরিবার নিয়ে সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম। তিনি পেশায় গার্মেন্টস শ্রমিক। তিনি বলেন, যাত্রীরা কাউন্টারে এসে অপেক্ষা করলেও বাসগুলো কাউন্টারের সামনে না দাঁড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে হেঁটে গিয়ে বাসে উঠতে হয়। যদি প্রতিটি কাউন্টারের সামনে নির্দিষ্ট জায়গাতে বাস দাঁড়াত তাহলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো না। মাওনা হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাহবুব মোর্শেদ বলেন, ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। একটি টিম মোড়ে মোড়ে যানজট নিরসনে কাজ করছে। আরেকটি টিম মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণসহ যাত্রীদের চলাচলে সহযোগিতা করছে। সব মিলিয়ে ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে। গাজীপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুস সাকিব পিপিএম বলেন, চন্দ্রা কেন্দ্রিক তিন শিফটে ভাগ হয়ে পুলিশ কাজ করছে। এর মধ্যে ৫৯৭ জন পুলিশ সদস্য ট্রাফিক সামলাচ্ছে। এছাড়া থানা পুলিশসহ এক হাজারের ওপরে পুলিশ সদস্য চন্দ্রার দিকে মোতায়েন রয়েছে। মোড়ের কয়েক কিলোমিটার এলাকায় বিনা কারণে কোনো যানবাহনকে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন বলেন, এবারের ঈদযাত্রা অন্যান্য বারের ঈদ যাত্রার চাইতে স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। এবার চান্দনা চৌরাস্তা ও ভোগড়া এলাকায় দুটি উড়াল সড়কসহ টঙ্গী থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত সাতটি ফ্লাইওভার চালু হয়েছে। আশা করছি ভোগান্তি ছাড়া সবার ঈদযাত্রা শেষ হবে। মহাসড়কে যানবাহন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত রেকার প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যাতে যানবাহন বিকল হলে দ্রুত সরিয়ে নেওয়া যায়।

কোরবানির জন্য ব্রাজিল থেকে পশু

মাংসজাত পণ্য নয় বরং ব্রাজিল থেকে পশু আমদানির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, মূলত কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে ব্রাজিল থেকে এসব পশু আমদানি করা হবে। এছাড়া তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিতে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বান জানানো হয়েছে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। এর আগে, রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় দুদিনের সফরে ঢাকায় এসে পৌঁছান ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েইরা।

বায়তুল মোকাররমে

ইমাম হাফেজ মাওলানা মো: এহসানুল হক এ জামাতে ইমাম থাকবেন। মুকাব্বির থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত মুয়াজ্জিন হাফেজ মো: আতাউর রহমান। বায়তুল মোকাররমের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহীউদ্দিন কাসেম তৃতীয় জামাতে ইমাম থাকবেন। সকাল ৯টায় এ জামাত হবে। এতে মুকাব্বিরের দায়িত্বে থাকবেন মসজিদের খাদেম মো: আব্দুল হাদী। চতুর্থ জামাত হবে সকাল ১০টায়। এ জামাতের ইমাম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফাসসির ড. মো: আবু ছালেহ পাটোয়ারী এবং মুকাব্বির থাকবেন খাদেম মো: জসিম উদ্দিন। পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাত হবে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে। আজিমপুর কবরস্থান মেয়র হানিফ জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা ইমরান বিন নূরউদ্দীন এ জামাতে ইমামতি করবেন। তার সাথে মুকাব্বির হবেন মসজিদের খাদের মো: রুহুল আমিন। এ পাঁচটি জামাতে কোনো ইমাম অনুপস্থিত থাকলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভাষা শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ নূর উদ্দীন বিকল্প ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মাহে রমযানের সওগাত-২৮

ফরয করেছেন। দীর্ঘ এক মাস আমরাও প্রচেষ্টা চালিয়েছি, রোযা রেখেছি। এখন প্রশ্ন হলো: পানাহার ইত্যাদি ত্যাগ করে দীর্ঘ একটি মাস রোযা রাখার পরও যদি তাকওয়ার গুণাবলী তৈরি না হয় তাহলে ঐ রোযা কতটুকু কাজে আসবে। আল্লাহ বলেছেন, ''আমি কুরআনকে বুঝা সহজ করে দিয়েছি, আছো কি কোন গবেষক?'' এ রমযান মাসের মর্যাদা, শবে কদরের মর্যাদা আল কুরআনের কারণেই। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা সাধনা করে জীবনের সাফল্যের জন্য অনেক কিছু করে থাকি। কিন্তু পবিত্র কুরআন বুঝার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাই করি না। এই কুরআন নাযিলের পবিত্র মাসে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও বুঝার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ রাববুল আলামীন সূরা আল বাকারাতে বলেছেন, এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত। মুত্তাকী তারাই যারা কুরআন থেকে হেদায়ত পেতে চায় এবং এ আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা কুরআন অধ্যয়ন করে। কুরআন নিশ্চয়ই তাদেরকে সঠিক ও সত্য পথ সিরাতাল মুসতাকীমের পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু যারা হেদায়াত পাবার উদ্দেশ্যে পড়বে না তারা হেদায়াত পাবে না।

রাজশাহীতে আবারও ভবন ধ্বসের

নয়, বিলের চেক তোলার সময় একাউন্টসকে দিতে হয় তোলা টাকার পরিমানের আরও ২% ঘুঁষ। এত এত ঘুঁষ দিয়ে ঠিকাদার সঠিকভাবে কাজ-ই বা করবে কি করে এরকম প্রশ্ন করলেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি। অপর একটি সুত্র নিশ্চিত করেন, ছাদ ঢালায়ে সাটারিং কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত ছাদ ঢালায়ের এ কাজে ষ্টীল ব্যবহার করার নিয়ম। নিয়মবহির্ভূত ভাবে সাড়ে তিন কোটি টাকা বিলও পরিশোধ করা হয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সালামকে ম্যানেজ করেই এসব অনিয়ম দূর্নীতি করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন সুত্রটি।
কথা বলতে মেসার্স সামির ট্রেডার্সের নুরুল হুদাকে কল দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তাই তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সালামকে কল দিলে তিনি বলেন, আমার কাছে এসব বলে লাভ নাই। আপনারা আমার উর্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, সময় সল্পতার কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইটি ছাদ ঢালাই দেওয়া হয়েছে। অল্প সময়ে ব্যবধানে দুটি ছাদে ঢালাই দেওয়া যুক্তিযুক্ত আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। কমিশন নেওয়ার কথা সঠিক না। আমি তাদের এখনো কোন বিল দেয়নি। কথা বললে রাজশাহী উন্নয়ন কতৃপক্ষের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (অর্থরাইজ অফিসার) আবুল কালাম আজাদ বলেন, কোনো বহুতল ভবনের ছাদ ঢালায়ের সময় ২১-২৮ দিন সাটারিং খোলা উচিত না। ২১-২৮ দিনের নিচে সাটারিং খুলে দ্বিতীয় ছাদ ঢালাই অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ।
এতে ভবন দুর্বল হয়। এ বিষয়ে জানতে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে একাধিকবার ফোন দিলে তাঁর ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

সম্পাদকীয়

ব্যাংক ঋণের সুদহার বৃদ্ধি

সামগ্রিক অর্থনীতি বিবেচনায় রাখুন

দেশে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় ঋণের সুদহার আরও বাড়ানো হয়েছে। এই দফায় সুদহার বৃদ্ধি দশমিক ৪৪ শতাংশ। ফলে সব ধরনের ঋণের সুদ ওই হারে বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে বাড়বে আমানতের সুদহারও। নতুন সুদহার নির্ধারণের ফলে সাধারণ ঋণের সুদহার ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশে। পল্লি ও কৃষি ঋণের সুদহার ১২ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশে। প্রি-শিপমেন্ট ঋণের সুদহার ১২ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। ভোক্তা ঋণের সুদহার ১৪ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ১৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির কারণে ট্রেজারি বিলের গড় সুদহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ট্রেজারি বিলের গড় সুদের হারের সঙ্গে নির্দিষ্ট অংশ যোগ করে সুদ নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে প্রতিমাসেই সুদহার বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রেজারি বিলের গড় সুদহার ছিল ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। মার্চে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১০ দশমিক ৫৫ শতাংশে। এভাবে এক মাসের ব্যবধানে ট্রেজারি বিলের গড় সুদহার বেড়েছে দশমিক ৯৪ শতাংশ। এ অবস্থায় শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, এভাবে সুদের হার বাড়তে থাকলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে; বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমবে। ফলে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, সুদহার আরও বাড়লে তা হবে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে; উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হবে; রপ্তানি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে দেশ। এমনিতেই এখন সেভাবে নতুন শিল্প হচ্ছে না। ডলারের অভাবে মূলধনি যন্ত্রপাতি এবং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি কমে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমছে। কাজেই ঋণ প্রবৃদ্ধি আরও কমলে কর্মসংস্থানেরও এর প্রভাব পড়বেই। উল্লেখ্য, দেশের বেশির ভাগ উদ্যোক্তা ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন খাতে বাড়তি ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে বহু উদ্যোক্তা এমনিতেই হিমশিম খাচ্ছেন। তার ওপর ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়লে শিল্প টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে। যারা অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে সময়মতো উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তাদের ওপর ঋণের বাড়তি বোঝা চাপলে খেলাপি হওয়ার আশঙ্কা স্বভাবতই বেড়ে যায়। আমরা মনে করি, কোনোভাবেই উচ্চ সুদ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা যাবে না। তাই সুদের লাগাম এখনই টেনে ধরতে হবে। তা না হলে উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সর্বত্র এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। দেশের শিল্প খাত যাতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বস্তুত ব্যাংকগুলো অধিক হারে সুদ আরোপ করেই ক্ষান্ত হয় না, পদে পদে সার্ভিস চার্জ আরোপের মাধ্যমে অগ্রাসী আচরণ করে থাকে। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত এসব দিকেও দৃষ্টি দেওয়া। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কথা বিবেচনায় নিয়েই ঋণের সুদহার নির্ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের কথা চিন্তা করে সরকারকে ঋণের সুদের হার কমাতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

পল্লি ও কৃষি ঋণের সুদহার ১২ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশে। প্রি-শিপমেন্ট ঋণের সুদহার ১২ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। ভোক্তা ঋণের সুদহার ১৪ দশমিক ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ১৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির কারণে ট্রেজারি বিলের গড় সুদহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ট্রেজারি বিলের গড় সুদের হারের সঙ্গে নির্দিষ্ট অংশ যোগ করে সুদ নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে প্রতিমাসেই সুদহার বাড়ছে

জমজমাট কেনাকাটা

সারাদেশে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। আগে ঈদের কেনাকাটা প্রধানত রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহর-বন্দরকেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে দেশের প্রায় সর্বত্রই গড়ে উঠেছে অগণিত শপিংমল, সুপার মার্কেট ও দোকানপাট। এর বাইরেও ঈদের পোশাক বিশেষ করে শাড়ি, বাহারি থ্রি-পিস, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, জুতা, কসমেটিক্স, হ্যান্ডব্যাগ ইত্যাদি- যেগুলোর পাইকারি হাটবাজার রয়েছে সারাদেশে। এসবের জৌলুসও কম নয় কোনো অংশে। কেননা, সর্বত্রই লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। বর্তমানে অসংখ্য বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মোপলক্ষে অবস্থান করছেন। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থেও সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। ঈদের আগে প্রায় সবাই পরিবার ও স্বজনদের কেনাকাটার নিমিত্তে টাকা পাঠান দেশে। গত কয়েক বছরে পোশাক খাতসহ বিভিন্ন সেক্টরে নারীর কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং মানুষের হাতে টাকা-পয়সা আছে কমবেশি। তদুপরি ঈদ উৎসব উপলক্ষে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো প্রায় সারাবছর ধরেই পরিকল্পনা করে থাকেন- ঈদে পরিবারের কার জন্য কি কি কিনবেন। সন্তানদের নতুন জামা-জুতার পাশাপাশি আর কি উপহার দেবেন। আর তাই যে যার সাধ্যমতো কেনাকাটা করে থাকেন এ সময়ে। এর কমতি নেই কোথাও। শহর থেকে গ্রামগঞ্জ সর্বত্রই চলছে জমজমাট কেনাকাটার মহোৎসব। অধুনা মানুষের সাধ-সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী দেশী-বিদেশী আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রীও রয়েছে বাজারে। আসন্ন ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রায় সর্বস্তরের মানুষ মেতে উঠেছে যথাসাধ্য কেনাকাটায়- যা রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সর্বত্র সম্প্রসারিত। শপিং-মল, মার্কেট ও ফুটপাতে শোভা পাচ্ছে নান্দনিক সব পোশাক। ঈদ উৎসব তিন দিনের হলেও এর আমেজ শুরু হয় রোজার প্রারম্ভেই। ঈদ উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে বিপুল পরিমাণ বাড়তি টাকার লেনদেন হয় পোশাক খাতে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এ সময়ে সারাবছরের গ্লানি মুছে দিয়ে কোলাকুলি ও আনন্দ বিনিময়ের মাধ্যমে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী ঈদ কেন্দ্রিক একটা বাজেট ও পরিকল্পনা তৈরি করেন। রাজধানীতে প্রায় দুই কোটি লোকের বসবাস। শহরটি ঈদের সময়ে প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। ফলে, পরিবহন খাতও হয় সমৃদ্ধ। মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ছে প্রতিনিয়ত। অনেকেরই সময় হয় না মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করার। অনেকে ভিড় ঠেলে শপিং করা পছন্দও করেন না। তারা প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে ফেলছেন ই-কমার্স প্লাটফর্ম থেকে। এজন্য দিন দিন বড় হচ্ছে ই-কমার্সের বাজার। দেশে বর্তমানে ফেসবুকভিত্তিক ই-কমার্স বা এফ-কমার্স আছে ১০ হাজারের বেশি। সরকারি হিসাবে দেশের ই-কমার্স বাজারের পরিমাণ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা, যা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ঈদের সময়ে অর্থনীতিতে যোগ হয় সরকারি সাড়ে ১২ লাখ এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় কোটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস। অর্থনৈতিক লেনদেন বাড়াতে এই টাকা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে ঈদ উৎসবে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় জাকাত ও ফিতরার ভূমিকা অপরিসীম। জাকাতের একটা অংশ দিয়ে গরিবদের রিকশা, ভ্যান ও গবাদিপশুসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করলে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা কমানো যেতে পারে। প্রতিদিনই চাঙ্গা হয়ে উঠছে ঈদবাজার। তবে ঈদের বাজারে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধসহ সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় সংশ্লিষ্টদের কঠোর নজরদারি থাকা আবশ্যক।

আসন্ন ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রায় সর্বস্তরের মানুষ মেতে উঠেছে যথাসাধ্য কেনাকাটায়- যা রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সর্বত্র সম্প্রসারিত। শপিংমল, মার্কেট ও ফুটপাতে শোভা পাচ্ছে নান্দনিক সব পোশাক। ঈদ উৎসব তিন দিনের হলেও এর আমেজ শুরু হয় রোজার প্রারম্ভেই। ঈদ উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে বিপুল পরিমাণ বাড়তি টাকার লেনদেন হয় পোশাক খাতে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এ সময়ে সারাবছরের গ্লানি মুছে দিয়ে কোলাকুলি ও আনন্দ বিনিময়ের মাধ্যমে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন

বই হোক নিত্যসঙ্গী

অজয় দাশগুপ্ত

ঢালাওভাবে বলা হয় মানুষ নাকি এখন আর বই পড়ে না। কথাটা আংশিক সত্য। মানুষ আগের মতো বই পড়ে না। তাতে কী? মানুষতো আগের মতো রেডিওও শোনে না। আগের মতো ক্যাসেটে গান শোনে না। তাতে কি রেডিও বা গানের জগত বন্ধ হয়ে আছে? বরং নানা দৃষ্টিকোণে তাদের বাড় বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। মানুষ আগের ফর্মে হয়তো বই পড়ে না। তাই বলে বইপড়া বা পড়ার রেওয়াজ থামেনি। বলছিলাম এই কারণে যে, অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী সিডনির বইয়ের দোকানগুলো এখনো সমানে ব্যবসা করছে। নতুন নতুন বইপত্রে ঠাসা দোকানগুলোতে ক্রেতাও কম নয় 'বাংলা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত বইয়ের ভবিষ্যৎ কী? বইয়ের পাঠক কি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে? আমাদের নতুন প্রজন্ম কি আর বই পড়বে না? ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষয়টা নিয়ে আমিও ভাবছি। সত্যি কি বাংলা বইয়ের পাঠক সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গেছে? বইয়ের ভবিষ্যৎ কি খুব খারাপ? যুক্তরাষ্ট্রে গড়পড়তা সবাই বই পড়েন। তারা বইকে জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছেন। বই ভালোবাসে না এখানে এমন লোক পাওয়া খুব কঠিন। এদেশে রাস্তার ফুটপাতে বসে, বাসে, পাতাল ট্রেনে, পার্কের বেঞ্চে এমনকি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও বই পাগল মানুষগুলো বইয়ের রসে নিজেদের ডুবিয়ে রাখেন। কিন্তু গড়পড়তা বাঙালি কি বই পড়েন? নাকি তারা বই নামক বস্তুটি থেকে তাদের মুখ তুলে নিয়েছেন? বই কি শুধুই একটি পণ্য? পড়ার সময় কোথায়? চা-শিঙাড়া নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা আর তর্ক-বিতর্ক করতে পারবেন, কিন্তু একটা বই হাতে নিয়ে দেখার সময় আপনার হয়ে ওঠে না। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত 'বইকেনা' রম্য রচনাটির কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।' ঢালাওভাবে বলা হয় মানুষ নাকি এখন আর বই পড়ে না। কথাটা আংশিক সত্য। মানুষ আগের মতো বই পড়ে না। তাতে কী? মানুষতো আগের মতো রেডিওও শোনে না। আগের মতো ক্যাসেটে গান শোনে না। তাতে কি রেডিও বা গানের জগৎ বন্ধ হয়ে আছে? বরং নানা দৃষ্টিকোণে তাদের বাড়-বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। মানুষ আগের ফর্মে হয়তো বই পড়ে না। তাই বলে বইপড়া বা পড়ার রেওয়াজ থামেনি। বলছিলাম এই কারণে যে, অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী সিডনির বইয়ের দোকানগুলো এখনো সমানে ব্যবসা করছে। নতুন নতুন বইপত্রে ঠাসা দোকানগুলোতে ক্রেতাও কম নয়। একেকটি বইয়ের বিক্রি ও এডিশনের সংখ্যাই বলে দেয় বইয়ের জগৎ যেন আবার জেগে উঠেছে। জেগে যে উঠেছে সেটি বাঙালি বই মেলাতেও টের পাই। একবারে নতুন লেখকদের বইও চলে দেদার। এই কসমোপলিটন শহরে দুনিয়ার প্রায় সবদেশের মানুষের পাশাপাশি বাংলাদেশীরাও আছেন। ভালোভাবে দাপটের সঙ্গেই আছেন। বাড়তে বাড়তে প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার বাঙালি মতান্তরে ৫০ হাজারের বেশি এই সংখ্যা এখন ফুলেফেঁপে বটবৃক্ষ। কত রথী, মহারথী আসেন যান। খবর রাখাও দায়। বিদেশের বাঙালি সজ্জন এই কথাটা সঞ্জীব চন্দ্র একটুও ভুল বলেননি। তেমন অনেক এলেই আমরা তাদের নিয়ে আসর বসাই। অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে গাঁটের টাকা খরচ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অতিথিদের অনেকেই জানেন না এই ডলার জোগাড় করতে কাউকে ওভারটাইম, কাউকে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। কিন্তু তাতে কী? আনন্দ আর আতিথেয়তা কি বন্ধ থাকে বাঙালির? এবার এসেছিল দীপংকর দাশ। দীপংকরকে আপনি চেনেন আর না চেনেন, বাতিঘর নামটি নিশ্চয়ই আপনার চেনা। বইয়ের দোকান বাতিঘর নামে আলো ছড়িয়ে চলেছে। বাতিঘরের কর্ণধার দীপংকরকে চিনি অনেক বছর ধরে। সে যখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার বা লাইব্রেরি ভ্যান গাড়ি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন থেকে জানি। জীবনের শুরুতেই পিতৃহারা দীপংকর সংগ্রামী যুবক। তার কাছে শেখার বিষয় এই, সংকল্প আর জেদ দিয়ে সে বৈরী পরিবেশকেও বশে এনেছে। পেরেছে এমন একটা বাতিঘর প্রতিষ্ঠা করতে, যার আলো চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট হয়ে এখন সারাদেশে আলো ছড়াতে চায়। এও এক ধরনের সামাজিক বিপ্লব। যখন মানুষ বই পড়া ভুলে ডিজিটাল মিডিয়ায় ই-বুক পড়ছে, যখন ভিডিওর চাপে দৃশ্যমানতার প্রভাবে চোখ খুলে কান বন্ধ করে রাখছে, তখন আবার পাঠকের ঘরে ঘরে বই পৌঁছে দেওয়া বাণিজ্যের পাশাপাশি এক মহতী সংগ্রামই বটে। আমরা তাকে নিয়ে বসেছিলাম এক সন্ধ্যায়। প্রশান্তিকা নামে আমাদের যে লাইব্রেরি এবং বইয়ের প্রতিষ্ঠান, তার মালিক আতিকুর রহমান শুভ ছিল উদ্যোক্তা। ছিল তার অনুজ এখন জনপ্রিয় লেখক আরিফুর রহমান। দীপংকরের কাছে প্রশ্ন রাখছিল সবাই, কিভাবে প্রবাসীদের এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়? মানতে হবে প্রবাসীদের রেমিটেন্স গ্রহণে দেশের যতটা আগ্রহ, তাদের স্বীকৃতির বেলায় ততটা দেখা যায় না। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সময় পেলেই প্রবাসী কল্যাণে জোর দেওয়ার কথা বলেন। তাঁর মতো করে সবাই ভাবলে পরিস্থিতি হতো অন্য ধরনের। সবাই জানেন ও মানেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের সবাই প্রায় সচ্ছল। এই সচ্ছলতা তাকে যা ইচ্ছে কিনতে প্রলুব্ধ করে। ফলে দীপংকরের বাতিঘর যে প্রশান্তপাড়েও বাণিজ্যের ডানা বিস্তার করতে পারবে, এটাই সত্য। সে সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর পর্বে লেখক সাফিন রাশেদ ও মনোবিদ জন মার্টিনের প্রশ্নগুলো ছিল যথাযথ। প্রকাশক উত্তর দিয়েছেন সঠিকভাবে। বাংলা বাঙালির নবীন প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে বিদেশের মেলবন্ধন না হলে জাতি হিসেবে আমরাই পিছিয়ে পড়ব। আমাদের সাহিত্যের অনুবাদ যে জরুরি, সে কথা বলেছেন লেখক শাখাওয়াৎ নয়ন। সমাজকর্মী নোমান শামীমের কথাগুলো ভালো লেগেছে। এমন আয়োজনের জন্য আমরা সবসময় শফিকুল আলমের কাছে ঋণী থাকি। মূল কথা হচ্ছে- প্রশান্তিকার যে বইঘরটি সিডনিতে ছিল, সেটি টেকেনি। অনুষ্ঠান আয়োজন করার পাশাপাশি সে লাইব্রেরিটি আবার চালু করার কথা ভাবা দরকার তাদের। অনলাইনে অর্ডার দিয়ে বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছানো বেশিদিন চলে না। সেটা চললে কলকাতার বাঙালি শ্রীমন্ত বাবু এতদিনে বিপ্লব করে ফেলতেন। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে কয়েকটা অনুষ্ঠান আর আয়োজনের পর প্রবাসে এক ধরনের অহমিকা বাসা বাঁধে। তখন কে যে কে আর কোন্টা যে কি সে জ্ঞান লুপ্ত হতে শুরু করে। আশা করি প্রশান্তিকাকে তা স্পর্শ করবে না। মনে রাখা দরকার, ২৫তম বর্ষেও সিডনির বাঙালি বইমেলা তেমন কোনো ক্যারিশমা তৈরি করতে পারেনি। তবে আমি আশাবাদী মানুষ। বাতিঘরের কর্ণধার সিডনির সঙ্গে কী যোগসূত্র তৈরি করবেন আর তাতে আমাদের ও বাঙালি জাতি বাংলাদেশের কি লাভ হবে, সেটি দেখার আশায় থাকলাম।

বুয়েট: যেসব প্রশ্নের মীমাংসা জরুরি

আমীন আল রশীদ

ক্যাম্পাসে 'ছাত্র রাজনীতি' থাকা উচিত কি উচিত নয়ড় ওই বিতর্ক বেশ পুরোনো। ২০১৯ সালেও এরকম একটি বিতর্ক উঠেছিল আবরার ফাহাদ নামে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) শিক্ষার্থী খুন হওয়ার পরে। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি নিয়ে একটি ফেইসবুক স্ট্যাটাস দেয়ার জের ধরে আবরারকে তার কক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। ওই ঘটনার পরে বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত করার দাবি তুলেছিলেন এবং তাতে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল শিক্ষক সমিতিও। আবরার হত্যার সাড়ে চার বছরের মাথায় এখন সেই বুয়েটে পুনরায় ছাত্র রাজনীতি উন্মুক্ত করার দাবিতে সোচ্চার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। অবশেষে এক ছাত্রলীগ নেতার রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ২০১৯ সালে জারি করা বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা স্থগিত করে দিয়েছে হাই কোর্ট। যদিও গণমাধ্যমের খবর বলছে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরাট অংশই ক্যাম্পাসকে দলীয় রাজনীতিমুক্ত রাখার পক্ষে। তবে 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার নামে বুয়েটকে অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদের কারখানায় পরিণত করার চেষ্টা হলে সরকারকে অ্যাকশনে যেতে হবে' বলে সতর্ক করছেন সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি: কয়েকটি প্রশ্নের সুরাহা করা জরুরি ১. ছাত্র রাজনীতি আর ক্যাম্পাসে রাজনীতির নামে দলীয় মাস্তানি কি এক জিনিস? ২. রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো (কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে) মূল দলের লাঠিয়াল হিসেবে প্রতিপক্ষ দমন তথা ক্যাম্পাসে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের বাইরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ উন্নত করা এবং দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের বিকাশে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখে? ৩. যে রাজনীতি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সরকার ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়ড় ওই রাজনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? ৪. ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির নামে অতীতে কী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কী হবে? ৫. জাতীয় রাজনীতি নিয়েই যেখানে সাধারণ মানুষ হতাশ, যেখানে ছাত্র রাজনীতির দ্বারা দেশের কী উপকার হবে? ৬. ছাত্রলীগ না থাকলে বুয়েট ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী দল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির এবং নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীর শক্তিশালী হবেড় এই যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য? ৭. বুয়েটের যে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে সব ধরনের ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে, তারা কি ছাত্রশিবির ও হিযবুত তাহরীরকে মেনে নেবেন? ৮. কত শতাংশ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির পক্ষে? ৯. যদি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের বিরাট অংশই বিপক্ষে থাকেন তাহলে কি ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত? বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি ফেরানোর দাবিতে গত রবিবার (৩১ মার্চ) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করার পর কয়েকশ নেতাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান। তারা বুয়েট শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার পর ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এ সময় বুয়েটের মূল ফটক এবং বিভিন্ন হলের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর তিন দিন আগে গভীর রাতে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাদের প্রবেশের প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন। ছাত্রলীগ এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের অনেকের বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, বুয়েটে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকলেও গোপনে সেখানে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে ছাত্রশিবির ও হিযবুত তাহরীর। এ কারণে কেউ কেউ বুয়েটে জঙ্গিবাদের বিস্তার হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের দায় এড়াতে পারে না। কেননা আনুষ্ঠানিকভাবে যেখানে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ, সেখানে যদি সত্যিই শিবির ও হিযবুত তাহরীরের মতো সংগঠন সক্রিয় থাকে এবং সংগঠিত হতে থাকে, সেটি দুর্ভাগ্যজনক। তাহলে বুঝতে হবে বুয়েটের সিস্টেমে সমস্যা আছে। সেই সিস্টেম ঠিক করার দায়িত্বও বুয়েটকে নিতে হবে। যদি রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকে, তাহলে ছাত্রলীগের জন্য যেমন, তেমনি শিবির ও ছাত্রদলের জন্যও। নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের জন্য তো বটেই। বিপরীতে এটাও মনে রাখতে হবে, যদি বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে সেখানে শুধু ছাত্রলীগ থাকবে আর বাকিদের পিটিয়ে বের করে দেয়া হবেড় সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বৈধ সকল দলের ছাত্র সংগঠনেরই অধিকার আছে বুয়েটে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন যদি মনে করে ক্যাম্পাসে তাদের বাইরে আর কোনো দল সক্রিয় থাকতে পারবে না বা কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারবে না এবং বিরোধী মত ও আদর্শের সংগঠনগুলোকে সশস্ত্র উপায়ে প্রতিহত করা হবেড় সেটি কোনো অর্থেই রাজনীতি নয়। সেটি স্পষ্টতই ক্ষমতার বিকার এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি। অতএব শুধু বুয়েট নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের আগে এটা ঠিক করতে হবে যে, ছাত্র রাজনীতি মানে কী? ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য কী? ছাত্র সংগঠনগুলো কার স্বার্থ রক্ষা করবে, মূল দলের না শিক্ষার্থীদের? ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছাত্র সংসদ গঠন। কয়টি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়? নির্বাচন হলেও সেটি কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়? যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের ছাত্র সংগঠনের বাইরে আর কোনো দল ক্যাম্পাসে থাকতে পারবে না বা থাকলেও তারা নানাবিধ নিগ্রহের শিকার হয়ে সংখ্যালঘু হয়ে থাকবেড় এই ধরনের ছাত্র রাজনীতি দেশবাসী চায় কিনা, সবার আগে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করা জরুরি। বাস্তবতা হলো, ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি চান কি চান নাড় উন্মুক্ত পরিসরে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে কিংবা এই ইস্যুতে একটি নিরপেক্ষ গণভোট নেয়া হলে দেশের অধিকাংশ মানুষ যে বিপক্ষে ভোট দেবেন, তাতে সন্দেহ কম। তবে শুধু বুয়েটের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে একটি ভোটের আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী যদি ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি পুনরায় উন্মুক্ত করে দেয়ার পক্ষে ভোট দেন, তাহলে সেখানে ছাত্রলীগসহ বৈধ সকল সংগঠনের জন্যই কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। পরিশেষে, দেশ পরিচালনায় ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মূলত ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ কোনো সমাধান নয়। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির নামে বহু বছর ধরে যা চলছে, সেটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ, অসন্তোষ, উদ্বেগ, হতাশা ও ভয়ের শেষ নেই। সম্ভবত এরকম একজন অভিভাবকও পাওয়া যাবে না যিনি মনে-প্রাণে চান যে তার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ুক। এই পরিস্থিতি কেন, কাদের জন্য এবং কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হলোড় ওই আলোচনাটিও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং, বুয়েটসহ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতি থাকবেড় এটিই কাম্য। কিন্তু তার আগে ঠিক করতে হবে রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝি এবং কোন উদ্দেশ্যে আমরা চাইছি যে সকল ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি উন্মুক্ত থাকুক। অতএব ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, বরং ক্যাম্পাসে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ বা সংস্কার এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে যে, যদি কোনো ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের অন্যান্য স্পেসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে কিনা? রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে কোনো বিতর্কিত ও নিষিদ্ধ সংগঠন সেখানে শক্তিশালী হবে কি নাড় ওদিকেও কড়া নজর রাখতে হবে।

এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে কিংবা এই ইস্যুতে একটি নিরপেক্ষ গণভোট নেয়া হলে দেশের অধিকাংশ মানুষ যে বিপক্ষে ভোট দেবেন, তাতে সন্দেহ কম। তবে শুধু বুয়েটের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এ নিয়ে একটি ভোটের আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী যদি ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি পুনরায় উন্মুক্ত করে দেয়ার পক্ষে ভোট দেন, তাহলে সেখানে ছাত্রলীগসহ বৈধ সকল সংগঠনের জন্যই কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। পরিশেষে, দেশ পরিচালনায় ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মূলত ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ কোনো সমাধান নয়। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির নামে বহু বছর ধরে যা চলছে, সেটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ, অসন্তোষ, উদ্বেগ, হতাশা ও ভয়ের শেষ নেই। সম্ভবত এরকম একজন অভিভাবকও পাওয়া যাবে না যিনি মনে-প্রাণে চান যে তার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে

যে রোজা জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা দেয়

মাহমুদ আহমদ

আজ মাহে রমজানের নাজাতের দশকের চতুর্থ দিনের রোজা আমরা অতিবাহিত করছি। আল্লাহপাকের ভালোবাসা লাভ করার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো রোজা। কেননা রোজা কেবল মাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রাখা হয় আর এর পুরস্কারও স্বয়ং আল্লাহতায়ালাই দিয়ে থাকেন। রমজানের ফরজ রোজা বা অন্যান্য দিনের নফল রোজা, যে রোজাই হোক না কেন তা আমাদের আত্মার সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। আর বিশেষ করে পবিত্র মাহে রমজানের রোজা আমাদের পুরো বছরের দোষত্রুটি ক্ষমার কারণ হয়। মানুষ যখন আল্লাতায়ালার জন্য জাগতিক আরাম-আয়েশ, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে তখন সে তার নাফসকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে অধিক শক্তি পায়। কিন্তু এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল উপবাস থাকা নয়। যদি উপবাস থাকার ফলে খোদার জান্নাত পাওয়া যেত তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি এ জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করতো। কেননা উপবাস থেকে মৃত্যু বরণ করে নেওয়াটা তেমন কোন কঠিন বিষয় নয় বরং কঠিন বিষয় হলো আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সাধন করা। রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, মানুষের নাফস অর্থাৎ আমাদের আত্মা যেন পবিত্র হয়। তিনি চান মানুষ যেন রোজার মাধ্যমে সকল প্রকার পাপ কাজ পরিহার করে হৃদয়কে পাক পবিত্র এবং পরিষ্কার করে ধৌত করেন। এমন হৃদয় যে হৃদয়ে খোদার জ্যোতির বিকাশ ঘটবে। এছাড়া এই রোজার মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক সকল প্রকার কল্যাণও লাভ হয়। যেভাবে বাহ্যিক খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমরা শারীরিকভাবে শক্তি লাভ করি ঠিক তেমনি রোজার ফলে আমাদের রুহ বা আত্মায় শক্তি লাভ করে আর এই শক্তির বলে একজন মুমিন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। আমাদের রোজা তখনই আত্ম সংশোধনের কারণ হবে যখন সকল প্রকার মন্দ পরিহার করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখব। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং এর ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকেনা আল্লাহতায়ালার জন্য তার উপবাস থাকা এবং পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তার রোজা রাখা বেকার বলে গণ্য হবে' (বুখারি, কিতাবুস সওম)। মোটকথা, রোজা শারীরিক সুস্থতারও কারণ আর আধ্যাত্মিক দিক থেকেও এর অনেক কল্যাণ রয়েছে। রোজার মাধ্যমে আমরা অনেক ধরনের মন্দ থেকে বাঁচতে পারি এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারীও হতে পারি। এছাড়া রোজার মাধ্যমে আমরা গরিবদের দু:খ কষ্টের বিষয়টিও অনুধাবন ও অনুভব করতে পারি আর সেই সাথে তাদেরকে সাহায্য করার অনুভূতি হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। পবিত্র রমজান মাস আমাদের মাঝে এজন্যই বার বার আসে, যেন আমরা আল্লাহতায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে পারি, পাপ থেকে বিরত থাকতে পারি, নিজেদের মাঝে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ধৈর্য সৃষ্টি করতে পারি, গরিবদের খেয়াল রাখতে পারি, অভাবীদের অভাব পূরণ করতে পারি এবং নিজের নাফসের অর্থাৎ আত্মার আত্মশুদ্ধি করি। সুতরাং এটি হলো পবিত্র ও বরকতময় রমজানের মূল বাণী, রমজানের মাধ্যমে আমাদের আত্মা যেন হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তারাই ধন্য, যারা এই বাণীকে উপলব্ধি করে এবং আল্লাহতায়ালার হুকুম অনুযায়ী চলে রমজানের দিনগুলো অতিবাহিত করে। কানজুল উম্মালের এক হাদিসে এসেছে, হজরত নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজান মাসে জেনে বুঝে পাপ করে বা কোন মুমিনকে নিয়ে কুৎসা রটনা করে, কোন নেশাদ্রব্য ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহতায়ালা তার সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দিবেন। সুতরাং তোমরা পবিত্র রমজান মাসে খোদা ভীতি অবলম্বন কর। কেননা এটি আল্লাহতায়ালার পবিত্র মাস'। ইসলামের মূল উৎস কুরআন করিম। এতে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে, 'হে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)। উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কেবল ইসলামের সাথেই রোজার সম্পৃক্ততা সুনির্দিষ্ট নয়, বরং কুরআন করিম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও রোজাকে একটি ধর্মের বিশেষ অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মেই এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরেছে। ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। তাই ইসলামেই রোজাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে একে পালনের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাসের রোজা, রোজাদারের যাবতীয় পাপ ধূইয়ে মুছে সাফ করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হজরত নবি করিম (সা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস, আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের বাসনায় রমজান মাসে রোজা রাখে, তার পূর্বের সর্বপ্রকার পাপ ক্ষমা করা হবে' (বুখারি, মুসলিম)। এছাড়া হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, রোজা ধৈর্যের অর্ধেক আর ধৈর্য্য ইমানের অর্ধেক। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মাঝে রমজানের রোজা মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের অতি উত্তম স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত। আর এ জন্যই আল্লাহর বাণী হাদিসে কুদসির মাধ্যমে হজরত নবি করিম (সা.) বলেছেন: 'সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ বলেন, মানুষের অন্যসব কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোজা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করব'। রমজানে রোজা পালনের ফলে প্রত্যেক রোজাদার ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা প্রদর্শন করে থাকেন। হাদিসে কুদসি হতে জানা যায়, হজরত মহানবি (সা.) বলেছেন: 'আল্লাহ বলেন, রোজাদার তার ভোগ লিপসা এবং পানাহার শুধু মাত্র আমার জন্যই বর্জন করে, সুতরাং রোজা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান' (মুসলিম)। হজরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবি (সা.) বলেছেন: 'শয়তান মানুষের ধমনীতে চলাচল করে। তোমরা যদি শয়তান হতে আত্মরক্ষা করতে চাও তবে রোজার মাধ্যমে তোমাদের ধমনীকে সংকীর্ণ করে দাও। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়তে থাক, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! তা কীভাবে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, রোজার মাধ্যমে'। অপর একটি হাদিস হজরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা খুলে যায় আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং শয়তানের পায়ে জিঞ্জির পড়ানো হয়' (বুখারি)। প্রত্যেক রোজাদার ব্যক্তিকে স্মরণ রাখতে হবে, রোজা রাখার অর্থই হল কতগুলো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা আর কতগুলো বিষয়কে বর্জন করা। রোজা পালনের মাঝে বাহ্যিকতার কোন কাজ নেই। অন্য যে কোন ইবাদত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কিন্তু রোজা এমন এক ইবাদত যা শুধু মাত্র আল্লাহর দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। রোজার মূল শিকড় রোজাদার ব্যক্তির হৃদয়ে বিরাজ করে আর তা তাকওয়ার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। আমাদের অন্তরে রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি খনি এবং ইচ্ছা ও অভিব্যক্তির সুবিশাল প্রান্তর এবং সেখানে অবস্থান করছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অসংখ্য প্রয়োজনীয়তার অগণিত সম্ভার। এইসব অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য তার কথা মত চলাই আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য। আমরা যদি খোদাতায়ালার হুকুম মতে চলি তাহলেই তার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো আর রোজাই হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে রমজানের অবশিষ্ট দিনগুলো অনেক বেশি ইবাদতে রত থেকে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

র তার ভোগ লিপসা এবং পানাহার শুধু মাত্র আমার জন্যই বর্জন করে, সুতরাং রোজা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান' (মুসলিম)। হজরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, মহান-বি (সা.) বলেছেন: 'শয়তান মানুষের ধমনীতে চলাচল করে। তোমরা যদি শয়তান হতে আত্মরক্ষা করতে চাও তবে রোজার মাধ্যমে তোমাদের ধমনীকে সংকীর্ণ করে দাও। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়তে থাক, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! তা কীভাবে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, রোজার মাধ্যমে'। অপর একটি হাদিস হজরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা খুলে যায় আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং শয়তানের পায়ে জিঞ্জির পড়ানো হয়' (বুখারি)। প্রত্যেক রোজাদার ব্যক্তিকে স্মরণ রাখতে হবে, রোজা রাখার অর্থই হল কতগুলো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা আর কতগুলো বিষয়কে বর্জন করা। রোজা পালনের মাঝে বাহ্যিকতার কোন কাজ নেই। অন্য যে কোন ইবাদত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কিন্তু রোজা এমন এক ইবাদত যা শুধু মাত্র আল্লাহর দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। রোজার মূল শিকড় রোজাদার ব্যক্তির হৃদয়ে বিরাজ করে আর তা তাকওয়ার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। আমাদের অন্তরে রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি খনি এবং ইচ্ছা ও অভিব্যক্তির সুবিশাল প্রান্তর এবং সেখানে অবস্থান করছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অসংখ্য প্রয়োজনীয়তার অগণিত সম্ভার। এইসব অগণিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য তার কথা মত চলাই আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য

পাইলটদের প্রতিবাদের মুখে ফ্লাইট কমালো ভারতের শীর্ষ এয়ারলাইন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাইলট স্বল্পতায় ব্যাপক আকারে ফ্লাইট বাতিল করেছে ভারতের শীর্ষ এয়ারলাইন ভিস্তারা। ৩১ মার্চ থেকে এয়ারলাইনটিকে প্রায় ১৫০টি ফ্লাইট বাতিল ও ২০০টি ফ্লাইট বিলম্ব করতে হয়েছে। খবর বিবিসি। মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর প্রতিবাদ শুরু করেন পাইলটরা। তারা একে এক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছুটিতে যাওয়া শুরু করেন। এতেই ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বের মুখে পড়ে ভিস্তারা। ভিস্তারার একজন কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, এয়ারলাইনটি অস্থায়ীভাবে তার নেটওয়ার্ক বাড়িয়েছে। আর বাতিল করা ফ্লাইটের জন্য গ্রাহকদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। দ্য হিন্দু জানিয়েছে, বুধবারের বৈঠকে ভিস্তারা সিইও বিনোদ কানন পাইলটদের কাছে 'ট্যাক্সিং শিডিউলের' জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। সমস্যা সমাধানে তাদের সহায়তাও চেয়েছেন। পাইলট বাফার তৈরি করতে মাসের শেষ পর্যন্ত ফ্লাইট বাতিল করা অব্যাহত থাকবে। ভিস্তারার বেশির ভাগ অংশীদারিত্বের মালিক টাটা গ্রুপ। শিল্প গোষ্ঠীটি সরকারের কাছ থেকে ২০২১ সালে ঋণে জর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়া ২.২ বিলিয়ন ডলারে কিনে নেয়। গোষ্ঠীটি এখন তার এয়ারলাইন ব্যবসাকে এক করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। টাটা গ্রুপ ও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগে ভিস্তারা এক হওয়ার পরে সম্মিলিত ২৫.১ শতাংশ অংশীদারিত্বের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। গত কয়েকদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিস্তারার পাইলটরা একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেওয়া নতুন বেতন কাঠামো এবং কাজের সময় নিয়ে অসন্তুষ্ট। পাইলটরাও এলোমেলো ডিউটি রোস্টারিংয়ের অভিযোগ করেছেন এবং দুই প্রতিষ্ঠান এক হওয়ার পরে তাদের ক্যারিয়ারের নিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

৮ এপ্রিল বিরল সূর্যগ্রহণ, দিন হবে রাতের মতো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী সোমবার হতে যাচ্ছে বছরের বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। এই মহাজাগতিক ঘটনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে। এই গ্রহণ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কোটি কোটি মানুষ। এই গ্রহণের সময় চাঁদ সূর্যকে পুরোটাই ঢেকে দেবে। ফলে পৃথিবী দিনের বেলা কয়েক মিনিটের জন্য অন্ধকারে ঢেকে যাবে। **পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কী?** সূর্যগ্রহণে সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ এমন অবস্থানে আসে যে, চাঁদ সূর্যের আলোকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেয়। এ সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য (কখনো কখনো কয়েক মিনিটের জন্যও) আকাশ এতটাই অন্ধকার হয়ে যায় যে, মনে হয় সেটা রাতের আকাশ। আর একেই বলা হয় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। আগামী সোমবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৭ মিনিটে মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে দেখা যাবে প্রথম সূর্যগ্রহণ। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল থেকে চাঁদের ছায়া আস্তে আস্তে সরে যাওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২৭ মিনিটে সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। মহাজাগতিক বিরল এই দৃশ্যের সাক্ষী হবে মাত্র তিনটি দেশ। ঐ দিন সূর্যকে ঢেকে ফেলবে চাঁদ। ফলে দিন হয়ে যাবে রাতের মতো অন্ধকার। জ্যোতির্বিদরা জানিয়েছেন, এ বছর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সঙ্গে আরও একটি অন্যরকম বিরল দৃশ্যও দেখা যাবে। খালি চোখে সরাসরি দেখা যাবে জ্বলন্ত গ্রহদের। এমন কিছু গ্রহ দেখা যাবে যাদের দেখা মেলাটা খুবই বিরল। **সতর্কতা জারি :** সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর একটা বড় অংশে দেখা যাবে না। তবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ নিয়ে আমেরিকার বেশির ভাগ জায়গায় জারি করা হয়েছে সতর্কতা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস, ওকলাহোমা, আরকানসাস, মিসৌরি, ইলিনয়, কেন্টাকি, ওহিও, পেনসিলভানিয়া, নিউ ইয়র্ক, ভারমন্ট, নিউ হ্যাম্পশায়ারে দেখা যাবে এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। দেখা যাবে টেনেসি এবং মিশিগানের কিছু অংশ থেকেও। এসব জায়গার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। গ্রহণের সময় সরাসরি তাকানোর ফলে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি গ্রহণের রশ্মি থেকে হতে পারে স্থায়ী অন্ধত্বও। ফলে সৌর ফিল্টার বা গ্রহণ চশমা ছাড়া গ্রহণ দেখতে নিষেধ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এসব জায়গার বাসিন্দাদের খাবার কিনে রাখতে বলা হয়েছে। গ্রহণ দেখতে আসা পর্যটকদের ভিড়ের কারণে যাতে স্থানীয়দের খাবারে টান না পড়ে সে কারণেই এই ব্যবস্থার নির্দেশ।

ইউক্রেনকে ১০০ বিলিয়ন ইউরো দেওয়ার আহ্বান ন্যাটোর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইউক্রেনকে ১০০ বিলিয়ন ইউরোর সামরিক সহযোগিতা তহবিল দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটো। গত বুধবার ব্রাসেলসে ন্যাটো দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এ কথা বলেন সংস্থাটির প্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইউক্রেনকে ১০০ বিলিয়ন ইউরোর সামরিক সহযোগিতা তহবিল দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে পশ্চিমাদের সামরিক জোট

ন্যাটো। বুধবার ব্রাসেলসে ন্যাটো দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এ কথা বলেন সংস্থাটির প্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ। ন্যাটোর মহাসচিব বলেছেন, আমাদের সহযোগিতার ধরন পালটাতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে ইউক্রেনকে নির্ভরযোগ্য ও অনুমানযোগ্য নিরাপত্তা সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও ন্যাটো প্রতিশ্রুতির ওপর আমাদের বেশি নির্ভর করতে না হয়। তিন বছরে গড়ানো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কিয়েভে প্রাণঘাতী নয় এমন সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে ন্যাটো। ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করলে সরাসরি রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতের ঝুঁকির আশঙ্কা থেকে এমন পথে হেঁটেছে জোটটি। এদিকে ইউক্রেন ও ফিনল্যান্ড ১০ বছরের নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গত বুধবার ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টাব এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ফিনিশ প্রেসিডেন্টের ইউক্রেন সফরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির আওতায় দুই দেশের নিরাপত্তা সহযোগিতা ও দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা বাড়বে।

৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ফুকুশিমায় গতকাল বৃহস্পতিবার ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ। তবে ভূমিকম্পের কারণে কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। রাজধানী টোকিও থেকেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে এতে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। খবর এএফপির। ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালনাকারী সংস্থা টেপকো জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণে সেখানে কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ জাপানে কঠিন নিয়ম মেনে বাড়িঘরের নকশা করা হয়, যাতে অতিশক্তিশালী ভূমিকম্পেও সেগুলো টিকে থাকে। সাড়ে ১২ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত দ্বীপপুঞ্জের দেশটিতে প্রতিবছর দেড় হাজারেরও বেশি ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে এগুলোর বেশির ভাগেরই মাত্রা থাকে মৃদু পর্যায়ের। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, জাপানে আজকের ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ১। এর গভীরতা ছিল ৪০ দশমিক ১০ কিলোমিটার ভূ-অভ্যন্তরে।

তাইওয়ানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৯ আহত হাজারের বেশি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তাইওয়ানে গত বুধবারের শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯ জনে দাঁড়িয়েছে এবং আহত হয়েছে এক হাজারেরও বেশি মানুষ। গত দুই যুগের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে বহু বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। পাশাপাশি ভূকম্পনের পরপরই জারি করা হয়েছিল সুনামি সতর্কতা। খবর এএফপির। ভূমিকম্পের কারণে ভূমিধসের ঘটনায় আটকা পড়েছেন অনেকে। দ্বীপরাষ্ট্রটির উত্তর-দক্ষিণের সংযোগকারী টানেলেও আটকা পড়েছেন বহু লোক। কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত ২৫ বছরের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঘটনা। পাশাপাশি তারা সামনের দিনগুলোতে আরও ভূমিকম্পের ঘটনার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাইপের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া প্রশাসনের ভূকম্পন কেন্দ্রের পরিচালক উ চিয়েন ফু বলেন, ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এটাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। সে সময় দ্বীপদেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুই হাজার ৪০০ লোক নিহত হয়। গত বুধবারের ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে স্থানীয় সময় সকাল ৮টায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল তাইওয়ানের হাউলিয়েন শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দক্ষিণে ৩৪ দশমিক ৮০ কিলোমিটার গভীরতায়। ভূমিকম্পের পরপরই তাইওয়ান, জাপান ও ফিলিপাইনে জারি করা হয় সুনামি সতর্কতা। তবে কয়েক ঘণ্টা পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাইওয়ানের

রাজধানী তাইপেতে মেট্রোরেল চলাচল এক ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শহরের অধিবাসীদের প্রতি গ্যাস লিকের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানানো হয়। চীনের ফুজিয়ান প্রদেশেও অনুভূত এই ভূমিকম্প। তাছাড়া হংকংয়ের অধিবাসীরাও জানিয়েছে, তারা ভূমিকম্প অনুভব করেছেন।

ভারতে পুলিশের অভিযানে ১৩ মাওবাদী নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে ভারতের লোকসভা নির্বাচন। এমন সময়ে ছত্তিশগড়ে পুলিশের এক অভিযানে মারা গেছেন ১৩ জন মাওবাদী বিদ্রোহী। ভারতে নির্বাচনের প্রচার এখন তুঙ্গে। তার মধ্যেই ছত্তিশগড়ে মাওবাদী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে পুলিশ। ১৪ ঘণ্টা ধরে চলে অভিযান। এই অভিযানে ১৩ জন নিহত হওয়ায় চলতি বছর পুলিশের অভিযানে মোট ৫০ জন মাওবাদী নিহত হলেন। পুলিশের দাবি, ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়। বার্তা সংস্থা এএফপিকে স্থানীয় পুলিশপ্রধান পি সুন্দারা বলেন,

ভয়াবহ খরায় পুড়ছে জিম্বাবুয়ে, জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত অনেতদিন থেকেই ভয়াবহ খরায় ভুগছে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশ জিম্বাবুয়ে। আর এরই জেরে এবার খরা মোকাবিলায় 'জাতীয়

দুর্যোগ' ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার। এছাড়া ক্ষুধা মোকাবিলায় বিপুল অর্থ প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে দেশটি। গত বুধবার রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী খরা সংকট মোকাবিলায় জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাগওয়া দেশটিতে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করেছেন। নানগাগওয়া বুধবার বলেছেন, কম বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট খরা ও ক্ষুধা মোকাবিলায় তার দেশের ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। মূলত বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে দেশটির প্রায় অর্ধেক ভুট্টা ফসল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এদিকে শস্যের ঘাটতি জিম্বাবুয়েতে খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এতে করে আনুমানিক ২৭ লাখ মানুষ ক্ষুধার মুখোমুখি হবে। এছাড়া প্রতিবেশী জাম্বিয়া এবং মালাউইও সম্প্রতি খরার কারণে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ঘোষণা দিয়েছে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোতে চলমান এই খরা হবে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডব্লিউএফপি) বলেছে, ১ কোটি ৩৬ লাখ মানুষ বর্তমানে এই অঞ্চলে 'সংকট স্তরের' খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হচ্ছে।

বিনোদন

একের পর এক রেকর্ড গড়ছে বিয়ন্সের নতুন অ্যালবাম

বিনোদন ডেস্ক : মুক্তির পরপরই রেকর্ড গড়েছে বিয়ন্সের নতুন অ্যালবাম 'কাউবয় কার্টার'। প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের জায়ান্ট মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরম স্পটিফাইয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে অ্যালবামটি। স্পটিফাই জানিয়েছে, প্রকাশের ২৪ ঘণ্টায় গ্র্যামিজয়ী শিল্পীর কান্ট্রি অ্যালবামটি এখন পর্যন্ত ২০২৪ সালের এক দিনে সর্বাধিক স্ট্রিম করা অ্যালবাম হয়ে উঠেছে। মিউজিক জায়ান্ট আরো উল্লেখ করেছে, এ বছর প্রথমবারের মতো একটি দেশীয় অ্যালবাম স্পটিফাইয়ে এই রেকর্ড গড়েছে। গত শুক্রবার 'কাউবয় কার্টার' প্রকাশের আগে বিয়ন্সের একক 'টেক্সাস হোল্ড এম' ২০০ মিলিয়নেরও বেশিবার স্ট্রিম হওয়ার পর মার্কিন শীর্ষ ৫০ চার্টের ১ নম্বরে উঠে এসেছিল। ২০২২ সালের রেনেসাঁর পরে সম্ভাব্য ট্রিলজি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তি এই 'কান্ট্রি অ্যালবাম'টি ২৭টি গানের সমন্বয়ে তৈরি, যার মধ্যে ডলি পার্টন, মাইলি সাইরাস, পোস্ট ম্যালোন, উইলি নেলসনসহ একাধিক পপতারকার যৌথ গান রয়েছে। এর আগে গত শুক্রবার এটিও ঘোষণা করা হয়েছিল যে 'কাউবয় কার্টার' অ্যামাজন মিউজিকেরও রেকর্ড ভেঙেছে। এটি বেয়ন্সের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অ্যালবাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এআইয়ের মাধ্যমে মান্নাকে পর্দায় ফিরিয়ে আনায় স্ত্রীর আপত্তি

বিনোদন ডেস্ক : সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক সিরিজ 'ব্ল্যাকস্টোন'এ খলনায়কের ভূমিকায় মান্নাকে দেখা গেছে নতুনভাবে। তবে মৃত্যুর দেড় যুগ পর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সহায়তায় মান্নাকে পর্দায় ফেরানো নিয়ে আপত্তি তুলেছে তার পরিবার। মান্নার ইমেজকে বিক্রি করা হয়েছে উল্লেখ করে তার স্ত্রী শেলী মান্না গণমাধ্যমকে জানান, পরিবারের অনুমতি ছাড়াই মান্নাকে সিরিজে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'সিরিজটি বানানোর সময় কিংবা বানানোর পরও যোগাযোগ করা হলে সেটা মানা যেত, সেটা তারা করেনি। ট্রেলার প্রকাশের পর বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা কোনো অনুমতি দিইনি।' অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্মাতা শাহরিয়ার গালিবের দাবি, তিনি অনুমতি নিতে মান্নার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিবারের অনুমতি নিয়ে হলিউডের প্রয়াত তারকাদের এআইয়ের মাধ্যমে পর্দায় ফেরানোর নজির রয়েছে। 'ব্ল্যাকস্টোন' সিরিজে মান্নাকে ১০ সেকেন্ডের জন্য দেখা গেছে। শাহরিয়ার গালিবের দাবি, কোনো ভিডিওতে ১০ সেকেন্ডের মতো ফুটেজ রাখতে পরিবারের অনুমতি না নিলেও চলে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিভিত্তিক সিরিজ 'ব্ল্যাকস্টোন'এ খলনায়কের ভূমিকায় হাজির করা হয়েছে মান্নাকে। গত সোমবার ইউটিউব চ্যানেলে সিরিজের প্রথম পর্ব মুক্তি পেয়েছে। ২২ মিনিটের এই পর্বের শেষভাগে ১০ সেকেন্ডের মতো মান্নার দেখা মিলেছে। এতে গ্রেগঅন নামের এক খলচরিত্রে রয়েছেন তিনি; যিনি এক রহস্যময় পাথরখণ্ডের খোঁজে মহাবিশ্ব থেকে পৃথিবীতে নেমেছেন।

এবার হিন্দি গানও গাইবেন ড. মাহফুজুর রহমান

বিনোদন ডেস্ক : গত কয়েক বছর ধরে ঈদে ড. মাহফুজুর রহমানের গান শোনা যায়। তার গান মানেই শ্রোতাদের বাড়তি আগ্রহ। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দি গান শোনাবেন তিনি। এবার দুটি গানের আয়োজন নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি। ঈদের বিশেষ একক সংগীতানুষ্ঠানে ঈদের দিন রাত ১০টা ৩০ মিনিটে প্রচার হবে একক সঙ্গীতানুষ্ঠান 'তুমি শুধু আমারই থেকো'। অনুষ্ঠানে রয়েছে মোট ১০টি গান। অ্যালবামের গানগুলোতে সুরারোপ করেছেন মান্নান মোহাম্মদ ও রাজেশ ঘোষ। বাংলা গানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে থাকছে জনপ্রিয় কয়েকটি গজল। অ্যালবামে রয়েছে আমায় ভালোবাসোনা, তোমার চোখ দুটি, তুমি যে শুধু আমার, যাবে যদি চলে যাও এবং বুকের মাঝে রাখবো শিরোনামের গান। গজলের মধ্যে রয়েছে মেরে মিতুয়া, ম্যায় জিস দিন, জানে কাহা, ম্যায় সায়ের তো নেহি এবং চিটঠি আয়ি হ্যায়। ঈদের পরদিন রাত ১০টা ৩০ মিনিটে প্রচার হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান 'লেকে পেহেলা পেহেলা পেয়ার'।

এবার বাঘিনীর গল্প শোনাবেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : ২০১৬ সালে 'দ্য জঙ্গল বুক'-এ কণ্ঠ দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এবার তার কণ্ঠ শোনা যাবে ডিজনি নেচারের নতুন তথ্যচিত্র 'টাইগার'-এ। গত মঙ্গলবার নিজের ইনস্টাগ্রামে এ খবর নিজেই জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'টাইগার'-এ অম্বর নামে এক তরুণী বাঘিনীর গল্পের জন্যই কণ্ঠ দেবেন বলিউডের দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা। ইনস্টায় সিনেমাটির ট্রেলার শেয়ার করে অভিনেত্রী লিখেন, 'টাইগার' এমন একটি গল্প যা বন্যকে বন্দী করে এবং এর মধ্যে যা ঘটে তার সবকিছু দেখিয়ে দেয়। প্রেম, দ্বন্দ্ব, ক্ষুধা, বেঁচে থাকা এবং আরও অনেক কিছুর গল্প এটি।' 'ভারতের ঘন জঙ্গলে যেখানে ছোট-বড় প্রাণী, ভীতু এবং স্বমহিমায় বিচরণ করে, সেখানে অম্বর আছে - এক কালজয়ী উত্তরাধিকারের বাঘ। এত ভালোবাসা দিয়ে সে তার শাবকদের যত্ন নেয়, সন্তানদের সঙ্গে তার দুর্দান্ত বন্ধন ফুটে ওঠে। এক সুন্দর পরিবারকে অনুসরণ করে ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সিনেমার শ্যুটিং করা হয়েছে।'

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে অপি করিম

বিনোদন ডেস্ক : ছাত্ররাজনীতি নিয়ে কয়েকদিন ধরেই উত্তাল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এই ইস্যুতে শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি হয়েছে নানা মত। একদল চাইছে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি চালিয়ে নিতে, আরেক দল ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে অনড়। এমন অবস্থায় দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নানা মত দিচ্ছেন। এবার এই ইস্যুতে নিজের অভিমত জানালেন সাবেক বুয়েটিয়ান ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপি

করিম। ক্যাম্পাসটিতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক পোস্টে অপি করিম লিখেছেন, 'বুয়েটের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং এলামনাই হিসেবে আমি বুয়েটে সকল প্রকার ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে। বুয়েটের বর্তমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমি একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং তাদের সফলতা কামনা করছি।' হ্যাশট্যাগে লিখেছেন, 'নো স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইন বুয়েট'। দেশজুড়ে আলোচিত এই ইস্যুতে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশের জন্য নেটিজেনদের প্রশংসায় ভাসছেন অভিনেত্রী। মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেছেন, 'সহমত। আর আমাদের শিল্পীদের মাঝে একজনকে পেলাম যিনি সত্যি বলতে দ্বিধা করেন না।' এবার একটু পুরনো দিনে ফিরে যাওয়া যাক। অপি করিম তখন বুয়েটের শিক্ষার্থী। সেসময় ছাত্র রাজনীতির বিরূপ অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন তিনি। বুয়েট ক্যাম্পাসে তখন ছাত্রদলের আধিপত্য। ২৮ আগস্ট ২০০২ সাল। অপি করিম তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন পরীক্ষা দিতে। এ সময় তাকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন তখনকার বুয়েট ছাত্র সংসদের ভিপি ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা গোলাম মোর্শেদ লায়ন। সেদিন পরীক্ষা দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাছে গেলে লায়ন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অপির পথরোধ করে দাঁড়ান। তিনি অপিকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চান। অপির সঙ্গে তার মা ছিলেন। এ ঘটনায় মা-মেয়ে দুজনেই ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। বুঝে উঠতে পারছিলেন না কী করবেন? এ রকম পরিস্থিতিতে অপি তার এক বান্ধবীর সাহায্য নিয়ে অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদের বাসায় আশ্রয় নেন। লায়ন তখন দলবল নিয়ে ওই বাসার সামনে পাহারা বসান। পরে ডিবির গাড়ি এলে তারা কেটে পড়েন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর বুয়েটের তড়িৎ কৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এরপরই ছাত্রদের তীব্র আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ হয় ছাত্ররাজনীতি।

মার্কিন মডেলের সঙ্গে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে শাকিব খান

বিনোদন ডেস্ক : সুপারস্টার শাকিব খানকে এবার দেখা গেল বাহামা দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে মার্কিন মডেল কন্যা কেলসির সঙ্গে নতুন রসায়ন তৈরি করলেন তিনি। খবরটি শোনার পর ভক্তদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। পরে জানা গেল, বাহামার নাসাউতে কেলসির সঙ্গে নিজের

কোম্পানির বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরি করছেন তিনি। তাঁর কোম্পানি রিমার্ক-হারল্যানের ব্র্যান্ড লিলির বিজ্ঞাপনচিত্রের শুট করতেই তিনি গিয়েছেন সেখানে। এই বিজ্ঞাপনচিত্রে দর্শকদের জন্য নতুন আকর্ষণ থাকবে লাস্যময়ী আমেরিকান মডেল ও অভিনেত্রী কেলসি নটেজ। দেশের শীর্ষস্থানীয় স্কিনকেয়ার ও কসমেটিকস ব্র্যান্ড লিলি মানেই ভিন্ন কিছু। তারই ধারাবাহিকতায় এবার সুপারস্টার শাকিব খানকে নিয়ে বাহামার নাসাউতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের এক বিজ্ঞাপনচিত্র শুট করল সৌন্দর্যের সংজ্ঞার পরিপূরক লিলি। বাহামার চোখজুড়ানো লোকেশনে এক দিকে ঢালিউড কিং শাকিব খান আর অন্যদিকে লাস্যময়ী আমেরিকান মডেল ও অভিনেত্রী কেলসি নটেজ, এই তিন মিলে দর্শকদের জন্য বিজ্ঞাপনটি যে একটি ধামাকা হয়েই আসছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধু তাই নয়, শাকিবের সাথে কেলসির আবেগঘন রসায়ন পুরো অ্যাডটিতেই এনে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। রিমার্ক এইচবির অপারেটিভ ডিরেক্টর হাসান ফারুক বলেন, কেভস বিচ, কোরাল হারবার, ওশেন ক্লাব ও রক পয়েন্টের মত দৃষ্টিনন্দন ও বৈচিত্র্যময় স্পটে শাকিব খান, কেলসি ও অন্যান্য আমেরিকান কলাকুশলীদের নিয়ে চিত্রায়িত করা হয়েছে বিজ্ঞাপনটি। লিলির সৌন্দর্যবর্ধনকারী পণ্য সমূহের গুণাবলি তুলে ধরার পাশাপাশি এই বিজ্ঞাপনটির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পীদের সাথে আমেরিকান আর্টিস্টদের এক অভূতপূর্ব পারফরম্যান্সের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনচিত্রের ইতিহাসে এই অ্যাডটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সন্দেহ নেই মেগাস্টার শাকিব খান ও জনপ্রিয় আমেরিকান মডেল কেলসি নটেজকে নিয়ে নয়নাভিরাম লোকেশনে চিত্রায়িত এই বিজ্ঞাপনটি ব্যাপক সাড়া ফেলবে সবার মাঝে। তাই তো লিলির এই অ্যাডটি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন দর্শকরা। রিমার্কের সাথে এর আগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান, জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পরিমনি, অপু বিশ্বাস, বিদ্যা সিনহা সাহা মিম, নুসরাত ফারিয়া ও চিত্রনায়ক মামনুন হাসান ইমনের মত জনপ্রিয় ও দর্শকনন্দিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

সেন্সর পেল কাজলরেখা ও লিপস্টিক

বিনোদন ডেস্ক : আসছে ঈদুল ফিতরে মুক্তির অপেক্ষায় আছে একগুচ্ছ সিনেমা। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে প্রচারণা। সঙ্গে আছে সেন্সর ছাড়পত্র নেওয়ার তোড়জোড়ও। সেই মিছিলে যোগ দিল 'কাজল রেখা' ও 'লিপস্টিক'। যদিও কয়েক দিন ধরে অনেকেই বলাবলি করছিল সেন্সর না পাওয়ায় পিছিয়ে আসতে পারে দুটি সিনেমা। তবে সেসব কথাকে পাত্তা না দিয়ে সেন্সর পেয়ে গেল সিনেমা দুটি। এখন আর এই দুটি সিনেমা মুক্তিতে কোনো বাধা নেই। দুটি সিনেমা সেন্সর ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সেন্সরবোর্ডের অন্যতম সদস্য খোরশেদ আলম খসরু। 'কাজল রেখা' সিনেমার পরিচালক গিয়াস উদ্দিন সেলিম বলেন, "কারা কেন এমন গুজব ছড়াল সে বিষয় আমার জানা নেই। শুধু বলব, বিষয়গুলো মিথ্যা। ঈদে না এলে আমরা নিজেরই আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতাম। এখন অফিশিয়ালি জানাচ্ছি, 'কাজল রেখা' আনকাট সেন্সর পেয়েছে এবং আমরা ঈদেই আসছি।" ষোলো শতকের ময়মনসিংহ গীতিকা 'কাজল রেখা' অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। কাজল রেখার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ ও মন্দিরা চক্রবর্তী। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, ইরেশ যাকের, আজাদ আবুল কালাম, খায়রুল বাশার, সাদিয়া আয়মানসহ অনেকে। এ সিনেমায় কংকন দাসী চরিত্রে অভিনয় করছেন মিথিলা আর সুচ কুমার চরিত্রে শরিফুল রাজ। সরকারি অনুদানের এ সিনেমাটি বাংলাদেশের পাশাপাশি কানাডা, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে 'লিপস্টিক' সিনেমার নায়ক আদর আজাদ তাঁর সিনেমার সেন্সর ছাড়পত্র ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। এরপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'লিপস্টিক'-এর সেন্সর ছাড়পত্র হাতে পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ আমাদের 'লিপস্টিক' ঈদেই মুক্তি পাচ্ছে।" রোমান্টিক থ্রিলার গল্পের সিনেমা 'লিপস্টিক'। সিনেমাটির গল্পে দেখা যাবে ঢাকার অদূরে অবস্থিত এক গ্রামের কিশোরী বুচি।

বিজিবির কাজে বাধা, পন্যে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে যুবক শ্রীঘরে

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে সরকারি কাজে বাধা ও বিজিবির কাছ থেকে ভারতীয় পন্য ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে লিটন (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে বিজিবির সদস্যরা। আটককৃত লিটন হাকিমপুর উপজেলার ধরন্দা গ্রামের মৃত আশরাফুল ইসলামের ছেলে। বুধবার বেলা ৩ টায় হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট গেটে এই ঘটনা ঘটে। বিজিব্বির নায়েক ওমর আলীর হাকিমপুর থানায় মামলা এজাহারে উল্লেখ করেন, বুধবার দুপুরে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট গেইটের জিরো পয়েন্টে ডিউটি রত থাকা কালিন সময়ে ভারত থেকে এক নারী পাসপোর্ট যাত্রী দুইটি কাপড়ের কালো ব্যাগে ভারতীয় পন্ডস বিউটি ক্রিম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এসময় ওই পাসপোর্ট যাত্রীকে ব্যাগে পন্যের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে কোন সঠিক উত্তর দিতে না পারায় ওই ব্যাগ দুইটিতে থাকা ৫৮ কেজি পন্ডস ক্রিম হিলি বন্দর শুল্ক অফিসে প্রেরন কালে আসামি লিটন চেকপোস্টের মেইন পিলার ২৮৫/১১ এস হইতে আনুমানিক ৩০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে আমার পথ রোধ করে সরকারি কর্তব্য পালনে বাধা প্রদান করিয়া ভারতীয় পণ্য সামগ্রী বোঝায় কালো কাপড়ের ব্যাগ দুটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং আমাকে ধাক্কা মারলে আমি মাটিতে পড়ে গিয়ে আঘাত পাই। পরে অন্য কর্তব্যরত বিজিবি সদস্যদের সহযোগিতায় আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে দুইটি মোবাইল এবং সিমসহ দুইটি সিম জব্দ করা হয়েছে। এবিষয়ে জয়পুরহাট ২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, বিজিবির কাজে বাধা প্রদান, বিজিবি সদস্যকে ধাক্কা মেরে তার কাছ থেকে পণ্য ছিনিয়ে নেওয়া কোন ভাবে কাম্য নয়। আমি সংবাদ পাওয়া মাত্রই থানা পুলিশ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অবগত করি। আমি নিজেও ঘটনাস্থলে এসে সবার সাথে কথা বলেছি।

শ্রীনগরে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগরে প্রবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের মানবিক কর্মসূচি অংশ হিসেবে বীরতারা ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা সাতগাঁও এলাকায় ৫ শতাদিক মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বীরতারা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্তিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ-১ সংসদ সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেনের, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক তাইজুল ইসলাম পিন্টু, উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ফিরোজ আল মামুন। ঈদ সামগ্রী মধ্যে ছিল পোলাও চাল, চিনি, সেমাই, আলু ও তেল।

‘ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ডে সর্বদা পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ এগিয়ে’

বগুড়া প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঈদ উপহার প্রদান অনুষ্ঠান অত্র প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহাদৎ আলম ঝুনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার (অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) সুদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী বিপিএম, পিপিএম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার বলেন, বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। আর সেই সোনার বাংলা বিনির্মাণে সবচেয়ে বেশি ভুমিকা পালন করছেন শিক্ষকরা। সেদিন বেশি দুরে নয়, যেদিন এই শিক্ষকদের শিক্ষার্থীরা দেশ পরিচালনা করবে। ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ডে সর্বদা পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ এগিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানকে সকল শিক্ষক তাদের দক্ষতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দক্ষ শিক্ষকদের সঠিক প্রণোদনা প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছি। বর্তমান সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বর্তমান সময়ে সন্তানদের মাঝে আবেগ অনুভূতি কম। তাই আমাদের শিক্ষকদের যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সন্তানদের সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষকদের বৃত্তের বাহিরে আসতে হবে। সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের বিকাশে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকলের আন্তরিকতা থাকতে হবে। তাহলেই উত্তরাঞ্চলের মধ্যে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ঈদ উপহার মানুষের মাঝে আনন্দ বিলিয়ে দেয়। ঈদ মানেই আনন্দ, আর সেই আনন্দ সকলে মিলে সঠিক ভাবে পালন করাই আসল উদ্দেশ্য। মাহে রমজান আমাদের মাঝে একটি শিক্ষা নিয়ে আসেন। সেই শিক্ষা নিয়ে আমাদের সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাড়াতে হবে। সবাই মিলে সাম্যের সাথে বসবাস করতে হবে।

বোরো ধানের জমিতে কীটনাশক ছিটাচ্ছেন একদল কৃষক। শেরপুর, বগুড়া।

কলামাকান্দায় এলাকাবাসীর অর্থায়নে কাঠের ব্রীজ নির্মাণ

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষার্থী, কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ এবং স্থানীয়দের যাতায়াতের সুবিধার্থে নিজস্ব অর্থায়নে নদীর উপর কাঠের ব্রীজ নির্মাণ করেন এলাকাবাসী। সেই ব্রীজ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা তোলার অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে। বুধবার সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গেলে নাম না প্রকাশের শর্তে বেশ কয়েকজন নারী ও পুরুষ বলেন, এই ব্রীজকে কেন্দ্র করে এরমধ্যেই মারামারি ও মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে পারে আশঙ্কা করছেন তারা। এরআগে গত সোমবার নেত্রকোনা কলমাকান্দার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবরে লেঙ্গুরা ইউপি (ইউনিয়ন) চেয়ারম্যানের সুপারিশ নিয়ে এ বিষয়ে শিবপুর গ্রামের এলাকাবাসীর পক্ষে মকগুল ইসলামের ছেলে আমির হোসেন, ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হোসেন আলীসহ আরও অনেকের স্বাক্ষরিত অভিযোগ পত্রটি জমা দেওয়া হয়। অভিযোগকারীদের অভিযোগে উল্লেখ যে, রাধানগর, জিগাতলা, মানিকপুর গ্রাম থেকে স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষার্থী, অসহায় রোগীদের কমিউনিটি ক্লিনিকের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ ও স্থানীয়দের যাতায়াতের সুবিধার্থে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সহায়তায় রাধানগর থেকে শিবপুরগামী রাস্তা বরাবর কাউবাড়ি নদীর উপর বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ব্রীজ নির্মান করা হয়। নির্মানের পর থেকে একদল চাঁদাবাজ অবৈধভাবে চাঁদা উত্তোলন শুরু করে। এতে বাঁধা দিলে শিবপুর গ্রামের মো. হযরত আলীর হুকুমে আতাব উদ্দিন, মো. ইউনুছ আলী, মো. শরীফুল, মো. রইছ উদ্দিন, মো. আরিফুল, মো. রতন মিয়া, মো. আবু রায়হান, মো. নাছির উদ্দিন, ইয়ামিনসহ আরো অনেক ব্যক্তি লাঠিশোঠা ও দাঁড়ালো অস্ত্র দিয়ে একজনকে রক্তাক্ত জখম করেন। পরবর্তীতে আহত ব্যক্তিকে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। পরে এ ঘটনায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। সে সময় পুলিশের দারোগা মামলা তদন্ত করতে আসলে ব্রীজটি উন্মুক্ত এবং কেউ চাঁদা তোলতে পারবে না বলে যান। এরপরেও ব্রীজের উপর দিয়ে যাতায়াতকারীদের কাছ থেকে ফের টাকা নেওয়া শুরু হয়। চাঁদাবাজরা বলে টাকা উত্তোলন করতে না পারলে এই ব্রীজ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে এবং যারা বাঁধা দিবে তাদেরকে হত্যার হুমকি দেয়। এমতাবস্থায় হত্যাসহ বড় ধরণের সংঘর্ষের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে ব্রীজটি উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবী জানান অভিযোগকারীরা। এবিষয়ে লেঙ্গুরা ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভুঁইয়া বলেন, এলাকার ১০ জনের অর্থের বিনিময়ে স্থানীয়ভাবে ব্রীজটি নির্মিত হয়। এ ব্রীজ দিয়ে যাতায়াতে দুই পাড়ের জনগণকে চাঁদা দিতে হয়। ব্রীজটি উন্মুক্ত রাখার জন্য এলাকাবাসী ইউএনওকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। অভিযোগকারীদের মধ্যে আমির হোসেন বলেন, প্রায় চার মাস আগে এলাকার ১৫-২০ জন মিলে ১১৮ ফুট লম্বা ও সাড়ে পাঁচ ফুট প্রশস্থের ব্রীজটি প্রায় এক লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় নির্মান করা হয়। আমিও ১২ জনের কমিটির একজন ছিলাম।

দেশে প্রথম স্মার্ট কৃষক হচ্ছে আড়াইহাজারের কৃষক

আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : দেশে প্রথম স্মার্ট কৃষক হতে চলেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার কৃষকরা। ঘরে বসেই তারা সব রকমের সেবা পাবেন। মেঘনা নদীর ওপারের দুর্গম কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের কোন গ্রামে কোন কৃষকের গরু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওই কৃষককে আড়াইহাজার সদরে আসতে হবেনা। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই অনলাইনে রোগের বর্ণণা ও ছবি তুলে দিলেই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কৃষককে চিকিৎসা পরামর্শ দিবেন। ‘স্মার্ট কৃষক আড়াইহাজার’ অনলাইন প্লাটফর্মে কেউ কৃষিপণ্য বিক্রি চাইলে বিক্রি করতে পারবেন। আবার কিনতেও পারবেন। এতে প্রশাসনের নজরদারি থাকবে। কোন মধ্যস্বত্বভোগী লাভবান হতে পারবেনা। আড়াইহাজারের কৃষকরা কৃষি, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য বিষয়ে পরামর্শ নিতে পারবেন। তাছাড়া স্মার্ট কৃষকদের হাট বসবে সপ্তাহে একদিন। কৃষকদের নিয়ে উঠানবৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। স্মার্ট ঋণ দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচরারচর প্রশ্নোত্তর ও সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে। সবমিলিয়ে কৃষকরা স্মার্ট হলে পুরো উপজেলাই শতভাগ স্মার্ট হয়ে যাবে। ২০২৩ সালের ৩০ অক্টোবর আড়াইহাজারে ‘স্মার্ট কৃষক আড়াইহাজার’ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাহমুদুল হক। সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: ইশতিয়াক আহমেদ, বাস্তবায়ন করবেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান ফারুকী ও উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জেসমীন আক্তার। জানাগেছে, স্মার্ট কৃষক প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে আড়াইহাজারের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিজিটাল স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা তৈরী হবে। চলতি বছরের শুরুতে ওয়েবসাইটটি তৈরী করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪ হাজার জন রেজিস্ট্রেশন করে অনলাইন সুবিধা গ্রহণ করেছেন। স্মার্ট ভ্যাকসিনেটর তৈরীর জন্য প্রতি পৌরসভা ও ইউনিয়ন হতে ৩ জন করে মোট ৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ, টিকাসামগ্রী ও টিকাবক্স দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বাকি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। বর্তমানে পরীক্ষা মূলক ভাবে চলছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে পুরোপুরি চালু করা হবে। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: সজল কুমার দাস বলেন, স্মার্ট কৃষকের মাধ্যমে অনলাইনে প্রেসক্রিপশন করা যাবে।

মঙ্গল শোভাযাত্রা ঘিরে চারুকলার শিক্ষার্থীরা মহাব্যস্ত

বরিশাল প্রতিবেদক : বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বরিশালে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। আর বর্ষবরণের সবচেয়ে বৃহৎ জমায়েত হতে যাচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা ঘিরে। নগরীর ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে পহেলা বৈশাখে (১৪ এপ্রিল) সকাল সাড়ে আটটায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হবে। যা নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে অশ্বিনী কুমার টাউন হল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হবে। চারুকলা বরিশালের সভাপতি দীপংকর চক্রবর্তী বলেন, এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন ৩৩তম। এবার কবি জীবনানন্দের কবিতা থেকে শ্লোগান নেওয়া হয়েছে “আমরা তো তিমির বিনাশী”। সূত্রমতে, মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরুর পূর্বে সকাল সাতটায় ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর উদ্যোগে সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হবে। মঙ্গল শোভাযাত্রার আগে উদীচীর মঞ্চে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ও রাখি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া শোভযাত্রা শেষে চারুকলার আয়োজনে বরিশাল সিটি কলেজ প্রাঙ্গণের চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি লোকজ সংস্কৃতির প্রদর্শন করা হবে। মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে চারুকলার শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের মুকুট, মুখোশ, পাখা, পালকি, ঘোড়া, নৌকাসহ বিভিন্ন লোকজ উপকরণ তৈরিতে এখন ব্যস্ত সময় পাড় করছেন। এবার ঈদের পরে মঙ্গল শোভাযাত্রা হওয়ায় বিগত দিনগুলোর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি লোকসমাগম হবে বলে জানিয়েছেন মঙ্গল শোভাযাত্রা ১৪৩১ এর আহবায়ক দুর্জয় সিংহ। একই কথা জানিয়ে উদীচী বরিশালের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাংশু কুমার বিশ্বাস বলেন, পহেলা বৈশাখের সকল আয়োজনে প্রচুর লোকসমাগম হবে।

অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বরিশাল প্রতিবেদক : প্রতিদিনের ক্লান্তিতে ন্যুজ ও আর্থিকভাবে দূর্বল পরিবারগুলোর সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার পাশাপাশি সবার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে নগরীর শতাধিক অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সেবা ও মানবতার মনোভাবকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন বরিশাল অঞ্চলের পক্ষ থেকে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জিহাদুল কবির বিপিএম, পিপিএম’র নেতৃত্বে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বলেছেন, দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ব্যক্তি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালে কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তি ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

খেত থেকে পাকা ভুট্টা তোলার উপযোগী হয়েছে কি না, তা পরখ করছেন এক কৃষক।

গফরগাঁওয়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার রাওনা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ইউপি সংরক্ষিত মহিলা প্রতিনিধি, ইউপি সদস্য, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মী, হাসপাতালে নার্স, বিভিন্ন পেশার মহিলা ও পুরুষ, সাংবাদিক সমন্বয়ে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়োজনে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ মোল্লা।

বাঘার ঐতিহাসিক ঈদ মেলার ইজারা ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : ৫ বছর পর ১০ শর্তে ১৫ দিন ব্যাপি ৫০০ বছরের রাজশাহীর বাঘার ঐতিহাসিক ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ মেলার ইজারা প্রদান সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় বাঘা মাজার শরিফ চত্বরে ১৫ দিনের জন্য উন্মুক্ত ডাকের আয়োজন করা হয়। এই মেলা ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে ইজারা প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালে সর্বশেষ মেলার ডাক হয়েছিল ২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। জানা যায়, ৮ লক্ষ টাকার জামানত সাপেক্ষে এ ইজারায় অংশ নেয় অত্র এলাকার ২০ জন ব্যবসায়ী। এরমধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ১৫ দিনের জন্য এই মেলা ইজারা দেয়া হয় বাঘা পৌর আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক মামুন হোসেনকে। মেলা ইজারার সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাবুল, মাজারের সদস্য সচিব মতোয়াল্লী খন্দকার মুনছুরুল ইসলাম রইস, বাঘা থানা ওসি আমিনুল ইসলাম, অধ্যক্ষ নছিম উদ্দিন, উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য মহিদুল ইসলাম প্রমুখ। এ বিষয়ে বাঘা ওয়াকফ্ এষ্টেটের মোতোয়াল্লি ও মাজারের সদস্য সচিব খন্দকার মনছুরুল ইসলাম রইশ বলেন, আবদুল আব্বাসী (রঃ) বংশের হযরত শাহ্ মোয়াজ্জেম ওরফে শাহদৌলা (রহঃ) ও তার ছেলে হযরত আব্দুল হামিদ দানিশমন্দ (রহঃ) ওফাৎ দিবসে ধর্মীয় ওরস মোবারক উৎসবকে কেন্দ্র করে সাধকদের সাধনার পীঠস্থান হিসেবে ওয়াকফ এষ্টেটের এলাকা জুড়ে ঈদুল ফিতরের ঈদে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ মেলা। তবে মেলায় অশ্লীল কোন কিছু চলবেনা মর্মে ১০টি শর্ত সাপেক্ষে ১৫ দিনের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজশাহী শহর থেকে ৪৯ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ কোনে বাঘায় হযরত শাহদৌলা (রঃ) ও ছেলে হযরত আঃ হামিদ দানিশ মন্দ (রঃ) সাধনার পীঠস্থান। বাঘা শাহী মসজিদের ভিতরে প্রবেশ পথের উত্তর গেটের বামদিকে হযরত শাহদৌলা (রঃ) রওজা শরীফ অবস্থিত। ৫০০ বছর আগে বাগদাদ থেকে ৫ জন সংগীসহ ইসলাম প্রচারের জন্য পূর্ব-দক্ষিণ কোনে পদ্মা নদীর কাছে বাঘা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। তারপর নিজের চরিত্র, মাধুর্য্য, ব্যবহার ও আত্নিক শক্তির বলে এই এলাকার জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারে আকৃষ্ঠ করেন তিনি। এই এলাকার মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আত্নিক ক্ষমতার প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মানুষ। তাঁর স্বরণে প্রায় ৫০০ বছর যাবত চলছে ঈদ মেলা।

ঈদযাত্রায় নদীতে চাপ কম, সড়কে বেশি

বরিশাল প্রতিবেদক : পবিত্র ঈদ-উল ফিতরকে সামনে রেখে ঢাকা-বরিশাল রুটে বাসের আগাম টিকিট বিক্রি প্রায় শেষপর্যায়ে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর কম সময়ে যাতায়াত করতে পারায় সড়কপথে যাত্রীদের চাপ বেড়েছে কয়েকগুণ। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চলবাসীর এক সময়ের ভরসাস্থল নদীপথের বিলাসবহুল লঞ্চগুলোর আগাম টিকিট বিক্রি হচ্ছে অনেকটা ঢিমেতালে। পদ্মা সেতু চালুর পর লঞ্চের আগাম টিকিটের তেমন চাহিদা নেই। তবে রোটেশনের কারণে ট্রিপে লঞ্চ কম থাকায় ছুটির দিনগুলোর আগে যাত্রীচাপ থাকে ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে। তখন কালোবাজার ছাড়া টিকিট পাওয়া দায়। এ অবস্থায় কালোবাজারি রোধসহ সড়ক ও নৌপথে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে বরিশাল মেট্রোপলিটন, জেলা, হাইওয়ে ও নৌ পুলিশ। অপরদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য কমিয়ে সরকার যখন বাস ভাড়া কমানোর চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে নতুন ভাড়া কার্যকর করার পরিবর্তে ঈদ-উল ফিতরের যাতায়াতে বাস, লঞ্চ, উড়োজাহাজসহ বিভিন্ন গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের নামে নৈরাজ্য শুরু হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব নৈরাজ্য বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঈদকে সামনে রেখে গত ১৫ রমজান থেকে আগাম টিকিট বিক্রির ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটের বিলাস বহুল লঞ্চের মালিকরা। এ ঘোষণার এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কাঙ্খিত যাত্রীদের দেখা নেই লঞ্চের টিকিট কাউন্টারগুলোতে। অথচ পদ্মা সেতু চালু হওয়ার আগে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও পাওয়া যেতো না লঞ্চের টিকিট। লঞ্চর স্টাফরা জানিয়েছেন, আগামী ৬ এপ্রিল থেকে ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে ৩৮টি নিয়মিতসহ ঈদের বিশেষ লঞ্চ চলাচল করবে। তবে এখনো আশানুরূপ টিকিট বিক্রি হয়নি। সুন্দরবন লঞ্চ কোম্পানির কাউন্টার স্টাফ শাকিল হোসেন জানান, গতবছরও লঞ্চ কাউন্টারগুলোতে যে রকম চাপ ছিল, এবার তেমনটা নেই। এবার টিকিট বিক্রিও অনেকটা কম হচ্ছে। তবে ভিন্ন চিত্র সড়কপথে। ঈদকে সামনে রেখে ঢাকা থেকে বরিশাল আসার অগ্রিম টিকিট বিক্রি ইতোমধ্যে শেষ করেছে পরিবহনগুলো। এমনকি ফিরতি টিকিটও প্রায় শেষের পথে। যাত্রীচাপ সামলাতে সবধরনের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা।

টানা ৬ দিন সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে হিলি স্থলবন্দরে

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর,পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন উপলক্ষে টানা ৬ দিন দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে। সেই সাথে বন্দরে পণ্য লোড-আনলোডসহ সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রী চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হিলি স্থলবন্দর আমদানি ও রপ্তানিকারক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি জানান, আগামী ৯ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ঈদুল ফিতরের এবং ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে টানা ৬ দিন বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গৃহবধূর পর শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে একঘরে করলো ইউপি মেম্বার

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে মিথ্যা অভিযোগে সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূকে একঘরে করায় ওই গৃহবধূ বাপের বাড়ি পালিয়ে গেলে এবার তার বয়োবৃদ্ধ শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকেও একঘরে করলো এক ইউপি মেম্বর। দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরে একঘরে করে রাখায় ওই পরিবারটি এখন মানবেতর জীবন যাপন করছেন। উপজেলার হাতুড় ইউনিয়নের গাহলি গ্রামের মৃত শ্রীচরণ ডাক্তারের ছেলে শ্রী ভূগোল চন্দ্র বর্ম্মণ অভিযোগ করেন যে, গত ১২ মার্চ দিবাগত রাত ১০টার দিকে হাতুড় ইউপি মেম্বার শ্রী পরিমল চন্দ্র, কথিত মাতব্বর খোরশেদ আলম, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা হেলাল হোসেনসহ কয়েকজন তার বাড়ির সামনের পাকা রাস্তা থেকে পার্শ্ববর্তী মির্জাপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের নুর ইসলাম ওরফে সুধীর পাগলার ছেলে রুবেল হোসেন ওরফে আব্দুল কুদ্দুসকে আটক করে নিয়ে আসে। তারা দাবি করে যে আব্দুল কুদ্দুসের সাথে ভূগোল চন্দ্রের পুত্রবধূর অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এই অপবাদ দিয়ে তাদের দুজনকেই মারধর করে। এরপর আব্দুল কুদ্দুসের পরিবারের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে টাকার কোন ভাগ তার পুত্রবধূকে দেয়নি। বরং তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার ও গ্রামের সব লোককে খাওয়ানোর নির্দেশ দেয়। যতদিন খাওয়া না দিবে ততদিন তাকে একঘরে করে রাখারও নির্দেশ দেয়। এসময় তার ছেলে সঞ্জিত কুমার বর্ম্মণ ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে তার ছেলে বাড়ি আসলে তাকেও হুমকি দেয়া হয়।

কালীগঞ্জে উদ্যোক্তা সুরত আলীর জিনহুয়াং আম চাষে চমক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ড্রাগনের পর কৃষি উদ্যোক্তা সুরত আলী এবার আম চাষে চমক দেখাচ্ছেন। তার বাগানে জিনহুয়াং নামের একটি বিদেশী জাতের আম গাছে সিজেনে ও অফসিজনে আম ধরছে কয়েকবার। এবার সিজনের মুকুল রেখে দিলেও তিনি মূলত অফসিজনে আম উৎপাদন করতে চান। সাইজে বড় ও ভালো স্বাদের এই আম অফসিজনে কাঙ্খিত দামে বিক্রয় করতে পারবেন বলে তিনি আশা করছেন। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার শিবনগর গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা সুরত আলী জানান, ৪ বছর আগে ভিয়েতনাম থেকে জিনহুয়াং আমের এ জাতটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন তার ভাগ্নে ডক্টর রস্তম আলী। এরপর তিনি ওই গাছের সায়ন দিয়ে চারা তৈরী করে ৪ বিঘা জমিতে ৫০০ টি চারা রোপন করেন। গাছ থেকে গাছ ৮ ফিট ও লাইন থেকে লাইন ১২ ফিট দূরত্ব বজায় রেখে আমের চারা লাগানো হয়েছে। তার লাগানো এই চারাগুলোর বয়স প্রায় ৩ বছর। দুই বছর বয়সেই গাছে আমের মুকুল আসে। প্রথমবার মুকুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এবার সিজনের মুকুল রেখে দিয়েছেন। গ্রীষ্মকাল জুড়েই গাছে মুকুল আসতে থাকবে। ফলে সিজেনের আমতো পাবেনই, এছাড়া অফ সিজনেও কয়েকবার আম হারভেস্ট করতে পারবেন। এ জাতের আম বেশ বড় সাইজের ও সুস্বাদু বলে তিনি জানান। আম গাছের পরিচর্যা ও রোগবালাই দমন করা নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন, আম গাছে তেমন কোনো রোগবালাই হয় না। এছাড়া পোঁকা মাকড়ের আক্রমনও খুব একটা বেশি হয় না। তারপরও রোগবালাই ও পোঁকা মাকড়ের আক্রমন থেকে রক্ষা করতে মাঝে মধ্যে ছত্রাক নাশক ও কিটনাশক স্প্রে করা হয়। এছাড়া গাছে মুকুল আসার আগে ও আমের গুঁটি মটর দানার মতো হলে কার্বান্ডাজিম ও সাইপারম্যাথিন গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

সৈয়দপুরে নারী পুরুষ ক্রেতাদের পদভারে মুখরিত ঈদ বাজার

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : শেষ মুর্হুতে জমে ওঠেছে ঈদ বাজার। শহরের বিভিন্ন মার্কেটে এখন নারী পুরুষের জটলা। নীলফামারীর ঘনবসতিপুর্ণ শহর সৈয়দপুর। এ শহরে অতীতে কোন স্থায়ী বাজার ছিল না। রেললাইন ধার, গেট বাজার ও মাছ হাটির পাশ দিয়ে বসত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অনেক ভোগান্তির মধ্য দিয়ে ক্রেতাদের বাজার সারতে হত। তবে সেই দুর্ভোগ এখন আর নেই। এখন বিশাল সুন্দর একটি সুপারমার্কেটে সৈয়দপুরে। যার নামকরণ দেয়া হয়েছে সৈয়দপুর প্লাজা অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট। তারই পাশে গড়ে তোলা হয়েছে আরও একটি সুপার মার্কেট। এটির নাম দেয়া হয়েছে সৈয়দপুর এস আর প্লাজা। এদিকে নতুন করে অপরিচ্ছন্ন মার্কেটগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন সৈয়দপুর শহরে বেশ কয়েকটি মার্কেট। সব মার্কেটগুলো ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নানা রঙে সাজানো হয়েছে। ফাকা জায়গায় দেয়া হয়েছে সামিয়ানা। যাতে ক্রেতারা রোধে ক্রান্ত না হয়। বর্তমানে ঈদ বাজার জমজমাট। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নারী পুরুষরা তাদের ঈদ বাজার সারছেন। বাজারে এ বছর কাপড়ের দাম অনেক বেশী বলে জানালেন ক্রেতা পারভেন। সাকিল গার্মন্টেস এর মালিক সাকিল হোসেন জানান, গত বছরের চেয়ে এ বছর ব্যবসা বেশ ভাল হয়েছে। ব্যবসায়ি বাবু জানান, পুরুষদের চেয়ে নারীদের পোষাক বেশী বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ি চান বিহারী জানান, বাজারে চাহিদা বেশী স্যালোয়ার কামিজ, শারী,লুঙ্গী এবং বোরকার। পাদুকা ব্যবসায়ি মমিন জানান, গত বছরের চেয়ে এ বছর বিক্রি কম। কেন যেন মানুষ জুতা স্যান্ডেল কিনছেন না। তবে ছোট বাচ্চাদের জুতা কিছুটা বিক্রি হচ্ছে। সৈয়দপুর দর্জি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল আমিন জানান, এখন দোকানে কাজ হালকা। আমরা ১০ রমজানের পর কোন অর্ডার নেয়া বন্ধ করে দেই। কিন্তু এ বছর তেমন কাজ নেই। কারীগরদের মজুরী বেড়েছে। দোকানে তেমন কাজ নেই। অনেক চিন্তায় দিন যাচ্ছে।

বিলের পানিতে কচুরির মধ্যে লুকিয়ে থাকা মাছ পলো দিয়ে ধরছেন এক মৎস্যশিকারি । গোয়ালকান্দি।

ফোডেনের হ্যাটট্রিকে সিটির জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : আক্রমণের তোড়ে যেন অ্যাস্টন ভিলাকে ভাসিয়ে দিতে চাইল ম্যানচেস্টার সিটি। তৈরি করল একের পর এক সুযোগ। জালের দেখাও পেল নিয়মিত। টানা দুই ড্রয়ের হতাশা ঝেড়ে ফেলে পেল দুর্দান্ত জয়। চমৎকার এক হ্যাটট্রিকে যে জয়ের নায়ক ফিল ফোডেন। ঘরের মাঠে বুধবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। শিরোপাধারীদের অন্য গোলটি করেছেন রদ্রি। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারের দলের বিপক্ষে এটি ছিল সিটির টানা তৃতীয় ম্যাচ। লিভারপুলের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করার পর আর্সেনালের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে দলটি। এবার আক্রমণাত্মক ফুটবলে ভিলাকে স্রেফ উড়িয়ে দিল তারা। ৬৭ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৫টি শট নেয় সিটি। এর ১১টি ছিল লক্ষ্যে। এর বিপরীতে ভিলার আট গোলের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। চেনা আঙিনায় প্রথম সুযোগ পায় সিটি। প্রতিপক্ষের সমর্থকদের দুয়ো শোনা জ্যাক গ্রিলিশ তৃতীয় মিনিটে বাঁদিক দিক থেকে খুঁজে নেন হুলিয়ান আলভারেসকে। আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের শট কাঁপায় পার্শ্ব জাল। ভিলাকে প্রবল চাপে রেখে তাদের অর্ধ থেকেই উঠতে দিচ্ছিল না সিটি। এর সুফল দলটি প্রায় দ্রুতই। রদ্রির চমৎকার ফিনিশিংয়ে এগিয়ে যায় একাদশ মিনিটে। ডান দিক থেকে জেরেমি ডকুর চমৎকার ক্রসে ছুটে গিয়ে বুলেট গতির শটে জাল খুঁজে নেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। সমতা ফেরাতে খুব বেশি সময় নেয়নি ভিলা। সপ্তদশ মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে জালের দেখা পান কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড হুন দুরান। তার গোলে বড় অবদান আছে মর্গ্যান রজার্সেরও। ২৪তম মিনিটে সুযোগ আসে গ্রিলিশের সামনে। ভিলা থেকে সিটিতে আসা ইংলিশ মিডফিল্ডার ভলি রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। ১৩ মিনিট পর আলভারেসের শট রুখে দিয়ে সমতা ধরে রাখেন রবিন ওলসেন। ৪১তম মিনিটে আর পারেননি আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসের অনুপস্থিতিতে পোস্টে দাঁড়ানো ওলসেন। চমৎকার ফ্রি কিকে জাল খুঁজে নেন ফোডেন। কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নিজেদের অর্ধেই গুটিয়ে ছিল ভিলা। ধৈর্য নিয়ে তাদের প্রতিরোধ ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল সিটি। ফোডেন ও রিকো লুইস ভীতি ছড়ালেও গোলরক্ষকের খুব একটা পরীক্ষা নিতে পারছিলেন না।

মুম্বাইয়ে যোগ দিচ্ছেন সূর্যকুমার

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছর ডিসেম্বরে শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন এই ফরম্যাটের শীর্ষ র‍্যাঙ্কিংধারী ব্যাটার। তারপর গোড়ালির ইনজুরিতে ছিটকে যান, অস্ত্রোপচারও করা হয়। প্রায় চার মাস পর আবার মাঠে ফিরছেন তিনি, আইপিএল দিয়ে। হারের হ্যাটট্রিক করা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জন্য এটা সুখবর। মঙ্গলবার পাঁচবারের সাবেক চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সূর্যকুমার। ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ছাড়পত্র নিয়ে শুক্রবার হার্দিক পান্ডিয়াদের ক্যাম্পে পা রাখবেন তিনি।

সবুজ-রাজিন্দরের হ্যাটট্রিকে গোল উৎসব

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার হকি লিগে গোল উৎসব করেছে মেরিনার ইয়াংস ক্লাব। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ক্লাবকে ১৩-১ গোলে উড়িয়ে দারুণ এক জয় নিয়ে আনন্দে মাঠ ছাড়েন সবুজ, মিলন ও আবেদরা। রবিবার মেরিনার্সের তারকা ডিফেন্ডার সোহানুর রহমান সবুজ ৪টি এবং ভারতের রাজিন্দর সিংয়ের হ্যাটট্রিকে বড় জয় তুলে নেয় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এছাড়া জয়ী দলের অধিনায়ক ফজলে হোসেন রাব্বি ২টি, ভারতের অজয় যাদব ২টি এবং প্রিন্স লাল সামন্ত ও সাদাফ সালেকীন একটি করে গোল করেন। ম্যাচে সাধারণ বীমার জার্সিতে একমাত্র গোলটি করেন ভারতের আশু। মওলানা ভাসানি স্টেডিয়ামে খেলার অষ্টম মিনিট থেকে গোল উৎসব শুরু।

আবার নৈপুণ্য দেখিয়ে মোহামেডানকে জেতালেন সারি

স্পোটর্স ডেস্ক : প্রিমিয়ার হকি লিগে চার ম্যাচে দুই হ্যাটট্রিকসহ ৯ গোল ফায়সাল বিন সারির। মালয়েশিয়ান এই ফরোয়ার্ড আজও জোড়া গোল করে মোহামেডানকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে অ্যাজাক্স স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে সাদা কালোরা। জয়ী দলের মালয়েশিয়ার সারির জোড়া গোল ছাড়াও আমিরুল ইসলাম, রাসেল মাহমুদ জিমি ও মনোজ বাবু একটি করে গোল করেন। অ্যাজাক্সের তানজিম আহমেদের জোড়া গোল ছাড়াও মৃদুল করেন অন্যটি।

পিএসজিকে ফাইনালে তুললেন এমবাপে

এফএনএস স্পোর্টস: ম্যাচজুড়ে দাপট যতটা দেখাল পিএসজি, গোলমুখে ততটা কার্যকারিতা দেখা গেল না। কিলিয়ান এমবাপে তো কাজে লাগাতে পারলেন না পেনাল্টিও। তবে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার জন্য তো স্রেফ একটি গোলই যথেষ্ট। সেই কাজটি ঠিকই করলেন তাদের সবচেয়ে বড় তারকা। তার গোলেই শেষ পর্যন্ত দল পৌঁছে গেল কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়। স্তাদ রেনেকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফরাসি কাপের ফাইনালে পা রাখে পিএসজি। ঘরের মাঠে সেমি-ফাইনালের ৪০তম মিনিটে গোলটি করেন এমবাপে। ফরাসি কাপে রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি আরও একটি শিরোপা আশায় মাঠে নামবে ২৫ মে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ অলিম্পিক লিওঁ। রেনের বিপক্ষে ম্যাচের ৮০ শতাংশ সময় বল ছিল পিএসজির কাছে। পাস দিয়েছে তারা প্রতিপক্ষের দ্বিগুনের অনেক বেশি। ৯১ শতাংশ পাসই ছিল নিখুঁত। লক্ষ্যে শট নিতে পারে তারা অবশ্য গোটা ম্যাচে ৬টি। সেখান থেকেই একটি কাজে লাগান এমবাপে। ওই গোলের আগেই আরেকটি গোলের সুবর্ণ সুযোগ আসে তার জন্য। ৩৭তম মিনিটে পেনাল্টি পায় পিএসজি। কিন্তু এমবাপের শট ঠেকিয়ে দেন রেনের গোলকিপার স্তিভ মাদাদা। হতাশ গ্যালারিকে মিনিট তিনেক পরই উল্লাসে ভাসান এমবাপে। ফাবিয়ান রুইসের পাস থেকে বল জালে পাঠান ২৫ বছর বয়সী তারকা। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে জোর বাড়ায় রেনে। কিন্তু পিএসজির রক্ষণে চিড় ধরাতে পারেনি। পিএসজির কয়েকটি আক্রমণ বাধা পায় রেনে গোলকিপার মাদাদার দেয়ালে। ম্যাচশেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে প্রতিপক্ষ গোলকিপারকে কৃতিত্ব দিলেন জয়ের ব্যবধান আরও বেশি না হওয়ার জন্য।

কৌশিক-সবুজদের ঘাম ঝরানো জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার হকি লিগে কষ্টার্জিত এক জয় পেয়েছে মেরিনার ইয়াংস ক্লাব। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর অ্যাজাক্স স্পোর্টিং ক্লাবকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে মামুন-উর-রশিদের শিষ্যরা। আগের ৪ ম্যাচে যেখানে প্রতিপক্ষের জালে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল মেরিনার্স, সেখানে আজ অ্যাজাক্সের গোলমুখ খুলতে বেশ ঘামই ঝরাতে হয়েছে কৌশিক, সবুজ, প্রদীপ মোরদের। বুধবার মওলানা ভাসানি স্টেডিয়ামে খেলার ষষ্ঠ মিনিটে দারুণ এক ফিল্ড গোলে অ্যাজাক্সকে শুরুতেই এগিয়ে দেন রাকিবুল হাসান। পরের মিনিটেই সমতায় ফেরে মেরিনার্স। অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড ফরিদপুরের ছেলে মাঈনুল ইসলাম কৌশিক ফিল্ড গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। প্রথম কোয়ার্টারে সমতায় থেকে বিরতিতে যাওয়া মেরিনার্স দ্বিতীয় কোয়ার্টারে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। আক্রমণের সুফলও ঘরে তোলে দলটি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অ্যাজাক্সের জালে গুনে গুনে তিন গোল করে মেরিনার্স। ১৭ মিনিটে ভারতের অজয় যাদবের ফিল্ড গোলে ব্যবধান ২-১ করে। ২০ মিনিটে মেরিনার্সের আরেক ভারতীয় দীপকের ফিল্ড গোলে স্কোর ৩-১। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তারকা ডিফেন্ডার সোহানুর রহমান সবুজ। অ্যাজাক্সের সঙ্গে মেরিনার্সের গোল পার্থক্য বেড়ে দাঁড়ায় ৪-১ এ। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অ্যাজাক্সও এক গোল করে।

শীর্ষে আর্সেনাল, জয় পেল সিটিও

স্পোর্টস ডেস্ক : লুটন টাউনকে হারিয়ে আবারও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে ওঠল আর্সেনাল। বুধবার ঘরের মাঠে ২-০ গোলের জয় পায় তারা। একই দিনে জয়ের দেখা পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটিও। ফিল ফোডেনের হ্যাটট্রিকে অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে তারা। এমিরেটস স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথমার্ধেই গোল দুটো পেয়ে যায় আর্সেনাল। ২৪ মিনিটে কাই হাভার্টজের বাড়ানো বল পেয়ে দারুণ ফিনি-শিংয়ে বল জালে পাঠান গানার অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার। এগিয়ে যাওয়া আর্সেনাল আক্রমণে আরো মনোযোগী হয়। লুটনের রক্ষণকে রাখে ব্যতিব্যস্ত। তাতে প্রথমার্ধেই বাড়িয়ে নেয় ব্যবধান। যদিও সেটা আত্মঘাতি গোলে। ৪৪ মিনিটে বাই লাইন থেকে জিনচেঙ্কোর বাড়ানো বল গোলমুখ থেকে ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়ান হাশিওকো। এই জয়ে ৩০ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্টে দুইয়ে লিভারপুল। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে থাকা ম্যানচেস্টার সিটিকে জয়ে ফেরান ফোডেন। প্রথম লেগে ভিলার কাছেই ১-০ গোলে হেরেছিল সিটি। এবার অবশ্য আর কোনো সুযোগ দেয়নি গার্দিওলার শিষ্যরা। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে এগারো মিনিটে স্বাগতিক দর্শকদের এগিয়ে যাওয়া আনন্দে মাতান রদ্রি। যদিও একটু পরেই জন ডুরানের গোলে সমতা ফেরায় অ্যাস্টন ভিলা। তবে আক্রমণে চাপ অব্যাহত রেখে মধ্যবিরতিতে যাওয়ার আগেই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় সিটি। ফ্রিকিকে দারুণ এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন ফিল ফোডেন। বিরতি থেকে ফিরে ভিলার ওপর আরও চাপ বাড়ায় সিটিজেনরা। সুবাদে গোলও পেয়ে যায় চ্যাম্পিয়নরা। ৬২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় এবং ম্যানসিটির তৃতীয় গোল করেন ফোডেন। রদ্রির বুদ্ধিদীপ্ত

পাস পেয়ে বাম পায়ের মাপা শটে জাল খুঁজে নেন ইংলিশ এই ফরোয়ার্ড। সাত মিনিট পরেই হ্যাটট্রিকও করে ফেলেন ফোডেন। অ্যাস্টন ভিলার এক ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বাম পায়ের নিখুঁত শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে হ্যাটট্রিকের আনন্দে ভাসেন ফোডেন।

মেসির অপেক্ষায় মায়ামি

স্পোর্টস ডেস্ক : লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামির অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বুধবার কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে মেক্সিকোর মন্টেরির বিপক্ষে দলে ছিলেন না। তাকে ছাড়া ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরে গেলো মায়ামি। ১৯তম মিনিটে ডিফেন্ডার টমাস অ্যাভিলেসের গোলে মায়ামি লিড নেয়। ৬৫তম মিনিটে ইন্টার মিডফিল্ডার ডেভিড রুইজ লাল কার্ড দেখলে ম্যাচ বদলে যায়। চার মিনিট পর ম্যাক্সিমিলিয়ানো মেজা সমতা ফেরান। তারপর ৮৯তম মিনিটে হোর্হে রদ্রিগেজের শটে মায়ামিকে হারায় মন্টেরি। মেক্সিকোর লিগা এমএক্স-এ শীর্ষে থাকা মন্টেরি আগামী বুধভার মায়ামিকে স্বাগত জানাবে। আঞ্চলিক টুর্নামেন্টের শেষ চারে ওঠার দৌড়ে তারাই ফেভারিট। অবশ্য দ্বিতীয় লেগে মেসিকে পাওয়ার আশা করছে মায়ামি।

বেলজিয়াম-পর্তুগালের উন্নতি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে

স্পোর্টস ডেস্ক : মার্চের আন্তর্জাতিক উইন্ডোর পারফর?ম্যান্সের ভিত্তিতে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ তিনে একটি পরিবর্তন এসেছে। ইংল্যান্ডকে এক ধাপ নিচে

পাঠিয়ে সেরা তিনে ফিরেছে বেলজিয়াম। উন্নতি হয়েছে সাবেক ইউরো চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালের। নেদারল্যান্ডসকে এক ধাপ নিচে পাঠিয়ে ছয়ে উঠেছে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর দল। শীর্ষ দুইয়ে কোনো পরবির্তন নেই। ১৮৫৮ পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসিকে ছাড়াই খেলতে নেমে এল সালভাদরকে ৩-০ ও কোস্টা রিকাকে ৩-১ গোলে হারায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দুই নম্বরে আছে গত দুই বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ফ্রান্স। জার্মানির বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরে যাওয়ার পর চিলিকে ৩-২ গোলে হারায় দিদিয়ে দেশমের দল। জার্মানির বিপক্ষে হারে আর্জেন্টিনার সঙ্গে বেড়েছে ফ্রান্সের ব্যবধান। দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট এখন ১৮৪০.৫৯। শীর্ষ দুই দলের মাঝে পয়েন্টের ব্যবধান প্রায় ১৮। মার্চে খেলা দুই ম্যাচে কোনো জয় পায়নি বেলজিয়াম। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্রয়ের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে ড্র করে ২-২ গোলে। ওই ম্যাচের আগে ব্রাজিলের বিপক্ষে ১-০ গোলে হারা ইংল্যান্ড পয়েন্ট হারিয়েছে ৫.১৫। তাদের চেয়ে একটু কম ৩.২৩ পয়েন্ট হারিয়েছে বেলজিয়াম।

লাইফস্টাইল

রোদে কেন সানগ্লাস ব্যবহার জরুরি?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সূর্যের প্রখরতাপে বের হলে তাকানোই দায়। সকালে থেকে পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত এই রোদেলা দিনে আমাদের সঙ্গী সানগ্লাস। শুধু সানগ্লাস হলেই তো হয় না, তা হতে হবে ফ্যাশনেবল, মুখের সঙ্গে, আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও মানাতে হবে ঠিকঠাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, সানগ্লাস শুধু পড়লেই হবে না। অবশ্যই ভালো মানের সানগ্লাস পড়তে হবে। ভালো সানগ্লাসের ব্যবহার ও নিয়মিত যত্নে আপনার চোখ নিরাপদ থাকবে। বর্তমানে শিশু থেকে বুড়ো সব বয়সী মানুষ সানগ্লাস ব্যবহার করে থাকে। আসুন সানগ্লাস কেনার ক্ষেত্রে মাথায় রাখবেন যেসব বিষয় : নানা ধরনের সানগ্লাস আছে বাজারে। তবে আজকাল ক্যাট আই খুব চলছে আর নানা আকারের রিফ্লেকটার গ্লাসও জনপ্রিয়, অনেকেরই পছন্দ গাঢ? বাদামিরঙা বেশ বড় আকারের ওভারসাইজ?ড সানগ্লাস। এগুলো দেশি বা পশ্চিমা সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই মানিয়ে যায়, চোখের মেকআপ করার সময় নেই, কিন্তু যে প্রোগ্রামে যাচ্ছেন, ছবি তুলতেই হবে? তাহলে এমবেলিশড বাটারফ্লাই শেপড সানগ্লাস ব্যবহার করতে পারেন, সানগ্লাসের শেপ সাধারণত মুখের আদলের বিপরীত শেপের কেনা উচিত। যেমন মুখের আদল যদি গোলাকার হয় তাহলে একটু কোণাচে ধাঁচের সানগ্লাস বাছাই করুন, চারকোণা শেপের মুখের জন্য গোলাকার সানগ্লাস ভালো মানায়। পানপাতার মতো মুখের ক্ষেত্রে চোয়ালের অংশ ও কপালের অংশের সামঞ্জস্য রাখতে মোটা ফ্রেমের সানগ্লাস ব্যবহার করুন, মুখ ডিম বা ডায়ামন্ড শেপ হলে সব ধরনের ফ্রেমই ব্যবহার করতে পারেন। রোদে কেন সানগ্লাস ব্যবহার করবেন?, সূর্যের ক্ষতিকর অতি-বেগুনি রশ্মি কর্নিয়া ও অক্ষিপটের ক্ষতি করে। তাই চোখকে রক্ষা করতে সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। সানগ্লাস চোখকে রশ্মি থেকে পুরোপুরি রক্ষা করে। দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে চোখের পাতা, চোখের চারপাশ, ত্বকে জ্বালাভাব, কালি পড়া, ভাঁজ পড়া সমস্যার দেখা দেয়। তাই সানগ্লাস ব্যবহার জরুরি। সূর্যের ক্ষতিকর অতি-বেগুনি রশ্মি চোখের ভেতরের অংশের ক্ষতি করে ও চোখে ছানি পড়ে। তাই সানগ্লাস ব্যবহার জরুরি। চোখে প্রচুর আলো পড়লে 'আইরিস' ছোট হওয়া চোখ কুচকে যেতে পারে। এতে অক্ষিপটের ক্ষতি হয়। ভালো মানের রোদচশমা ব্যবহার আলোর পরিমাণ ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।

দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে বয়স বাড়ার সঙ্গে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া শঙ্কা বেড়ে যায়। তাই সানগ্লাস ব্যবহার জরুরি। লোহা, নাইলন, প্লাস্টিক, টাইটেনিয়ামসহ বিভিন্ন উপাদানে চশমা তৈরি করা হয়। এসব উপাদানের রয়েছে নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধা। তাই সব ধরনের মুখের গড়নের সঙ্গে মানানসই সানগ্লাস কেনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে এগুলো যেন সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে সুরক্ষা দেয়। নিজের প্রয়োজনীয় ও বাজেট অনুযায়ী মানসম্পন্ন সানগ্লাস কিনুন।

ইফতারে তেহারি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রমজানে ইফতারে আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো আইটেম ঘরে তৈরি করি। একদিন একটু তেহারি করতে পারেন, সবাই পছন্দ করবে। উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, কালিজিরা চাল আধা কেজি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, তেল আধা কাপ, রসুন বাটা আধা ১ চামচ, গরম পানি চালের দেড় গুণ, মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ, টক দই ১ কাপ, ধনে গুঁড়া আধা চা চামচ, শাহি জিরা আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, সরিষার তেল আধা কাপ, স্বাদ লবণ আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ, লবণ পরিমাণমতো, কেওড়ার জল ১ টে চামচ, জায়ফল, জয়ত্রি, এলাচ ও দারুচিনি। প্রণালি: তেহারির মাংস ছোট করে কেটে নিন। সব মসলা, টক দই, লবণ, এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ৩০ মিনিট মাংস মেখে রাখুন। একটি পাত্রে সয়াবিন তেল দিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে তাতে মাংস দিয়ে কষিয়ে নিন। সেদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিন। মাংস সেদ্ধ হলে অল্প ঝোল থাকতেই নামিয়ে নিন। চাল ধুয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। পাত্রে সরিষার তেল দিয়ে এলাচ-দারুচিনি দিয়ে চাল দিন। একটু নেড়ে পানি ও পরিমাণমতো লবণ দিন।

মুখের স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলুন কাশ্মীরি ডিম কোর্মা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রত্যেক বাড়িতেই মুশকিল আসানের কাজ করে ডিম। বাড়িতে সবজি, মাছ, মাংস না থাকলেও ডিম থাকবেই। আর ছোট থেকে বড় সবাই ডিম খেতে ভালোবাসায়, এর কদরই আলাদা। তাহলে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন কাশ্মীরি ডিম কোর্মা। রইলো সহজ রেসিপি- কী কী লাগবে: সাতটি ডিম, পেঁয়াজ কুচি,পেঁয়াজ বাটা,রসুন-আদা-পোস্ত-কাজুবাদাম বাটা,তেজপাতা, টক দই,গোটা গরম মসলা, পরিমাণমতো ঘি,পরিমাণমতো তেল, গরম মসলার গুড়া, কাঁচা মরিচ, গোলমরিচ গুড়া, চিনি-লবণ (স্বাদমতো), কয়েকটি কিশমিশ ও ধনেপাতা যেভাবে বানাবেন: প্রথমে ডিমগুলো সেদ্ধ করে নেবেন। এরপর সাবধানে খোসা ছাড়িয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন না ভাঙে। এরপর কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে গোটা গরম মসলা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। এই তেলের মধ্যেই ধীরে ধীরে পেঁয়াজ ও রসুন বাটা যোগ করুন। পেঁয়াজ হালকা বাদামি হলে তাতে কাজু ও পোস্ত বাদাম বাটা ও টক দই মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। মসলা ভালো মতো কষে গেলে দেখবেন তেল ছাড়তে শুরু করবে। তেল ছেড়ে গেলে সামান্য পানি দিয়ে একটু ফুটতে দিন।

রসুইঘরের কাজ হবে সহজে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ঘরের কাজ করার সময় কম বেশি সবারই প্রতিনিয়ত টুকটাক ঝামেলা পোহাতে হয় । কিন্তু একটু বুদ্ধি খাঁটিয়ে চটজলদি উপায়ে এসব টুকটাক সমস্যার সমাধান করা যায়। কীভাবে? জেনে নিন: ময়দার তৈরি খাবার তেলে ভাজার আগে তেলে এক চিমটি লবণ দিন। এতে তেল খরচ কমে যাবে। সেদ্ধ আটার রুটি বানাতে পানিতে সামান্য তেল দিন। রুটি নরম হবে। রুটি জাতীয় খাবার যেমন পাউরুটি, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি বেশি সময় নরম রাখতে পরিষ্কার কাপড় দুধে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে রুটি জাতীয় খাবার মুড়ে রাখলে বেশি সময় নরম থাকবে। দুধ পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমাতে জ্বাল দেওয়ার আগে গরম পানি দিয়ে পাত্রটিকে ধুয়ে ফেলুন। মাংস সেদ্ধ হতে দেরি হলে কয়েক দানা মেথি অথবা কয়েক টুকরো কাঁচা পেঁপেও রান্না করা মাংসে দিয়ে দিতে পারেন, প্রেসার কুকারের মরিচা দূর করার জন্য লেবুর খোসা দিয়ে ভালো করে ঘষে এতে গরম পানি দিয়ে ঘণ্টা খানিক রাখুন। মরিচা দূর হয়ে যাবে, আয়নাতে পানির দাগ শুকিয়ে বসে গিয়ে বাজে দেখায়। খবরের কাগজ ভিজিয়ে পরিষ্কার করে নিন, ঘরের মেঝে অথবা টাইলস ময়লা হয়ে গেলে কলার খোসা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন এবং পরের দিন সেই পানি দিয়ে মেঝে বা টাইলস্ মুছে ফেলুন, মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। শাক-সবজি ও মাছ-মাংস রান্না করার সময় হলুদ বা তেল-লবণ বেশি হয়ে গেলে যেকোনো শাক বা সবজির পাতা অথবা লাউ/কুমড়া পাতা তরকারিতে দিয়ে রাখুন। এতে তরকারিতে থাকা অতিরিক্ত তেল-লবণ-হলুদ শুষে নেবে। এগুলো শুষে নেওয়ার পর পাতাটি তুলে ফেলে দেবেন। করলা রান্নায় পেঁয়াজ কুচি পরিমাণে একটু বেশি দিন। তাতে করলার তিতা ভাব অনেকটা কমে যাবে। কচুর লতি কাটার সময় হাতে সরিষার তেল/লেবু মাখিয়ে রাখলে হাতও চুলকাবে না আবার হাতে কালো দাগও হবে না। ডিম দিয়ে কেক তৈরি করলে ডিমের উগ্র গন্ধ আসে এটা অনেকেই পছন্দ করেন না তাই ডিম দিয়ে কেকের মিশ্রণ তৈরি করলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দেবেন, দেখবেন ডিমের গন্ধ আসবে না। বড় চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করার সময় চিংড়ি মাছের শরীর থেকে একটি রগ তুলে ফেলুন, দেখবেন চিংড়ি খেলে আর অ্যালার্জি হবে না। ভাত রান্নার জন্য ভাতের চাল ধুয়ে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিন, তারপর চুলায় রান্না করুন। এতে ভাত তারাতাড়ি রান্না হয়ে যাবে। আজকাল স্বামী-স্ত্রীকে অফিসের কাজ-সংসারের কাজ সবই করতে হয়। বিরক্তি নিয়ে কাজ না করে দু'জন গল্প করতে করতে কাজগুলো গুছিয়ে ফেলুন। দেখবেন ঘরও পরিষ্কার থাকবে। সঙ্গে মনও থাকবে ফুরফুরে...

এই গরমে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : দেশে শুরু হয়ে গেছে প্রচন্ড তাপপ্রবাহ। বুধবার (৩ এপ্রিল) আবহাওয়াবিদদের মতে, আজ বিকেল তিনটা পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ঈশ্বরদীতে ৩৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একই সময় পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার ওপর পবিত্র রমজান মাস। এই প্রচন্ড তাপ প্রবাহে শিশুসহ সবারই নাভিশ্বাস উঠে গেছে। প্রচন্ড এই তাপপ্রবাহের একটি মারাত্মক দিক হলো হিট স্ট্রোক। এই হিট স্ট্রোকের ফলে অনেক সময় মৃত্যুও হতে পারে। তাই আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। শ্রমজীবী মানুষ, গার্মেন্টস কর্মী, খোলা মাঠে কৃষিকাজ যারা করেন এবং প্রচন্ড তাপদাহে যারা রিকশা ও যানবাহন চালান, তারাই বেশি হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিতে রয়েছেন। হিট স্ট্রোকের লক্ষণ শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে যায়। প্রচন্ড মাথাব্যথা ও বমি বমি ভাব। গায়ের চামড়া লাল, শুকনো, খসখসে হয়ে যায়। পালস ভলিউম বেড়ে বা কমে যায়। অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে যা করবেন, শিশুদের নিয়ে যথাসম্ভব বাসা থেকে কম বের হওয়া উচিত।

ইফতারে সুস্থ্ থাকার সেরা দাওয়াই ডাবের পানি

লাইফস্টইল ডেস্ক :এপ্রিল শুরু হতেই রোদের দাবদাহ বেশ টের পাচ্ছেন রোজাদাররা। রোদের তাপে ঝলসে যাচ্ছে গা। ইফতারে স্বাদ বদলের জন্য ডাবের পানির শরবত দারুণ উপকারী। এক কথায় ইফতারে সুস্থ্ থাকার সেরা দাওয়াই ডাবের পানি। এটি পান করার পর আপনি তরতাজা বোধ করবেন। বিভিন্ন উপায়ে আপনি ডাবের পানির শরবত বানিয়ে নিতে পারেন। চলুন রেসিপি জেনে নিই- ডাবের শাঁসের শরবত ডাবের পানি আলাদা করে রাখুন। ডাবের শাঁস বের করে নিন। ব্লেন্ডারে ডাবের শাঁসের সঙ্গে ডাবের জল ব্লেন্ড করে নিন। এতে বিট লবণ মিশিয়ে পরিবেশন করুন ডাবের শাঁসের শরবত। এই শরবত ফ্রিজে রেখে খেতে পারেন। স্বাদ আরও বেড়ে যাবে। সবজা সিড ও ডাবের পানি একটি কাপে অর্ধেক পানি নিন। এরপর এক চামচ সবজা বীজ (তুলসীর বীজ) ভিজিয়ে রাখুন। একটি গ্লাসে প্রথমে লেবুর স্লাইস দিয়ে দিন। গ্লাসে ১০টি তুলসি পাতা ফেলে দিন। এবার তাতে দুই চামচ ভেজানো সবজা বীজ মিশিয়ে দিন। এবার গ্লাস ভর্তি করে ডাবের পানি দিন। এই শরবতে আপনি ইফতারে তরতাজা বোধ করবেন। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক ডাবের পানির কিছু গুণাগুণ : *অতিরিক্ত গরমে ও রোজা রাখলে আমাদের শরীর খুব শুষ্ক ধরনের হয়ে যায়। ডাবের পানি শরীরকে ডি-হাইড্রেশনের হাত থেকে বাঁচায়। ফলে শরীর থাকে আর্দ্র ও পানির চাহিদাও মেটায়। * যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তারাও অনায়াসে ডাবের পানি পান করতে পারেন, কারণ ডাবের পানিতে চিনি থাকে না। পাশাপাশি ফাইবারে ভরপুর, কাজেই খাবার হজমে সাহায্য করে। * ভিটামিন 'সি', ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ডাবের পানি এই সবকটাই রয়েছে। * রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতেও ডাবের পানি বেশ উপকারী। * ডাবের পানি সোডিয়াম-পটাশিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের শরীরে।